boierpathshala.blogspot.com

জিঙ্গল বেল

সায়ন্তনী পূততুন্ড

Scanned by CamScanner

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে ওরা। ব্যস্ত শহরের রাস্তায় চোখে পিচুটি, নাকে কফ, নোংরা জামাকাপড়ে কাঙালের মতো বুভুক্ষু শৈশব। তাদের কথা কেউ তো ভাবে না। কেউ ঘেন্নায় সরে যায়। কেউ অবজ্ঞা করে। ওরা বাজির ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। বারুদে, জঞ্জালে বন্দি শৈশব। কেউ ওদের দেখতে পায় না। বুভুক্ষু? বন্দি? না বিপন্ন শৈশব। ওদের কথা কেউ জানে না। কারণ ওরা কেউ আমাদের কারওর সন্তান, ভাই কিংবা বোন নয়। কিন্তু যদি হত? কিছু সবুজ নোটের পেছনে বিকিয়ে-যাওয়া শৈশবের কলঙ্কিত কাহিনি নিয়েই সায়ন্তনী পুততুণ্ড-এর উপন্যাস 'জিঙ্গল বেল'।

২০০.০০

ISBN 978-93-5040-445-4

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জিঙ্গল বেল

সায়ন্তনী পূততুন্ড

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
Acc No. ২০১০৭৮
Date 17/6/18
1, Sarat Ghosh Garden Road, Kol-31

আনন্দ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪

© সায়ন্তনী পূততুন্ড

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-445-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

JINGLE BELL
[Novel]
by
Sayantani Putatunda

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

Scanned by CamScanner

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
Acc No.....
Date.....
1, Sarat Chatterjee Garden Road, Kol-31

স্নেহে, আদরে, শাসনে যাঁরা আমাকে মানুষ করে তুলেছেন—
সেই বাবা ও জ্যেঠুর চরণকমলে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
Acc No.....
Date.....
Sarat Ghosh Garden Road, Kol-31

boierpathshala.blogspot.com

দূর থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল উন্মত্ত কালবৈশাখী ধেয়ে আসছে! বুকের আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, অযত্নলালিত রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়ছে। বহুদিন গায়ে সাবান পড়েনি। গায়ে খড়ি উঠছে! গায়ের কালো রঙের সঙ্গে রুক্ষ ত্বক মিলেমিশে অদ্ভুত এক আবছা অন্ধকার তৈরি করেছে।

অন্ধকার তার দু'চোখেও। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও দপদপ করে জ্বলছিল ছাইচাপা আগুন। চোখের কোণে জমাট রক্তিমাভা দেখলে মনে হয়, কোথাও বুঝি আগুন লেগেছে। সেই আগুনের রক্তাভ লেলিহান শিখা হয়তো দেহ, আত্মা সব কিছু ছাড়িয়ে তার দু'চোখের শিরায় লকলক করে উঠেছিল। মেয়েটিকে দেখলেও বোঝা যায়, এত দিন ধরে সে শুধু পুড়েছে! পুড়ে গিয়েছে সব কিছু! জীবনের যেখানে যতটুকু সবুজ ছিল, সব পুড়ে ছাই! এখন যেন শ্মশানোত্থিত ভস্মমাখা প্রেত হয়ে ছুটে চলেছে।

আপাতত যেদিকে ছুটে চলেছে মেয়েটি সেদিকের দৃশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। চমৎকার এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে একফালি বাগানে এক অবাঙালি মালি কাজ করতেই ব্যস্ত। আপনমনেই লোকটা গান গেয়ে চলেছে। মাঝেমধ্যে গান থামিয়ে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছে। তারপরই দেশোয়ালি ভাষায় মহানন্দে ফের গান জুড়ছে, 'চলত মুসাফির মোহ লিয়া রে পিঞ্জরেওয়ালি মুনিয়া'। ভরদুপুরের খটখটে রোদ তার ঘর্মাক্ত কালো পিঠের চামড়া পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মালি যদি রোদকে ভয় পায়, তবে ফুল ফুটবে কী করে! তার মাথার ঘাম না পেলে জমি উর্বর হবে না। উজাড় করে দেবে না বোগেনভেলিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভার। প্রমাণ সাইজের ডালিয়া ফুটবে না। ফুটবে না অপরূপ কসমস। তাই চড়া রোদের জ্বলুনি পিঠে করে ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছে সে।

এ বাড়ির নীল উর্দি পরা ছোকরা গেটকিপার দু'জন গালগল্প করতে ব্যস্ত। লোহার গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে দু'জনে গজল্লা করে চলেছে। একজনের হাতে খইনি। সে গত পাঁচ মিনিট ধরে রগড়ে রগড়েই খইনির প্যাটা পিত্ত

Scanned by CamScanner

বের করে দিয়েছে। রগড়াচ্ছে, কিন্তু মুখে দিচ্ছে না! আসলে খইনি রগড়ানোর চেয়েও বড় রগড় এখন অন্যজনের রসদে। ও দিনকয়েক আগেই বিয়ে করেছে কিনা! এখন শৃঙ্গাররসের সঙ্গে চলছে তারই আদিরসাত্মক বর্ণনা। নতুন বউয়ের কার্যকলাপ শুনতে শুনতে অন্যজন বেশ উত্তেজিত। হাতের খইনি হাতেই রয়ে গিয়েছে। সদ্যবিবাহিত বর লাজুক মুখে তার 'কনে'র কীর্তি বলে চলেছে। মাঝেমধ্যে বন্ধুর টিপ্পনী শুনে কানদুটো বিলিতি বেগুনের মতো লাল হয়ে উঠছে। কিন্তু তা নিতান্তই তাৎক্ষণিক।

মেয়েটা ছুটে আসছিল ওদের দিকেই। গত একমাস ধরে সকাল-দুপুর-বিকেল সে এই বাড়ির গেটের সামনে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছে। কেঁদে ভাসিয়েছে। গেটকিপার দু'জনের পা ধরেছে। অনড় লোহার গেটে পাগলের মতো মাথা ঠুকেছে। কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি। কেউ তাকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। একবারও তার কথায় কর্ণপাত করার কথা ভাবেনি কেউ। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না, একথাও সে জানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করাই সার! কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি। করবে না কোনও দিন। বড়জোর বিরক্ত হয়ে বাড়ির মালকিন কুকুর লেলিয়ে দিতে পারে।

আচমকা ছুটে আসতে আসতেই তার গতিবেগ মন্দীভূত হল। গেটটা এখন অনেক কাছে। বিশালাকৃতি দানবের মতো দরজাটা যেন পঙ্গুর সামনে এক বিদ্রূপ। এই গেটটা দেখলেই নরম মানুষটাকে ভীষণ মনে পড়ে যায়। কিছুদিনের জন্য মানুষটা তার কাছে ছিল। পরিষ্কার মনেও নেই তাকে। একজোড়া ছোট্ট-ছোট্ট হাত যখন-তখন খপ করে চেপে ধরত তার চুল। একটা নরম মুখ অকারণে হাসত, কাঁদত। কিছু দিন ছিল তার কাছে, তারপর কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে! কেউ জানে না তার হদিশ। পুলিশও জানে না। যত দিন সে মানসিক হাসপাতালে আটকে ছিল, তত দিন জানত এক নামকরা বেসরকারি অনাথ আশ্রমে বড় হচ্ছে তার সন্তান। তখন নিশ্চিন্ত ছিল। ভাবত, এখান থেকে বেরোতে পারলেই দেখা হবে তার সঙ্গে।

কিন্তু দেখা হল না। যে অনাথ আশ্রমের দায়িত্ব ছিল তার সন্তানকে বড় করে তোলার, সেই অনাথ আশ্রমে গিয়ে জানতে পারল তার মেয়ে সেখানে নেই! সে নাকি তিন বছর আগেই অনাথ আশ্রম থেকে পালিয়ে গিয়েছে! এত দিনে সেই মেয়ের বয়স আট বছর হওয়ার কথা। অর্থাৎ পালানোর সময়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তার বয়স ছিল পাঁচ বছর! একটা পাঁচ বছরের মেয়ে কী করে পালিয়ে যায়? অনাথ আশ্রমের এই নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ থেকে সে যাবেই বা কোথায়?

সে প্রথমে কথাটা শুনে বুঝতে পারছিল না কী বলবে। বিস্মিত অথচ শূন্যদৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষপর্যন্ত বিড়বিড় করে বলল, "পালিয়ে গিয়েছে! পালিয়ে গিয়েছে?"

অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার বিরক্তিতে মুখবিকৃত করেছে, "এক কথা কতবার বলব? আপনার মেয়ে তিনবছর আগেই এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে। আমরা লোকাল থানায় মিসিং রিপোর্টও লিখিয়েছি। খোঁজার চেষ্টাও করেছি বিস্তর। খুঁজে না পেলে কি আমরা দায়ী?"

কথাগুলো সত্যিই সে বুঝতে পারেনি। একটা পাঁচ বছরের শিশুকন্যা একা-একা কী করে পালিয়ে যায়! কত দূর যাওয়ারই বা শক্তি আছে তার যে, পুলিশও তাকে খুঁজে পায়নি! কিছুই বুঝতে পারছিল না মেয়েটা। কী করবে, কী করা উচিত তাও মাথায় আসছে না! একদম কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো শ্রান্ত, হতাশ দেহটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে আসছিল অনাথ আশ্রম থেকে।

"টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চন! পৃথিবী গোলাকার তা প্রথম কে বলেছিল?"

আকস্মিক এমন অদ্ভুতুড়ে প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। এমনিতেই মাথা কাজ করছে না। তার উপর হঠাৎ করে এমন বিটকেল প্রশ্নটা কোথা থেকে এল বুঝতে পারেনি। ক্লান্তচোখে এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল অনাথ আশ্রমের সামনে বিরাট বটগাছটার নীচে বসে আছে একটি মানুষ। মানুষের চেয়েও বড় মানুষের ছায়া। কালো শীর্ণ দেহটা এমনভাবে পদ্মাসনে বসে আছে যেন সুযোগ পেলেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়বে। আধখোলা চোখ পিটপিটিয়ে ফের বলল লোকটা, "কে বলেছিল যে পৃথিবীর আকৃতি গোল?"

মেয়েটি ভাবছিল জবাব দেবে, না এখান থেকে সরে পড়বে। তার আগে নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিল সে, "হিস্ট্রিতে পাবেন না। সাহেবসুবোরা সত্যি কথা বলে না। পাঁচু দাস প্রথম বলেছিল যে পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়, বরং গোল, অনেকটা কমলালেবুর মতো দেখতে। পাঁচু দাসই প্রথম বলেছে। তার থেকে শুনে ক্রেডিট নিয়ে গেল সাহেবগুলো।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। পরিস্থিতিও প্রতিকূল। তা সত্ত্বেও কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল মেয়েটি, "পাঁচু দাস কে?"

লোকটা বিনীতভাবে মাথা ঝুঁকিয়েছে, "এই অধম। মা-বাবা আর নাম খুঁজে পায়নি। বিদেশে জন্মালে কত ভাল ভাল নাম পেতুম, উইলিয়াম, জন, ডেভিড! ওথেলো, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ হলেই বা কী দোষ ছিল বলুন দেখি? তা নয়, জন্মালুম এই পোড়া দেশে। নাম হল পাঁচুগোপাল!"

পাগল না মাতাল? মেয়েটি বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল। আচমকা পিছন থেকে লোকটা ফের ডাকল, "পেলেন, না পেলেন না?"

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। লোকটা কী বলছে?

"কী বলল? টু বি অর নট টু বি?" লোকটার চোখে কৌতুক, "হারিয়ে গিয়েছে? মরে গিয়েছে? না পালিয়ে গিয়েছে?"

তার বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় লাফিয়ে ওঠে। লোকটা কি অন্তর্যামী? কী করে জানল যে তার মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে!

"পালিয়ে গিয়েছে।" অতিকষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করল সে।

"অ!" পাঁচু দাস তাচ্ছিল্যভরে বলল, "তবু ভাল। তার মানে এদেশেই আছে। বিদেশে গেলে 'মরে গিয়েছে' বলত।"

তার পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে ওঠে। কী বলতে চায় লোকটা? 'এদেশ', 'বিদেশ', এসব কী? এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে উঠতে পারছিল না সে। পাঁচুই পরিষ্কার করে দিল, "বোঝেননি? স্রেফ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বেচে দিয়েছে। চাইল্ড ট্র্যাফিকিং শব্দটা শোনেননি? কী ছিল? ছেলে না মেয়ে?"

সে তখনও থরথর করে কাঁপছে। তার দেহ তখন একটু আশ্রয় চাইছিল। মনে হচ্ছিল, এখনই বোধহয় পড়ে যাবে। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে জানায়, "মেয়ে।"

"ব্যাড লাক", পাঁচু চুকচুক করে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করে, "ছেলে হলে চান্স ছিল। মেয়ে পাওয়া মুশকিল। কোথায় পাচার হয়ে গিয়েছে ঠিক নেই। এখানেও থাকতে পারে, পঞ্জাব, বিহারেও যেতে পারে। মেয়ের দাম জানেন? এমনিতেই যেখানে মেয়ের ক্রাইসিস! স্ট্যাটিসটিক্স বলছে, যেখানে অল্পবয়সে গড়ে ছাপ্পান্ন জন ছেলে মারা যায়, সেখানে গড়ে একশোটা মেয়ে মারা পড়ে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এক হাজারটা ছেলেপিছু মেয়ের সংখ্যা নশো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সাতচল্লিশ মাত্র। বিহারে নশো ষোলোটা। ইউপিতে নশো আট আর পঞ্জাবে আটশো তিরানব্বই। চণ্ডিগড়ে আটশো আঠেরো। ক্রাইসিসটা বুঝেছেন?"

মেয়েটি কী বুঝল কে জানে। সামনে একটা আধ-পাগল লোক বকবক করে একরাশ ভুলভাল কথা বলে চলেছে। তার কথার বিন্দুবিসর্গও তার মাথায় ঢুকছে না। শুধু একটা কথাই তার মাথায় ঘুরছে, 'বেচে দিয়েছে... বেচে দিয়েছে...!'

"এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে আপনার মেয়ে নিরাপদ থাকবে তা ভাবলেন কী করে? দেখুন, কোথায় গিয়েছে!" পাঁচু দাস ঠোঁট উলটে বলে, "তা ছাড়া আপনার বুদ্ধিটাই বা কী? বাংলায় আরও কত ভাল ভাল অনাথ আশ্রম আছে। সেখানে ছেলেমেয়েরা সব রাজার হালে মানুষ হচ্ছে। ইস্কুলে যাচ্ছে, পড়াশোনা করে লায়েক হচ্ছে। সেসব ছেড়ে আপনি এই অনাথ আশ্রমটাই পেলেন?"

লোকটার বকবক শুনতে আর ভাল লাগছিল না। সে বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চলে এল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কী করতে যাচ্ছে, সেসব হুঁশ ছিল না। নিরুদ্দেশের পথে হাঁটতে হাঁটতেই শুনতে পেল পাঁচু চিৎকার করে বলছে, "ও দিদি, পুলিশের কাছে যাচ্ছেন কি? সেখানে আবিষ্কারক হিসেবে আবার আমার নামটা বলবেন না। ও কৃতিত্বটা সাহেবদেরই নিতে দিন। বুঝলেন? অ্যাঁ? সবই পাবলিসিটি কিনা! টু বি অর নট টু বি!"

তারপর থেকে খালি এখানে-ওখানে চক্কর কেটে চলেছে সে। পুলিশ স্টেশন থেকে জানানো হল যে, মেয়েটি সত্যি সত্যিই হারিয়ে গিয়েছে। অনাথ আশ্রমের মালকিন, নামজাদা সমাজসেবিকা সুস্মিতা অধিকারী এসে নিজেই মিসিং রিপোর্ট ফাইল করিয়েছেন। ছবিও দিয়ে গিয়েছেন। সেই প্রথম নিজের আত্মজাকে ঠিকমতো দেখেছিল সে। ফুটফুটে সুন্দর একটি বাচ্চা মেয়ে। মুখের আদল অবিকল ওর বাবার মতো। ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখের জল সামলাতে পারেনি। এমন দেবশিশুর মতো বাচ্চা মেয়েটা একদিন তার ছিল! আজ কার? কোথায় আছে?

কোথায় আছে? এই প্রশ্নটাই এত দিন ধরে তাড়া করে বেরিয়েছে। পুলিশ এর উত্তর দিতে পারেনি। দিতে পারেনি অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার। অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার বলেছে, "পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন।" পুলিশ বলেছে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"অনাথ আশ্রমকে অফিশিয়ালি চিঠি দিন।" সে পুলিশ অফিসারের পা ধরতে শুধু বাকি রেখেছে। কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। সক্কলে বলেছে তার শিশুকন্যা পালিয়ে গিয়েছে। কেউ বিশ্বাস করেনি যে, 'বেচে দিয়েছে'।

সে রক্তিম চোখদুটো তুলে তাকায় বিরাট প্রাসাদের দিকে। এই বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর থেকে যেন অনেকগুলো কচি কচি হাত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার চোখ কুঁচকে গিয়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাড়ির থামগুলোয়, শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে সাদা সাদা খুলি জমা হয়ে আছে। থামের গায়ে কান পাতলেই শোনা যায় অনেক শিশুর আর্তনাদ। আশেপাশের মানুষগুলো কি অন্ধ? না বধির? যা সে দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, অন্য কেউ শুনতে বা দেখতে পায় না কেন? নাকি সবই জানে ওরা! স্রেফ গাঁধীজির বাঁদর সেজে বসে আছে!

অবশেষে গেট আর তার মধ্যে সামান্যতম দূরত্বটুকুও ঘুচল। সে দুরন্ত ঝড় বুকে চেপে গিয়ে দাঁড়াল গেটের সামনে। সিকিউরিটি গার্ড দুটো সচকিত হয়ে উঠেছে। একজন দ্রুতগতিতে এগিয়ে এল, "অ্যাই, তুই আবার এসেছিস? কতবার বলেছি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকলে ম্যাডাম দেখা করেন না!"

ও জানত এই কথাগুলোই শুনতে হবে। ও জানত এরা কেউ তাকে ঢুকতে দেবে না। প্রাণপণ চেষ্টা করলেও গেট পেরোনো যাবে না। সিকিউরিটি গার্ডরা অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ভেসে উঠেছে! এই হাসির কোনও অর্থ নেই। অর্থ থাকলেও তা এত গূঢ় যে বোঝার সাধ্য নেই কারও।

"ঢুকতে দিবি না তো আমাকে?" দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বলল সে।

"না, দেব না।" সিকিউরিটি গার্ড ঝাঁজিয়ে ওঠে, "পুলিশ ডেকে আনবি বলেছিলি না? কোথায় তোর পুলিশ?"

আর-একজন মুখ বিকৃত করে বলল, "যত্তসব পাগল-ছাগলের হুমকি!"

মেয়েটা দু'জনকে ভাল করে দেখে নেয়। দুর্বোধ্য হেসে বলল, "পুলিশ তো আসবেই।"

"কেন? পুলিশ কি তোর শ্বশুর?"

সে ফের বিড়বিড় করে, "পুলিশ আসবেই। পুলিশ তো আসবেই।"

এতক্ষণ কেউ লক্ষ করেনি তার হাতে ধরা আছে একটা নীল তরল ভরতি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বোতল। আর একটি কথাও খরচ না করে মেয়েটি বোতলের মুখ খুলে সারা শরীরে তরলটা ঢেলে দিল। কেরোসিন তেলের তীব্র গন্ধ এসে ঝাপটা মারল বাগানের শান্ত ফুলেল গন্ধ ছাপিয়ে। ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে তা বোঝার অবকাশ ছিল না। তবু নিরাপত্তারক্ষীটি আঁতকে ওঠে, "অ্যাই... অ্যাই...! কী করছিস! কী করছিস?"

আর কথা বলার সুযোগ পেল না লোকটা। মুহূর্তের ভগ্নাংশে মেয়েটির হাতে ফস করে জ্বলে ওঠে একটা দেশলাই কাঠি। চোখের পলক পড়ার আগেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। লেলিহান শিখায় সাপটে নিল কেরোসিন তেলে ভাজা মেয়েটির দেহ! পড়পড় শব্দে চুল পুড়ছে। যে মানুষটা একটু আগেও মানুষ ছিল, এখন সে যেন জ্বলন্ত চুল্লি। আগুনপাখির মতো যন্ত্রণায় এদিক-ওদিক অসহায় ডানা ঝাপটে মরছে। কুশপুত্তলিকার মতো এখন সে সহজদাহ্য। তার অঙ্গে পরমোল্লাসে নেচে উঠেছে আগুন। পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে।

সিকিউরিটি গার্ডদের একজন প্রাসাদের ভিতরের দিকে ছুটেছে। আর-একজন তখনও স্তম্ভিত। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তার চোখের সামনেই পুড়ে যাচ্ছে একটা মানুষ। প্রবল যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চিৎকার করছে... চিৎকার করতে করতে পুড়ছে। পুড়তে পুড়তে চিৎকার করছে!

প্রাসাদের ভিতরে তখন পিয়ানো বাজছে। পিয়ানোর সুললিত সুর ছাপিয়ে কারা যেন সমবেত স্বরে গাইছে, 'জিঙ্গল বেল্‌স, জিঙ্গল বেল্‌স, জিঙ্গল অল দ্য ওয়ে/ ওহ, হোয়াট ফান ইট ইজ টু রাইড/ ইন আ ওয়ান হর্স ওপেন স্লে...'

মেয়েটা জানত না, আজ বড়দিন। আজ যিশুর জন্মদিন! আজ আনন্দের দিন।

॥ ২ ॥

'জিঙ্গল বেল্‌স, জিঙ্গল বেল্‌স, জিঙ্গল অল দ্য ওয়ে...'

গাড়ির ভিতরে ঝমঝম করে গান বাজছে। এখন কলকাতার রাস্তা শুনশান থাকার কথা। কিন্তু আজ বড়দিন। যিশু কোন সুদূরের বেথেলহেমের এক

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

নিঃসঙ্গ আস্তাবলে জন্মেছিলেন, সেই আনন্দে এত রাতেও রাস্তায় মানুষের ঢল। তখন আকাশের নক্ষত্রের পথনির্দেশে মেজাইরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন যিশুর জন্মস্থানে। অথচ এখন আলোর রোশনাইয়ে আকাশের নীল ঔজ্জ্বল্য চাপা পড়ে গিয়েছে। নক্ষত্রের জায়গা নিয়েছে টুনি লাইট। পাব, ডিস্কো থেক, নাইট ক্লাব সরগরম। আজ যিশু জন্মেছিলেন। সেই আনন্দে মাতাল হওয়ার দিন। আজ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আকণ্ঠ স্কচ বা ওয়াইন পান করবে। যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ মুরগি, পাঁঠা কিংবা অন্য কোনও চতুষ্পদের অকালমৃত্যুর হার বেশি। আজ মাতাল ড্রাইভার পথশিশুদের চাপা দিয়ে দিলেও কোনও অন্যায় নেই। কারণ আজ বড়দিন।

"এই তোর জিঙ্গল বেল থামা তো!" গাড়ির পিছনের সিট থেকে ধমকে উঠল রাকেশ ওরফে রাকা। তার বাঁ হাতে কাচের বোতলে কালো তরল। ডানহাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বোতলে চুমুক দিয়ে বলল, "শালা, তখন থেকে এই এক গান শুনে চলেছি। অনাথ আশ্রমে যাও তো সকলে মিলে হেঁড়ে গলায় জিঙ্গল বেল গাইছে। ম্যাডামের বাড়িতেও কথা নেই বার্তা নেই, জিঙ্গল বেল! তুইও এক পোঁ ধরেছিস! অনেক বেল বাজিয়েছিস শালা, এবার থাম।"

গাড়ির ড্রাইভার খুকখুক করে হাসে, "তা হলে অন্য গান শোন।" বলতে-বলতেই বেজে উঠেছে, 'হোয়াই দিস কোলাভেরি, কোলাভেরি, কোলাভেরি ডি।'

"খিস্তি খাওয়ার শখ হয়েছে তোর?" আক্ষরিক অর্থেই খেঁকিয়ে উঠল রাকা, "আবার কোলাভেরি ডি!"

"কেন?" ড্রাইভার হাসল, "কোলাভেরি ডি কী দোষ করেছে? এটা হল গিয়ে ক্লাসিক সং।"

"ক্লাসিক সং!" রাকা একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে, "কোথাকার ক্লাসিক সং? একটা কথারও মানে বুঝতে পারছি না, আর তুই শালা ক্লাসিক মাড়াচ্ছিস!"

"বুঝতে পারছিস না বলেই তো ক্লাসিক।" সে দার্শনিকের মতো একটা হাসি হাসে, "লোকে যত কম বোঝে ততই আনন্দে থাকে। এই দ্যাখ, কোলাভেরি ডি মানে কেউ বোঝে না বলেই গানটা হিট। বুঝলে থোড়াই হিট

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হত! বল তো 'মাইয়া মাইয়া' মানে কী? কিংবা 'চিনাম্মা চিলকম্মা'? জানিস? জানিস না বলেই গানগুলো হিট হয়েছে।"

"জানি। 'মাইয়া' মানে 'মেয়ে'। আর 'চিনাম্মা চিলকম্মা' মানে চিনে মা, চিল্কায় আম্মা। হয়েছে? তোর ক্লাসিক থামাবি না আমি?"

বাদবাকিটা বলার আগেই গানটা থামিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার। মুচকি হেসে বলল, "সত্য সেলুকাস! মেয়েছেলে ঘেঁটে ঘেঁটে তোর পুরো মাথাই নষ্ট! মাইয়া মানে জল!"

"জল হোক কী ফল! আমার জেনে লাভ কী?" সে গজগজ করতে করতে বোতলের তরলে ফের গলা ভেজায়।

"অ্যাই! এতক্ষণে কাজের কথা বলেছিস!" ড্রাইভার বলল, "আসলে না-জানাটাই কৃতিত্বের ব্যাপার বুঝলি? এই যে তুই এত পড়াশোনা করলি, কষ্ট করে বি কম ফেল করলি। শেষপর্যন্ত করলিটা কী? পড়াশোনা করে কোন বাঘ মারলি? লোকে প্রচুর ফান্ডা মারে, এই জানি, ওই জানি। কিন্তু মজার কথা হল, তুই যত কম জানবি, তত সুখে থাকবি। 'জানার কোনও শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই।'"

রাকেশ মুখ বিকৃত করে ব্যাকসিটে শরীর ছেড়ে দেয়। মনে মনে ড্রাইভারের গুষ্টির তুষ্টি করতে করতে মোবাইলের হেডফোন কানে গুঁজে দিয়ে বলে, "হুঁ।"

ড্রাইভার তখন দার্শনিকতার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। সে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। আগে নাটক করার খুব শখ ছিল। হায়ার সেকেন্ডারিতে ইংরেজিতে লেটার পাওয়া ছেলে! ইংরেজি অনার্স নিয়ে কলেজে ভরতি হয়েছিল। কিন্তু পড়া শেষ করতে পারেনি। তার আগেই বাবার অকালমৃত্যু। ফলস্বরূপ পেটের দায়ে ড্রাইভারি করতে চলে এসেছে। জীবিকা পালটালেও স্বপ্নটা তাকে আজও ছাড়েনি। বাংলা-ইংরেজি ক্লাসিক নাটকগুলো তার ঠোঁটস্থ। তাই কথা বলার ভঙ্গিটাও ভারী নাটুকে। আস্তে আস্তে বলল, "যেমন দ্যাখ, সীমান্তে যে সৈনিকগুলো মারামারি করে মরছে, তারাও জানে না যে কাকে মারছে! দেশনায়কের হুকুম হল, মারো। ব্যস, মেরে লাশ ফেলে দিল। উলটোদিকের লোকটা দেশপ্রেমিক না দেশদ্রোহী, কার ছেলে, কার বাপ, জানার দরকার নেই। জানলেই গেরো! তারপর ধর, সূর্য একটা, না আরও কয়েকটা সূর্য আছে, ব্ল্যাকহোল আছে কিনা সেসব জেনে কোন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কাঁচকলাটা হবে? সোলার সিস্টেমে আরও গোটা কয়েক গ্রহ বেশি থাকলেও আমি সেই ড্রাইভারিই করতাম। আর তুইও দালালই হতি। ভিক্টোরিয়ার সিক্রেট জেনে লাভ কী? চেষ্টা করলেও ওই হাই ভোল্টেজ বডি বাগাতে পারবে কেউ?"

রাকেশ মোবাইলে গান শুনতে শুনতেই ফের বলল, "হুঁ।"

"এই যে রাস্তায় ন্যাংটো ছেলেপুলেগুলো ঘুমোচ্ছে, ওরা কি জানে যে বড়দিন কাকে বলে? জানে না বলেই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। জানলে এতক্ষণে গিফ্‌টের জন্য বায়না করত। তারপর বাপ-মায়ের হাতের চড়-চাপাটি খেয়ে কাঁদত।" ড্রাইভারটি বলে, "যেমন আমি জানি না যে, এই মুহূর্তে ব্যাকসিটে যে ব্যাগটা রেখেছিস, তার মধ্যে কী নড়াচড়া করছে। জানলে কি এমন শান্তিতে গাড়ি চালাতে পারতাম?"

পাশে রাখা কাপড়ের ব্যাগটাকে শক্ত করে চেপে ধরল রাকা। কান থেকে হেডফোন খুলে বলল, "তুই কি দু'মিনিটের জন্য চুপ করে থাকতে পারিস না? ফের ভাট বকছিস?"

ড্রাইভার আপনমনেই হাসল, "ভাট নয়, সত্যি কথাই বলছি। আজকের কেসটাই ধর। মেয়েটা যদি না জানত যে ওর বাচ্চাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, তবে কি শখ করে গায়ে আগুন লাগাত? সফোক্লিস ঠিকই বলেছিলেন, How dreadful the knowledge of the truth can be, when there's no help in truth."

কথাটা মনে পড়তেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রাকেশের। কোথাকার এক উটকো মেয়ে এসে কথা নেই, বার্তা নেই ম্যাডামের বাড়ির সামনেই গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরল। আত্মহত্যার এ আবার কেমনতরো স্টাইল! তোর সুইসাইড করার ইচ্ছে হয়েছে নিজের বাড়িতে কর, ময়দানে কর, শ্মশানে কর, যেখানে খুশি গিয়ে মর। বেছে বেছে ওই বাড়িটার সামনেই আগুনে পুড়ে মরতে হল! এখন পুলিশের জেরায় ম্যাডামের প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। মেয়েটা নাকি কয়েকদিন আগেই পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিল। অভিযোগ এনেছিল যে, তার মেয়েকে অনাথ আশ্রম কর্তৃপক্ষ বিক্রি করে দিয়েছে। পুলিশ তখন তার কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বেঁচে থাকতে মেয়েটা যা পারেনি, মরে গিয়ে করে গেল। এখন পুলিশ ফের নড়েচড়ে বসেছে। মিডিয়া

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এটাকে ইস্যু বানিয়ে চেঁচামেচি জুড়েছে। এক নামজাদা সমাজসেবিকার বাড়ির সামনে একটি মেয়ে এতদিন তারস্বরে গলা ফাটিয়ে অভিযোগ করে এসেছে। তার বিরুদ্ধে চাইল্ড ট্র্যাফিকিং-এর অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল সে। শেষপর্যন্ত সুবিচার না পেয়ে সমাজসেবিকার বাড়ির সামনেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে, আগুনে পুড়ে নিজের জ্বলন্ত প্রতিবাদ রেখে গেল হতভাগিনী। এত বড় খবর ছাড়বে কেন মিডিয়া? কাগজওলাদের হাড়ে হাড়ে চেনা আছে। যা ঘটে, তার দশগুণ বাড়িয়ে লেখে। পুলিশের সঙ্গে এবার উপরমহলের টনকও নড়েছে। খুব শিগগিরই এনকোয়ারি শুরু হল বলে।

পরিস্থিতি একেই অগ্নিগর্ভ। তার উপর আজ রাতেই ডিল হওয়ার কথা। রাকা একটু ইতস্তত করছিল। কিন্তু ম্যাডাম বললেন, "ডেলিভারিতে লেট হওয়া ঠিক নয়। আজ পর্যন্ত একটা ডেটও মিস করিনি আমরা। আজ যা হয়েছে তা দুঃখজনক। বাট ইট্স নট আ বিগ ডিল। উই ক্যান ফিক্স ইট। তা বলে পুলিশের ভয়ে ডেলিভারি পোস্টপন্ড হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ডু ইট নাউ, অর নেভার।"

ম্যাডামের কথার বিশেষ নড়চড় হয় না। আজ পর্যন্ত কখনও হয়নি। অগত্যা রাত হতেই মাল ডেলিভারি দিতে বেরিয়ে পড়েছে সে।

কাপড়ের ব্যাগটা একহাতে চেপে ধরে ড্রাইভারের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় রাকেশ, "কিন্তু মেয়েটা জানল কী করে? পাঁচু, তুই বলিসনি তো!"

পাঁচু আধহাত জিভ কাটল, "তোবা, তোবা! আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা! রাবণ হয়ে জন্মালে তবু রিস্ক নিতে পারতাম। কিন্তু পিতৃপ্রদত্ত সবেধন নীলমণি একখানা মাথা নিয়ে ওই জাঁদরেল মহিলার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে যাব! মুন্ডু গেলে খাবটা কী?"

"তোকে বিশ্বাস নেই", আড়চোখে তার দিকে তাকিয়েছে সে, "অলরেডি দু'বার তুই ছড়িয়েছিস। মেকআপ মারতে গিয়ে আমার প্যান্ট ঢিলে হয়ে গিয়েছে। এবার যদি ভুলভাল কিছু করিস, তবে আমি কিন্তু বাঁচাতে আসব না। আগেই বলে রাখলাম।"

"ভুলভাল কিছু করলে ওই মহিলাই তোর আগে টের পাবে বাপ আমার।" পাঁচু দাস হাসল, "ও মহিলা বেইমানির গন্ধ পায়। ঠিক শুঁকে শুঁকে বের করবে। ওর নাকের ফুটোটা দেখেছিস? ফুটো তো নয়, শালা ডরমেটরি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হল। ওখানে রীতিমতো পাত পেড়ে কাঙালি ভোজন করানো যায়। কোনওদিন দেখবি, আমিও পাত নিয়ে বসে পড়েছি।"

"কেন? তুই কবে কাঙালি হলি?"

"কাঙালি নই? বলিস কী?" সে আপনমনেই হাসল, "আজকাল আয়নায় আর মুখ পর্যন্ত দেখি না, বুঝলি? বহু দিন হল আয়নার সামনে দাঁড়াইনি।"

"কেন?" রাকা তেড়িয়া কণ্ঠে বলে, "হরর ফিল্মের নায়কের মতো রাপচিক থোবড়া দেখতে ভয় করে বুঝি?"

"ঠিক ধরেছিস।" পাঁচু আত্মমগ্নভাবে উত্তর দেয়, "ভয় করে। আসলে নিজের প্রজাতিটা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি কিনা!"

ধুস্ শালা! ফের শুরু করেছে! মালটা এমনিতে ভাল। কিন্তু থেকে থেকে ওর বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বুলি কপচানোটা দস্তুরমতো অপছন্দ রাকেশের। কাপড়ের থলিটা ফের নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। সে এবার ব্যাগটাকে কোলে তুলে নিল। পাঁচু আপনমনেই বকবক করে চলে, "পৃথিবীতে দুটো প্রজাতি আছে, বুঝলি? একদল মানুষ আছে যাদের অবিকল খচ্চরের মতো দেখতে। আর-একদল খচ্চর আছে যাদের অবিকল মানুষের মতো দেখতে! খুব ভয়ে ভয়ে আছি বুঝলি? আমি ঠিক কোন দলে পড়ি, এখনও জানতে পারিনি কিনা!"

রাকা স্তম্ভিত হয়ে পাঁচুর দিকে তাকায়। তার ইস্পাতের বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠেছে। কী বলল পাঁচু!

পাঁচু ততক্ষণে গাড়ি সাইড করে দিয়েছে, "যা, মাল ডেলিভারি দিয়ে আয়। তবে এইমাত্রই যে কথা বললুম, সেটা আবার কাউকে বলে দিসনি বাপ! সাহেবগুলো ঝেড়ে নিয়ে নিজেদের নামে চালিয়ে দেবে! এমনিতেই ঝেড়েঝুড়ে সব ফাঁক করে দিয়েছে..."

পাঁচুর কথা তখন তার কানে ঢুকছে না। গন্তব্যস্থলে এসেও সে এগোতে পারছে না। তার হাতে ধরা ব্যাগটা ফের নড়েচড়ে উঠল। ম্যাডাম পইপই করে বলে দিয়েছেন, "এক লাখের কমে দিবি না। কথামতো ভাল জাতের ফিমেল স্পিসিজ দিচ্ছি। ওরা পরে অনেক লাভ করবে। কোটিতে খেলবে। লাখটাকাতেও এই বয়সের ফিমেল রোড বিজনেসে দিই না। পুরনো কাস্টমার বলে সস্তায় দিচ্ছি। বেশি তেড়িবেড়ি করলে মাল ডেলিভারি দিবি না, স্ট্রেট ফেরত আনবি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কথাগুলো এমনভাবে বলেছিলেন তিনি, যেন ব্যাগের মধ্যে কোন ব্লাডহাউন্ড, অ্যালসেশিয়ান বা জার্মান ম্যাস্টিফের বাচ্চা রয়েছে। কিন্তু ব্যাগের অন্তর্বর্তী জীবটি এবার বিদ্রোহ করে নিজের প্রজাতির জানান দিল। 'ওঁয়া ওঁয়া' স্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠে জানাল, "আমি তো মানব প্রজাতি। তুমি কে?"

পৃথিবীতে একদল মানুষ আছে যাদের খচ্চরের মতো দেখতে। আর-একদল খচ্চর আছে, যারা অবিকল মানুষের মতো দেখতে। রাকা স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল, সে ঠিক কোনটা!

॥ ৩ ॥

সুস্মিতা অধিকারী নিজের ঘরে চুপ করে বসেছিলেন। কোলের কাছে খেলা করছে তার একমাত্র সন্তান টিটো। টিটোর এখন চোদ্দো বছর বয়স। কিন্তু তার হাবভাব অস্বাভাবিক। সে স্কুলে যায় না। মাঠে নেমে অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে হইহই করে খেলা করে না। কথা বলে না। আসলে সে যে ইচ্ছে করে এগুলো করে না, বা এগুলো করতে তার ভাল লাগে না, ঠিক তা নয়। এগুলোর একটাও টিটো করতে পারে না। তার জন্মের পরেই আস্তে আস্তে অস্বাভাবিকতাগুলো ধরা পড়তে শুরু করে। ওকে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত শান্তভাবে, সহৃদয় কণ্ঠস্বরে জানিয়েছিলেন চরম নিষ্ঠুর কথাটা। টিটো কোনওদিন স্বাভাবিক হবে না! 'সেরিব্রাল পলসি'র শিকার সে, অর্থাৎ এককথায় টিটো স্প্যাস্টিক চাইল্ড।

অন্য কোনও মা হলে হয়তো এই কথাটা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ত। ঈশ্বরের দরবারে গিয়ে পরম পিতাকে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করত। সুস্মিতা এর কোনওটাই করেননি। বরং খবরটা শুনে সন্তানকে আরও একটু জোরে চেপে ধরেছিলেন বুকে। পাথরের মতো মুখ করে নীরবতার বর্ম পরে বাড়ি ফিরেছিলেন সেদিন। তাঁর মুখ দেখে একবারও মনে হয়নি যে এমন একটা মর্মান্তিক সংবাদ বুকে বয়ে এনেছেন তিনি। বরং সেদিন বিকেলেই একগাদা দামি খেলনা, দামি জামাকাপড় কিনে এনেছিলেন টিটোর জন্য।

তার শাশুড়ি মা এই দুর্ঘটনার জন্য পুত্রবধূকে যথেচ্ছ দোষারোপ ও

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

শাপশাপান্ত করে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে শুরু করেছিলেন। শ্বশুরের মনে ভয় দানা বেঁধেছিল। ভেবেছিল প্রবল শোকে হয়তো পুত্রবধূর মানসিক ভারসাম্য সাময়িকভাবে লোপ পেয়েছে। ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন, "বউমা কাঁদছে না কেন?" তার মনে সেই একই ভয় দানা বেঁধেছিল।

"শি মাস্ট উইপ, অর শি উইল ডাই!"

সুস্মিতা কাঁদেননি। তখনও কাঁদেননি। আজও কাঁদেন না। মৃত্যুও হয়নি তাঁর। হয়তো আশ্চর্য মানসিক জোরের সামনে কান্না এবং মৃত্যু, দু'জনেই এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। অস্বাভাবিক শিশুটিকেই বুকে জড়িয়ে ধরে সেদিন মনে মনে যেন বলেছিলেন, "সুইট মাই চাইল্ড, আই লিভ ফর দি।" তাই কান্না ও মৃত্যু, কেউই আর এগোনোর সাহস পায়নি।

"টিটো সোনা, এখন খেয়ে নাও।" সুস্মিতার কোলের উপরে শুয়ে পড়ে আপনমনেই খেলা করছে টিটো। সে নিজেই নিজের সঙ্গে খেলে। কখনও বার্বি পুতুলটাকে তুলে নিয়ে আপনমনে দেখতে থাকে। কখনও ছুড়ে ফেলে দেয়। সুস্মিতা, ন্যানি মার্গারেট কিংবা ঘরের অন্যান্য সদস্যদের তখনই পুতুলটাকে কুড়িয়ে এনে দিতে হবে। নয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে যায় টিটো। জন্তুর মতো চিৎকার করে। নিজের শক্তি নেই, তাই এই চিৎকার যেন বিদ্রোহ।

এখন অবশ্য সে শান্ত হয়ে আছে। তবে খাওয়ার কথা বললেই রেগে যায়। আজও খাওয়ার কথা শুনে জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল।

"খাবে না? টিটো খাবে না? সে কী কথা!" সুস্মিতা তাকে আদর করে বলেন, "মামমাম যে আজ কত ভাল ভাল খাবার তৈরি করেছে! কত যত্ন করে চিকেন স্টু রান্না করেছে, নুড্‌ল সুপ করেছে। টিটো খাবে না তো কে খাবে? হালুম বাঘা?"

টিটো খলখল করে হেসে ওঠে। হাততালি দেয়। চিকেন স্টু তার প্রিয় খাদ্য। সুস্মিতা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। ছেলের গাল টিপে দিয়ে বললেন, "এক্ষুনি আনছি।"

টিটোর ন্যানি মার্গারেট ততক্ষণে খাওয়ার হালকা টুলটা বিছানায় রেখেছে। এখন সে সযত্নে টিটোকে ন্যাপকিন পরিয়ে দিচ্ছে। ছেলেটা যত না খায়, ছড়ায় বেশি। আসলে তার ঘাড়টা স্থির থাকে না কখনওই। তাই তাকে খাওয়ানো কষ্টকর। মার্গারেট ঠিক পেরে ওঠে না। তাই ছেলেকে খাওয়ানোর

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ভার নিজেই নিয়েছেন সুস্মিতা। মার্গারেটের দিকে তাকিয়েছেন তিনি, "ম্যাগি, তুমি একটু দেখো। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

মার্গারেট ওরফে ম্যাগি মৃদু হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। সুস্মিতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কিচেনের দিকে চললেন। যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, ছেলেকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তিনিই চিরকাল পালন করে এসেছেন। অনাথ আশ্রম, এনজিও'র কাজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা সামলে যতই ক্লান্ত থাকুন, রাতে এসে টিটোর সঙ্গে খেলা করতেই হবে। নিজের হাতে ওকে খাইয়েও দিতে হবে। শৈশব থেকে টিটোও এই রুটিনেই অভ্যস্ত। মা ছাড়া আর কারও হাতে সে খাবেই না। মুখ থেকে খাবার থু-থু করে ফেলে দেবে।

আজ বড়দিন। সুস্মিতার স্বামী অর্কপ্রভ ককটেল পার্টিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। দু'জনের বয়সের অনেকটাই ফারাক। অর্কপ্রভর মাথার চুলে এখনই নুন-মরিচের রং লেগেছে। সুস্মিতা তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের ছোট। কিন্তু দু'জনকে দেখলে পার্থক্যটা বিশেষ বোঝা যায় না। সুস্মিতা এসব পানীয় প্রধান পার্টি অ্যাটেন্ড করেন না। তা নিয়ে অবশ্য অর্কপ্রভ কোনও অভিযোগ করেন না। তার পার্টির জন্য আলাদা সঙ্গিনী আছে। শুধু তাই নয়, অর্কপ্রভ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাতটা বাড়ির বাইরেই কাটাতে পছন্দ করেন। এ বাড়িতে দুটো প্রাণী রাতের বেলায় বাড়িতে থাকে না। বাড়ির মেল অ্যালসেশিয়ান ডিউক এবং অর্কপ্রভ। দু'জনের মধ্যে একটাই পার্থক্য। নৈশ অভিসারে যাওয়ার জন্য ডিউক লজ্জিত। অর্কপ্রভ লজ্জিত নন। লজ্জিত হওয়ার অবশ্য প্রয়োজনও নেই। এ বাড়িতে সকলেই সকলের জীবনযাপন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু কেউ কারও স্বাধীনতায় আজ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেনি। সুস্মিতাও করেন না। তবু ডিউক তার নৈশ-অভিসারের জন্য এখনও লজ্জা পায়। শেষরাতে ফিরে এসে বন্ধ দরজার সামনে গর্জন করে দরজা খুলতে হুকুম করে না, বরং সলজ্জ 'কুঁইকুঁই' করে কাতর প্রার্থনা জানায়। হয়তো এ বাড়ির সব সদস্যের মধ্যে চক্ষুলজ্জাটা তারই একটু বেশি।

মাস্টার বেডরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অর্কপ্রভ তৈরি হচ্ছিলেন। পেশায় বিজনেসম্যান। পরনে সাদা রঙের ব্লেজার। পোশাকের সঙ্গে মানানসই টাই-এর গায়ে হিরের টাইপিন গুঁজেছেন। সুস্মিতাই তাঁকে গতবছরের জন্মদিনে টাইপিনটা গিফট করেছিলেন। তাঁর সপ্রতিভ ঝকঝকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চেহারার সঙ্গে হিরের শাণিত দ্যুতি মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছিল। সুস্মিতা তাঁকে আড়চোখে লক্ষ করেই আচমকা থমকে দাঁড়ালেন। গতিটা সামান্য মন্দীভূত হল।

আয়নায় তাঁর গতিপথ পরিবর্তন হতে দেখে অর্কপ্রভও সুস্মিতার দিকে ফিরলেন, "কিছু বলবে?"

সুস্মিতা ক্লান্ত দু'চোখ মেলে তাকালেন, "তোমার কি সময় হবে?"

অর্কপ্রভ বিস্মিত হলেন। আজ পর্যন্ত এই নারীকে কখনও ক্লান্ত হতে দেখেননি। বরং সুস্মিতা যেন শক্তিরই আর-এক নাম। এ নারী অনুনয়-বিনয় করে না, নির্দেশ দেয় না, পরামর্শ দেয় না, প্রশ্ন করে না, তার প্রত্যেকটি কথাই আসলে এক অমোঘ আদেশ। অথচ আজ যেন সুরটা অন্যরকম শোনাচ্ছে! তিনি সামান্য বিচলিত হলেন, "কী হয়েছে মিতা?"

সুস্মিতা বুকে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। যেন শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করতে একটু সময় নিলেন। তারপর গভীর চোখ তুলে তাকালেন, "তুমি তোমার কমিশনার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলো। বাড়িতে পুলিশি ঝামেলা চাই না আমি। টিটোর উপর ব্যাড এফেক্ট পড়বে। বরং ওদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তবে যেন ডেকে পাঠায়। আমি থানাতে গিয়েই কথা বলব।"

অর্কপ্রভ কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি যদি চাও তবে কেসটা চাপা দেওয়ার বন্দোবস্তও করা যায়।"

তিনি হেসে ফেললেন, "অনুগ্রহ করছ?"

অর্কপ্রভ কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। এটা সুস্মিতার একরকমের বাতিক। 'সাহায্য' শব্দটার অর্থ উনি একেবারেই বোঝেন না। বরং ভেবে বসে থাকেন যে তাঁকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে।

সুস্মিতা মৃদু হেসে বললেন, "যেটুকু তোমাকে বলেছি সেটুকু করলেই যথেষ্ট উপকার হবে। তা ছাড়া কেসটা চাপা দেওয়ার দরকারই বা কী? মেয়েটা মানসিক রোগী ছিল, মেন্টাল অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়ে এসেছিল, তা সকলেই জানে। একটা পাগলের কথা ক'টা মানুষ বিশ্বাস করবে?"

"বিশ্বাস করবে মিতা।" স্তিমিত স্বরে বললেন, "মেয়েটা বেঁচে থাকলে কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু সে মরে গিয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুস্মিতা মৃদু হাসলেন। মানুষ বড় বেশি সেন্টিমেন্টে চলে। তিনি বাস্তববাদী। তাই জানেন, ক'দিন হয়তো মৃত মেয়েটির দুঃখের কাহিনি কাগজের ফ্রন্ট লাইনে বড় বড় করে ছাপা হবে। মানুষ প্রতিবাদে নামবে। মোমবাতি মিছিলও হয়ে যেতে পারে একটা-দুটো। তারপর একটু-একটু করে একসময় খবরটা যাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় পাতায়। পিছিয়ে যেতে যেতে খবরটা একসময় হাপিশই হয়ে যাবে কাগজ থেকে। মোমবাতিও জ্বলে জ্বলে একসময় গলে শেষ হয়ে যাবে। মানুষও প্রতিবাদ করার জন্য আরও একটা ইসু পেয়ে যাবে। পুলিশের ফাইলে জমবে ধুলো।

এসবই জানেন তিনি। তাই পুলিশি হাঙ্গামা বা মানুষের ক্ষোভ নিয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নন। মৃত মেয়েটির প্রতি খুব যে সহানুভূতি আছে, তাও নয়। বরং তার মৃত্যুতে একটু আফশোস আছে। তার এই অসহায় মাথা ঠুকে মরা, কান্নাকাটি, হাতে-পায়ে ধরা খুব উপভোগ করছিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা রাজস্থানের 'রুদালি'র মতো। রাজস্থানে সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষ বা অন্য কেউ মারা গেলে সে পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক আভিজাত্যের জন্য শোকের বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। তখন নিম্নশ্রেণির কিছু মেয়েদের ভাড়া করে আনা হয় প্রকাশ্যে শোকপ্রকাশের জন্য। তারাই কান্নাকাটি করে বাড়ির সদস্যদের হয়ে শোকপালন করে।

সুস্মিতা নিজে কাঁদতে পারেন না। তাই মেয়েটির আছাড়িপিছাড়ি কান্না তাঁকে সামান্য হলেও আরাম দিয়েছিল। যা তিনি নিজে পারেন না, এই মেয়েটি যেন তাঁর হয়েই সে কাজটা করে দিচ্ছিল। তার কান্না তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন। শুধু প্রাণটাই ফসকে গেল।

"তোমার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।" তিনি ফের কিচেনের দিকে পা বাড়ালেন, "পারলে কাল একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। টিটোর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।"

এ তো অনুরোধ নয়, আদেশ। উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করেননি তিনি। কখনওই করেন না। ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেলেন কিচেনের দিকে। অর্কপ্রভ তাঁর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। জীবনে অনেক নারীসঙ্গ পেয়েছেন। একের পর এক গার্লফ্রেন্ড এসেছে তাঁর জীবনে। তাদের কাউকে ভালবাসেননি। ভালবাসার প্রয়োজনই পড়েনি। শুধু জৈবিক সুখটুকু ভোগ করে ভুলে গিয়েছেন তাদের।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অর্কপ্রভ সুস্মিতাকে ভালবাসতে পারতেন। এখন মাঝেমধ্যে সুস্মিতাকে ভালবাসতে ইচ্ছেও করে। পুরুষের হয়তো এটাই নিয়ম। বিশ্বস্ত পুরুষেরা চল্লিশের পর লম্পট হতে চায়। আর লম্পট পুরুষেরা পঞ্চাশের পর স্ত্রীর কাছেই ফিরে আসতে চায়।

অর্কপ্রভ ব্যতিক্রম নন। সুস্মিতা চাইলে একটা দৃঢ় সম্পর্কও গড়ে উঠত। কিন্তু আত্মমর্যাদার একটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে আপাদমস্তক ঘেরা এই নারীটিকে ভালবাসার চেয়েও বেশি ভয় পান। সমীহ করেন। মাঝেমধ্যে মনে হয়, সুস্মিতা সম্ভবত কারও ভালবাসা চান না। তিনি সেই ঈশ্বরীর মতো, যিনি মানুষের ভালবাসার চেয়ে ভয়ই চান বেশি।

অর্কপ্রভ আবার ফিরে দাঁড়ালেন আয়নার মুখোমুখি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আপনমনেই ভাবছিলেন, কোনটা জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস? ভয় না ভালবাসা?

আর-একটু রাত হতেই সুস্মিতা টিটোকে ঘুম পাড়িয়ে লাইব্রেরিতে চলে এলেন। এই সময়টা তাঁর কাজের সময়। ডিসিশন নেওয়ার সময়। এখন তাঁকে কেউ বিরক্ত করবে না। কাল তাঁর অনাথ আশ্রমের কাজকর্ম দেখতে যাওয়ার কথা। কিছু জরুরি মিটিং আছে। বিকেলে কিছু বিদেশি অতিথি আসবেন অনাথ আশ্রম পরিদর্শনে। রাতে তাঁদের ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুস্মিতা। একটা এনজিও সামলানো খুব সহজ কথা নয়। বৈদেশিক সাহায্য পেতে গেলেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

আপনমনেই মাথা নাড়লেন তিনি। নাহ, ঠিক এই মুহূর্তেই বিশ্রী কাণ্ডটা না ঘটলেই ভাল হত। অতিথিরা যদি কোনওভাবে এই গোলমালের কথা টের পেয়ে যায়, তবে ডলারের আশা ছেড়ে দিতে হবে। একবার দুর্নাম ওদের কানে গেলে আর কোনওমতেই কনভিন্স করানো যাবে না। মেয়েটা মরে গিয়ে বড্ড সমস্যায় ফেলে দিয়ে গেল।

একরকম অন্যমনস্কভাবেই সামনে পড়ে থাকা গোলাপি রঙের ফাইলটা তুলে নিলেন তিনি। যে মেয়েটি আজ আত্মদাহ করে মারা গিয়েছে, তারই ছবিসহ রেকর্ড। তার কন্যাসন্তানের ছবিও আছে। ফুটফুটে ফরসা একটা মেয়ে। তিনি বাচ্চার ছবিটা টেবিলের উপরে রাখেন। এমন কত শিশুকন্যা তাঁর অনাথ আশ্রমে আসে যায়! কে মনে রাখে! আলতো দৃষ্টিতে একবার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বাচ্চার মায়ের কেসহিস্ট্রি দেখে নিলেন। মেয়েটির নাম শর্মিষ্ঠা নিয়োগী। প্রায় ন'বছর আগে তাকে মানসিক হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ভরতি হওয়ার অব্যবহিত পরেই জানা যায় সে গর্ভবতী। ছ'মাস পরে তার একটি সুস্থ ও সুন্দর কন্যাসন্তান হয়।

এর বেশি আর পড়তে পারলেন না সুস্মিতা। অসহ্য রাগে তাঁর দেহ চিড়বিড়িয়ে ওঠে। ওই পাগলিটার সন্তানও সুস্থ স্বাভাবিক হয়! কেন হবে? ওর সন্তান কেন সুস্থ দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসবে? যে শিশুগুলো অবাঞ্ছিত, তারাও কেন সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান হবে? ওদের কেউই চায় না। ওদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার কোনও অধিকার নেই। যেখানে সুস্মিতার এত সাধের প্রাণপুত্তলি রোজ একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকছে, একে-একে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সেখানে অনাথ আশ্রমের অপ্রয়োজনীয় শিশুগুলো কেন সতেজ ডাঁটার মতো স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে লকলক করে ওঠে! চোখের সামনে এই অবিচার দেখে সুস্মিতা সহ্য করেন কী করে?

তিনি হাতে একটা পেনসিল ধরে রেখেছিলেন। অজান্তেই কখন যেন মট করে পেনসিলটাকে একদম ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলেছেন। সেটাকে ডাস্টবিন লক্ষ করে ছুড়ে দিলেন। ফাইলটাকে খোলা রেখেই উঠে চলে গেলেন। এখন তাঁকে গোটা কয়েক ফোন করতে হবে। তাঁর সেক্রেটারি রুনা ফোন করে জানিয়েছে যে, অনাথ আশ্রমের দুটি মেয়ে ঋতুমতী হয়েছে। অনেকদিন ধরেই চণ্ডিগড়ের একটা লোভনীয় অফার পড়ে আছে। এতক্ষণে হয়তো সেই প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় হল। তিনি মোবাইলে টকটক করে একটা এসটিডি নম্বর ডায়াল করছেন। ফাইলটা তখনও খোলা পড়ে আছে। তার মধ্যে তখনও শোভা পাচ্ছে মৃতা শর্মিষ্ঠা নিয়োগী ও তার নিরুদ্দেশ কন্যাসন্তানের ছবি।

"হ্যালো!"

ওপ্রান্ত থেকে সাড়া এল, "কহিয়ে ম্যাডামজি।"

একমুহূর্ত থেমে সুস্মিতা বললেন, "আয়াম রেডি ফর ইয়োর অফার। পহলে রেট কে বারে মেঁ বাত কর লেঁ?

ওপ্রান্ত বলল, "কেয়া ম্যাডাম! রেট পহলে কে মাফিক, বাত কেয়া করনা!"

"ওহি পিদ্দি সি রেট! তো ফির ডিল নহি করনি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"ওকে ম্যাডাম। পচাস মেঁ ডিল ফিক্স কিজিয়ে।"

"ম্যাঁয় মুমফলি বেচ নহি রহি হুঁ। কচ্চি কলি কি নথনি ইতনি সস্তি নহি হ্যায়।"

সুস্মিতা লাইন কেটে দিলেন। বাস্টার্ড! একেবারে অসূর্যম্পশ্যা, অনাঘ্রাতা কুমারী কন্যা চাই, অথচ পয়সা খরচ করবে না! পঞ্চাশ হাজারে কুমারী মেয়ের নখও ভাঙা যায় না, নথ তো দূরের কথা! এর চেয়ে আরবদেশের শেখগুলো অনেক দিলদরিয়া। ওরা আসা মানেই কাঁচা টাকা প্রফিট। প্রত্যেকবার এখান থেকে বাছা বাছা কিশোরী মেয়ে ওদের হারেমে শোভাবর্ধন করে। চোয়াল শক্ত করে ভাবছিলেন তিনি। এখন অফসিজন। তার উপর এখনই একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছে। বড় অঙ্কের টাকার টোপ না পেলে আপাতত গিলছেন না। ততদিনে মেয়েদুটো আরও একটু বড় হোক। আরও কিছু দিন কুমারীত্বের আনন্দ উপভোগ করুক।

তিনি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে যখন এইসবই ভাবছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল রাকেশ। সে মাল ডেলিভারি দিয়ে ফিরে এসেছে। আজকাল সে এবাড়িতেই রাত কাটায়। ম্যাডামের ধরাবাঁধা শয্যাসঙ্গী ও বিজনেস পার্টনার। ম্যাডামের সাম্প্রতিকতম ডানহাত। সুস্মিতা সচরাচর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গীকেই এই সর্বোচ্চ সম্মানটি দিয়ে থাকেন। রাকেশের আগে অনেকেই এসেছে ও গিয়েছে। বর্তমানে রাকেশ বা রাকা-ই তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ।

রাকা মাল ডেলিভারি দিয়ে ম্যাডামের কাছেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু সুস্মিতা তখন ফোনালাপে ব্যস্ত ছিলেন। সে ম্যাডামকে বিরক্ত করেনি। বরং তার চোখ গিয়ে পড়েছিল ফাইলটার উপরে। শর্মিষ্ঠা নিয়োগীর ছবির দিকে। কৌতূহলবশতই সে ঝুঁকে দেখছিল ছবিগুলো।

সুস্মিতা পিছনে ফিরে দেখলেন রাকা স্তম্ভিতের মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখ পাংশু। যেন শরীরের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে!

"কী হল রাকা?" তিনি চিন্তিতস্বরে বললেন, "ডিল হয়েছে? প্রবলেম কিছু হয়নি তো?"

রাকা যন্ত্রবৎ মাথা নাড়ে। সুস্মিতা তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করছেন। রাকা এই শীতেও দরদর করে ঘামছে। চোখমুখ মোমের মতো ফ্যাকাশে। হল কী!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"তুই ঠিক আছিস?" তিনি তার বুকের কাছে ঘনিয়ে এলেন। ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে দিতে দিতে বললেন, "ভূত দেখেছিস নাকি?"

ভূতই বটে। ভূতকাল তথা অতীত দেখে ফেলেছে সে! কী করে বলবে রাকা! কী করে জানাবে যে, যে মেয়েটি এতদিন ধরে এ বাড়ির সামনে মাথা খুঁড়ে মরছিল, শেষপর্যন্ত যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে গায়ে আগুন লাগিয়ে মরেছে, সেই শর্মিষ্ঠা নিয়োগী রাকারই অতীত! সুস্মিতা শর্মিষ্ঠার ফাইলটা পুরো দেখেননি। দেখলেই জানতে পারতেন যে, মেয়েটির স্বামীর নাম ছিল জনৈক রাকেশ নিয়োগী। সেই রাকেশ নিয়োগী যাকে রাকা নামে সকলে চেনে। আর যে মেয়েটিকে বেচে দেওয়া হয়েছে, সে রাকেশেরই ঔরসজাত সন্তান। এমনকী বাচ্চাটার মুখের আদলও একদম রাকার মতোই!

পৃথিবীতে দু'ধরনের প্রজাতি হয়! রাকেশ তখনও ভাবছিল, সে ঠিক কোন...

॥ ৪ ॥

"ও দিদি, দিদি! দু'দিন ধরে খাইনি গো! পয়সা দাও না, ভাত খাব!"

"খুব খিদে পেয়েছে মা! দুটো পয়সা দাও।"

"ও দাদা, বোনটার জন্য একটু দুধ কিনব, পয়সা দাও না।"

যে দাদাকে কথাটা বলা হল তিনি ঘেন্নায় কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। চতুর্দিক থেকে কালো কালো শীর্ণ হাত তাঁকে ঘিরে ধরেছে। নাক বেয়ে জল পড়ছে, চোখে পিঁচুটি। মাথার চুলে উকুন তো বটেই, এমনকী অ্যানাকন্ডা বাসা বাঁধলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি বিরক্ত হয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কয়েকটা খুচরো পয়সা ছুড়ে দিয়ে চাপাস্বরে বললেন, "শুয়োরের বাচ্চা!"

বরাহনন্দন নয়, ওরা অমৃতের পুত্র। অথচ ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ বিষ পান করে চলেছে রোজই। কে কী বলল তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই। বরং একেবারে ক্ষুধার্ত কুকুরের পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তার উপর। পয়সাগুলো আগে কে থাবাগত করতে পারে, সেই নিয়েই শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। উপরে কয়েকডজন শিশু কুস্তিগীর। সকলের নীচে বিল্টু।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সবচেয়ে ক্ষীণদেহী প্রতিযোগী, কিন্তু ক্ষিপ্রতম। খুচরো পয়সাগুলো একাই ঝাঁপিয়ে পড়ে হস্তগত করেছে। অন্যরা পয়সাগুলো কেড়ে নেওয়ার জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালাচ্ছে। লাথি-ঘুষি এসে পড়ছে মুড়ি-মুড়কির মতো। কেউ কেউ তার মুঠো খোলার চেষ্টাও চালাচ্ছে প্রাণপণ। সেই চেষ্টার চোটে কবজিটা মুচড়ে দিল কেউ। মুখে কাতরোক্তি করে উঠলেও সে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে আছে কয়েনগুলো।

ওদের দোষ নেই। এটাই ওদের কাজ। রোজই ওরা এসে দাঁড়ায় ট্রাফিক সিগনাল বা বাসস্ট্যান্ডের সামনে। নোংরা চেহারা, নোংরা পরিচ্ছদ। করুণমুখে ঘ্যানঘ্যান করে টাকা চায়। কেউ মুখে কথা বলে। কেউ ইশারায় বোঝায়। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক। কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করা। রোজগার না করে উপায় নেই। কারণ সারাদিন কেটে গেলে রাতে বাবু মণ্ডল হিসেব বুঝে নিতে আসবে। এরকম গোটা তিনেক ট্রাফিক সিগন্যাল তার আন্ডারে আছে। সেখানে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ানোর জন্য সে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কিনে আনে। তাদের খাওয়া দাওয়া, জামাকাপড়ের খরচ বাবু মণ্ডলেরই। থাকার জন্য এক কামরার ঘরও আছে। সেখানেই গাদাগাদি করে রাত্রিযাপন করে তিরিশটি শিশু ভিক্ষার্থী। তবে সারাদিনে মাথাপিছু ন্যূনতম পঞ্চাশ টাকা রোজগার না হলে মেজাজ চড়ে যায় বাবুর। যে হতভাগা অনেক চেষ্টা করেও পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে পারেনি, সেদিন তার পেটে বাবু মণ্ডলের লাথি পড়ে। রাতে অবধারিত অনাহার। তাই বাচ্চা পার্টি পেটের তাড়নায় প্রাণপণে চেষ্টা করে যায় দৈনিক পঞ্চাশ টাকা রোজগার করার। বলা ভাল, এও এক ধরনের ব্যাবসা। ওরা পেশাদার ভিখারি।

তবে এর ফাঁকে অল্পবিস্তর প্রমোদও চলে। কেউ যদি দৈবাৎ একান্ন টাকা জুটিয়ে ফেলে, তবে সে দৌড়োবে নেশার তাড়নায়। পচা পাঁউরুটি, কিংবা নানা জাতের আঠার নেশা। কেউ বিড়ি টানে। বিল্টু অবশ্য এসব কিছুই করে না। সে বাড়তি টাকা খুব সংগোপনে জমায়। তার টাকা জমানোর নেশা। যখন সে বড় হয়ে যাবে, অনেক অনেক টাকা জমবে তার, তখন রুক্মিণীদিদিকে খুঁজে নিয়ে সুদূরে কোথাও পাড়ি জমাবে।

অবশেষে একসময় লাথি, ঘুষি থামল। ট্রাফিক সিগন্যালে লাল রং জ্বলে উঠেছে। তিলোত্তমার বুকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সার সার ঝকঝকে গাড়ি। বিল্টুকে ওখানেই ফেলে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে সেদিকেই ছুটেছে বাকিরা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এখন গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়বে আগ্রাসী হাত। চলবে করুণ অনুনয়-বিনয়। বিরক্ত মানুষের খিস্তি খাবে, তবু ঘ্যানঘ্যান করতে ছাড়বে না। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে একটা-দুটো টাকা দিয়েও দেয়। সেই আশাতেই হাত পেতে থাকা।

বিল্টু এবার হাত খুলে খুচরো পয়সাগুলোর উপরে চোখ বোলায়। দুটো একটাকার কয়েন। আর-একটা পঞ্চাশ পয়সা। মাত্র আড়াই টাকার জন্য এতক্ষণ ধরে মার খেয়ে মরছিল সে। মনে মনে হতাশ হতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অদ্ভুত একটা আবিষ্কার করে বসল সে। ও হরি! এটা তো পঞ্চাশ পয়সা নয়! লোকটা সম্ভবত আধুলি ভেবেই ছুড়ে দিয়েছিল। আসলে ওটা অবিকল আধুলির মতো দেখতে একটা পাঁচ টাকার কয়েন! সব মিলিয়ে সাত টাকা!

ঘুষোঘুষিতে বেচারির ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। তবু অদ্ভুত তৃপ্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল বিল্টু। মার খাওয়াটা তার পড়তায় পুষিয়েছে।

"তোর হবে। বুঝলি?"

কথাটা শুনে পিছনে তাকায় সে। তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে দুনু। বয়সে তার চেয়ে ছ'বছরের বড়। দুনুও একসময় তার মতোই পেশাদার ভিখারি ছিল। বারো বছর অবধি ভিক্ষার পেশায় থাকার পর এখন তার প্রোমোশন হয়েছে। এখন সে আর ভিক্ষে করে না। পকেট কাটে। দুনুর মতোই সকলের প্রোমোশন হয়। বয়স বারো পেরিয়ে গেলে লোক আর ভিক্ষে দিতে চায় না। তখন বাবু মণ্ডলেরই তত্ত্বাবধানে তাদের সযত্নে চুরি, পকেটমারি, কেপমারি শেখানো হয়। একদল তরুণ পকেটমার নেমে পড়ে অ্যাকশনে।

"তোর বয়স কত হল যেন!" দুনু জানতে চায়, "বারো হয়নি বোধহয়। তাই না?"

বিল্টু মাথা নাড়ে। বারো হয়নি। নিজের বয়স সম্পর্কে সে নিজে বিশেষ ওয়াকিবহাল নয়। তবে বাবু মণ্ডল একবার বলেছিল যে তার বয়স নয় বছর। সর্বজ্ঞের মতো মুখ করে জানাল সে, "নয় বছর।"

"লে-প্পচা!" দুনু খলখল করে হেসে ওঠে, "এমন করে বলছিস যেন এইমাত্তর জন্মদিন পালন করে এলি।"

বিল্টু উত্তর দেয় না। জন্মদিনের কথা শুনে তার মনখারাপ হয়ে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

যখন আরও ছোট ছিল তখন প্রায়ই মনখারাপ হত। বাবা-মাকে তার মনে নেই। আদৌ ছিল কিনা কে জানে! কিন্তু অবুঝ পাঁচ বছরের শিশু তবু কাঁদত। বারবার বলত, "বাড়ি যাব। মা-বাবার কাছে যাব।"

বাবু মণ্ডল দশাসই চেহারা নিয়ে তেড়ে আসত। চোখ গরম করে আঙুল তুলে শাসাত, "তোর কোনও মা-বাপ নেই। তোকে চল্লিশ হাজার টাকায় কিনেছি বুঝেছিস? বেশি নখরা করবি তো কেটে ফেলব।"

পাঁচ বছরের শিশুটি জলভরা চোখ তুলে সবিস্ময়ে দেখত বাবু মণ্ডলের দৈত্যের মতো চেহারা। তখনও বিকিকিনির জগৎ সম্পর্কে তার কোনওরকম ধারণাই তৈরি হয়নি। তবু দৈত্যটার লম্ফঝম্ফ দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে যেত সে।

"দ্যাখ।" তার নরম চোয়াল বাবু লোহার সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছিল, "ওই যে চারদিকে যত বাচ্চা দেখছিস, ওদেরও কেউ নেই। তোর মতো ওদেরও কিনেছি। ওদের বাপ-মা-ভগবান-শয়তান, সব আমি। এখন থেকে তোরও সবকিছু আমি। এই দশফুট কামরাটাই এখন থেকে তোর ঘর। যা বলব করবি। বেশি ক্যাওড়ামি করলে স্রেফ জ্যান্ত পুঁতে দেব। বুঝলি?"

বোঝেনি বাচ্চাটা। তার আশেপাশে যারা ছিল তাদের দিকে সবিস্ময় দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়েছিল। তারপর ফের ফুঁপিয়ে উঠে বলেছিল, "বাড়ি যাব।"

সশব্দে তার গালে একটা পেল্লায় চড় এসে পড়েছিল। সেদিনও তার ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। নরম ঠোঁট চুঁইয়ে পড়েছিল তাজা রক্ত।

বিল্টু অজান্তেই ঠোঁটের কাটা জায়গায় একবার জিভ বুলিয়ে নেয়। ঠিক এইভাবেই ঠোঁট কেটে গিয়েছিল সেদিনও। সেদিন একমাত্র রুক্মিণীদিই এগিয়ে এসেছিল তাকে আশ্রয় দিতে। ছোট্ট বিল্টুকে বুকে চেপে ধরে বলেছিল, "কী করছ বাবুদা? মেরে ফেলবে নাকি? এইটুকু বাচ্চা! ও কি এসব বোঝে?"

"সোজা কথায় না বুঝলে বেল্টপেটা করে বোঝাব। চল্লিশ হাজার টাকায় কিনেছি কি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য? এইসব ভ্যানতারা এখানে চলবে না।" বাবু হিসহিস করে বলে, "তুই ওকে বাঁচাতে আসিস কেন? মার খাওয়ার শখ হয়েছে?"

রুক্মিণীদি কোনও কথা না বলে নির্ভীক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বাবুর দিকে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সে দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে। তবে বাবু সেদিন আর বেশি মারধর করেনি। দু'-একটা নোংরা কথা বলেই ক্ষান্ত দিয়েছিল।

আস্তে আস্তে একসময় নিজেই বুঝে গিয়েছিল বিল্টু। পাঁচ বছরের শিশুটি প্রথম তিনদিন খালি কেঁদেই কাটিয়ে দিয়েছিল। কাতরস্বরে 'মা'-'মা' করে আর্তনাদ করে উঠত ঘুমের মধ্যেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠত। একটানা গোঙাত। তিনদিন ধরে তার চোখ বেয়ে শুধু নোনতা জল গড়িয়েই গিয়েছে। পোড়া রুটি আর জলের মতো পাতলা ডাল কিংবা তরকারির থালাটা ছুঁয়েও দেখেনি সে। এমন করে কেটে গেল বাহাত্তর ঘণ্টা। ঠিক বাহাত্তর ঘণ্টা পর খিদে, তেষ্টা ভীষণভাবে টের পেল ছোট্ট মানুষটা। বুঝল মা-বাবা না থাকলেও খিদে থেমে থাকে না। কান্না থামিয়ে একটু-একটু করে টেনে নিল খাবারের থালা। পোড়া রুটি ছিঁড়ে মুখে দিল।

সেদিনই প্রথম বুঝেছিল বিল্টু যে, এখান থেকে ফেরার রাস্তা নেই। অন্যান্যদের দেখাদেখি সেও নেমে পড়ল ট্রাফিক সিগন্যালের ব্যাবসায়। তারপর থেকে এই তার ঘর, এই তার পরিবার। কে তার বাবা, কে মা, কোথায় জন্মেছিল সে, কবেই বা জন্মেছিল, আর মনে নেই।

দুনু তার পাশে এসে আরাম করে বসল। ওর গলায় একটা রংচটা মাফলার ঝুলছিল। এসব শৌখিন জামা-কাপড় পরার অধিকার ওদের আছে। ভাল জামা পরে ভদ্রলোক না সাজলে ভদ্রলোকদের ভিড়ে ঢুকবে কী করে? পকেটই বা কাটবে কী করে? বিল্টুর কি ভাল জামা-কাপড় নেই? সব আছে। বাবু মণ্ডল প্রতি পুজোয় ওদের নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দেয়। কিন্তু পরার সুযোগ নেই। পরিষ্কার, সুন্দর বেশভূষা হলে কি আর লোকে ভিক্ষা দেবে? তাই মাঝেমধ্যে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে, পোঁটলা থেকে রঙিন জামাগুলো বের করে বড় মমতায় হাত বোলায়। গন্ধ শোঁকে। খুব ইচ্ছে করে পরে একবার দেখে। কিন্তু বাবু মণ্ডল জানতে পারলে মেরে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেবে। বলবে, "বেজন্মা! খুব বাবুগিরির শখ হয়েছে?" তাই সেগুলোকে ফের পোঁটলাবন্দি করে শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ ধড়াচুড়ো পরে নেয় বিল্টু। এই শীতে খালি গায়ে, নয়তো একটা ন্যাকড়া পরেই ভিক্ষে করতে বেরোতে হয় ওদের।

"ঠোঁট বেয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে রে!" দুনু রংচটা মাফলারটা এগিয়ে দেয়, "মুখ মুছে নে।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মাফলার দিয়ে ঠোঁটের কোণ মুছে নিল বিল্টু। মাফলারটা ফেরত দিতে যেতেই দুনু বারণ করল, "ফেরত দিস না। রেখে দে।"

সে মাথা নাড়ে, "বাবুদা মারবে।"

"কোমরে গুঁজে রাখ।" দুনু মৃদু হাসে, "তারপর? মাত্র কয়েকটা পয়সার জন্য গোরুর মতো মার খেয়ে গেলি? তোর হবে বাপ। প্রোমোশন হলে এই গুণটাই প্রথমে কাজে আসে। আর দুটো বছর পর যখন সেজেগুজে পকেট কাটতে যাবি, তখন দেখবি মার খাওয়ার গুণই হচ্ছে আসল গুণ। ধরা পড়লে প্রথমে পাবলিক রামঠ্যাঙানি ঠ্যাঙাবে। তারপর পুলিশ হাত সাফ করবে।" দুনু শার্টটা অল্প খুলে দেখায়। বিল্টু অবাক হয়ে দেখে, দুনুর গলায়, বুকে লাল লাল ছোপ! কোথাও কোথাও রক্ত জমে নীল হয়ে আছে। দাগড়া দাগড়া মারের দাগ তার সর্বাঙ্গে!

দুনু তার বিস্ময় দেখে মজা পায়। মুচকি হেসে বলে, "গত হপ্তায় ধরা পড়েছিলাম। এখন ফুলটু পকেটমারির সিজন, বুঝলি? সব ব্যাটা ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ারের শপিং করতে ব্যস্ত। মেয়েদের পার্সে আর ছেলেদের পকেটে কড়কড় করছে কড়কছাপ নোট। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল বুঝলি? এক এইসান মোটা মহিলার পার্সে ব্লেড চালাতে গিয়ে ভুল করে হাতে ব্লেড চালিয়ে দিলাম। দোষ আমার নয়। হাত তো নয়, একটা গদা! পার্স আর হাতের ফারাক বুঝতে পারিনি। আর যাই কোথায়? পাবলিক পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিয়েছে। তারপর পুলিশ পেটাল। জিজ্ঞেস করল বাপ-মায়ের নাম, ঠিকানা। আমি চুপচাপ মার খেয়ে গেলাম। বাবুদার সঙ্গে পুলিশের সেটিং আছে। শেষপর্যন্ত বাবুদাই গিয়ে ছাড়িয়ে আনল।" দুনু হেসে ফেলল, "প্রশ্নের ছিরিও কী! বাপ-মা কে? শা-লা, জীবনে বাপ-মায়ের মুখই দেখলাম না, তার উপর আবার নাম! শখ কত!"

বিল্টু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, "দুনুদা, তুইও তোর বাপ-মাকে দেখিসনি, না?"

"আমরা কেউই দেখিনি।" দুনু উত্তর দেয়, "আসলে আমরা হলাম বেজন্মা। বেজন্মা বুঝিস? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যাদের ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। বাপ-মায়ের ঠিক নেই। এই হারামি বাবু মণ্ডল গোরু, ছাগলের মতো আমাদের কিলোদরে কেনে। তবু তুই তো ভাল আছিস। ও শালা ধান্দায় বসানোর জন্য কত বাচ্চার হাত-পা কেটেছে তার ঠিক নেই। কত বাচ্চার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চোখে অ্যাসিড ঢেলে অন্ধ করে দিয়েছে। মেরে পা ভেঙে দিয়েছে। এমনও দেখেছি, ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে কলসির মধ্যে পুরে রেখেছে হারামির পো।"

"কলসির মধ্যে! কেন?"

"কেন? ওই দ্যাখ।"

দুনু উলটোদিকের ফুটপাথে বসে থাকা গাঙ্গুর দিকে দেখায়। গাঙ্গু বসে বসেই ভিক্ষে করে। তার হাত-পা কেমন যেন দোমড়ানো-মোচড়ানো। উপরের অংশটা পরিণত। কিন্তু কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছে অথবা বাড়েইনি। একটা চাকা লাগানো পিঁড়িতে বসে করুণ স্বরে ভিক্ষে চেয়ে যাচ্ছে।

"আমরা হলাম শালা বেওয়ারিশ মাল।" দুনু বলল, "আমাদের কোনও দাম নেই। ইচ্ছে হল, চোখ গেলে দিল। ইচ্ছে হল, নুলো করে দিল। তুই এখনও ছোট আছিস, বড় হ। আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবি।"

বিল্টুর কাঁধে আলতো চাপড় মেরে উঠে গেল দুনু। তার এখন আরও অনেক কাজ আছে। বিল্টু অতি সন্তর্পণে মাফলারটার উপরে হাত বোলায়। আহ, কী নরম! রংচটা হলেও জিনিসটা বেশ! সে মাফলারটাকে টুক করে প্যান্টে গুঁজতে যাচ্ছিল। হঠাৎ খপ করে কে যেন তার হাত চেপে ধরল।

"কে রে?"

সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার ঠিক পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে একটা সিড়িঙ্গে লোক। তার হাত চেপে ধরে চোখ রাঙিয়ে বলল, "এই মাফলারটা তুই কোথায় পেয়েছিস?"

সেরেছে! চোরাই মাল নয়তো? দুনু কি কারও পকেট কেটে মাফলারটা নিয়ে এসেছে? সে মনে মনে ভয় পেলেও প্রকাশ করল না। মুখে বলল, "এটা আমার।"

"এটা যদি তোর হয় শালা, তবে আমি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী।" কালো লোকটা চোখ গরম করে বলে, "সিধে সিধে বলবি? বেশি ঢ্যামনামি করলে পুলিশের কাছে নিয়ে যাব কিন্তু।"

ভীত ভাবটা মুখ থেকে মুছে ফেলল বিল্টু। এত সহজে ভয় পাবে কেন? সে প্রফেশনাল। একটু ভেবে বলল, "বলতে পারি। কিন্তু কত টাকা দেবে? পয়সা না পেলে বলব না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

লোকটা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে দিল, "এবার বলবি?"

পঞ্চাশ টাকার নোটটা পকেটে পুরে হাসল সে, "এটা দুনুদা দিয়েছে।"

"দুনু কে?"

দুনু তখন ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও বাসস্টপ অবধি পৌঁছোতে পারেনি। সিগন্যাল এখন সবুজ। তাই জেব্রা ক্রসিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে হলুদ আলো জ্বলার প্রতীক্ষা করছে।

"ওই যে দুনুদা।" সে আঙুল তুলে দুনুকে দেখায়। লোকটা একবার ফিরে দেখল তাকে। তারপর দ্রুতগতিতে পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি বের করে আনল।

"ভাল করে দ্যাখ তো, এই মেয়েটাকে দেখেছিস? চিনিস?"

সে অবাক হয়ে ছবিটার দিকে তাকায়। একটা মিষ্টি বাচ্চা মেয়ের ছবি। মাথার দু'দিকে দুটো ঝুঁটি বাঁধা। গলায় মাফলার। অবিকল সেইরকম মাফলার, যেমন মাফলার এই মুহূর্তে তার হাতে আছে!

বিল্টু অবাক হয়ে জানতে চায়, "না! দেখিনি কখনও। কেন?"

লোকটা সেকথার উত্তর না দিয়ে বলে, "মাফলারটা দে।"

আবদার দ্যাখো! এত কষ্ট করে শীতের সময় যদি বা একটা মাফলার পেল, সেটাও এই লোকটার চাই! কেন? দোকানে কি অন্য মাফলার পাওয়া যায় না? একটা ভিখিরির মাফলার ধরে টানাটানি কেন বাপু?

লোকটা ততক্ষণে একশো টাকার নোট বের করে ফেলেছে। বোধহয় বুঝতে পেরেছে, এই ছেলে পয়সা ছাড়া কথা বলবে না। সেটা তার হাতে ধরিয়ে বলল, "নে, এবার তো দিবি!"

সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে! একটা পুরনো, রংচটা মাফলারের জন্য একশো টাকাও দিতে চায় লোকটা! তা হলে টাকার চেয়েও দামি কিছু হারিয়ে গিয়েছে কি? কে ওই মেয়েটা? এই লোকটা কি মেয়েটার বাবা? মেয়েটা কি হারিয়ে গিয়েছে? সেজন্যই বোধহয় ওর বাবা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

তার চোখ একমুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে যায়। তারও কি কখনও বাবা-মা ছিল? সে হারিয়ে যাওয়ার পর কি তারা এমনভাবে খুঁজেছে? নাকি দুনু যা বলল, তাই ঠিক! তার বাপ-মা কেউ ছিল না, সে বেজন্মা! জন্মের পরই তাকে কেউ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল ডাস্টবিনে। রুক্মিণীদিদি বলে, বছরের এই সময়েই নাকি সান্তাক্লজ নামের এক বুড়ো আসে। বিল্টুর মতো ছোট ছোট

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বাচ্চাদের প্রার্থনা শোনে। তাদের আবদার মতো উপহারও দেয়। তবে কেন বিল্টুর কাছে সান্তাবুড়ো কখনও আসে না? এলে সে প্রার্থনা করত, আমায় বাবা-মা এনে দাও! আমার বাবা-মা কে...

কিছুক্ষণের জন্য সেই পাঁচ বছরের ছেলেটা ফিরে এসেছিল বিল্টুর মধ্যে। বুকের ভিতর থেকে সেই বাচ্চা ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে চোখটা ঝাপসা হয়ে এল। একটা অবুঝ অভিমানে হঠাৎ কান্না পেয়ে গিয়েছে।

সে লোকটার দিকে একবার তাকাল। অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। চোখের ভিতর অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা।

বিল্টু একশো টাকাটা ফেরত দিয়ে মাফলারটা দিয়ে দিল লোকটাকে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। একটু আগেই এই একই ভঙ্গিতে মুখের রক্ত মুছেছে। এবার চোখের জল মুছল।

"পঞ্চাশ টাকা তো দিয়েছেন বাবু। মাফলারটা ফিরি। রাখুন।" সে মিষ্টি হাসল, "ওই কী যেন বলে সকলে! হ্যাপি কিসমাস।"

লোকটা স্তম্ভিত! বিল্টু চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে যায়। রুক্মিণীদি বলে, কেউ ভাল কাজ করলে সান্তাক্লজ তাকে পুরস্কার দেয়। এবার নিশ্চয়ই সান্তাবুড়ো আসবে তার কাছে।

॥ ৫ ॥

"রাকা, কাজটা ঠিক করছিস না। আর-একবার ভেবে দ্যাখ। ও মহিলা কিন্তু তোকে ছাড়বে না। বেইমানির শাস্তি কী জানিস তো?"

পাঁচু কাতরস্বরে বলে, "কম দিন তো দেখলাম না। তোকে স্রেফ গুম করে দেবে। দুলালের কী হয়েছিল কেউ জানে না। স্রেফ মিসিং পার্সন হয়েই থেকে গেল। ওর বডিটাও কেউ খুঁজে পায়নি।"

রাকা চুপ করে পাঁচুর কথা শুনছিল। রাকার আগে দুলালই ম্যাডামের বাঁধাধরা ডানহাত ছিল। ম্যাডামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পেয়ারের লোক। রাকা তখন সদ্য দলে ঢুকেছে। তখন তার কাজ ছিল গরিব ঘরের কুমারী মেয়েদের চাকরি, প্রেম বা বিয়ের লোভ দেখিয়ে ইলোপ করা। তারপর সেই হতভাগ্য

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মেয়েদের জায়গা হত রেডলাইট এরিয়ায়। চাকরি বা বিয়ে করতে এসে চড়া দামে বিকিয়ে যেত কলকাতা, মুম্বই বা দিল্লির দেহব্যবসায়ীদের হাতে। দুলালকে দিয়ে ম্যাডাম এসব কাজ করাতেন না। কারণ ডানহাত হওয়ার পাশাপাশি সে ম্যাডামের প্রেমিক পুরুষও ছিল। এ নারী যে পুরুষকে করায়ত্ত করে রাখে, তাকে অন্য মেয়েদের ধারেকাছে ঘেঁষতেও দেয় না। অন্য নারীর দিকে কখনও চোখ তুলেও তাকাত না দুলাল। যেমন এখন রাকাও তাকায় না।

কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। শেষপর্যন্ত দুলালই প্রেমে পড়ল একটি মেয়ের। একটি সুন্দরী তন্বীকে দেখে ঘাড় মুচকে পড়ল। মেয়েটির প্রভাবে কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছিল সে। ঠিক করেছিল একরাতে দু'জনে মিলে পালিয়ে যাবে অনেক দূরে। এমন কোনও জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধবে, যেখানে ম্যাডামের বিষাক্ত থাবা পৌঁছোতে পারবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর-এক।

ম্যাডামের সেদিনের কথাগুলো রাকা কখনও ভুলবে না। অনেক রাতে আচমকা ফোন, "রাকা তুই কোথায়?"

অত রাতে উনি ফোন করবেন তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি রাকা। সচরাচর এমন সৌভাগ্য দুলাল ছাড়া আর কারও হয় না। কিন্তু সেদিন রাকার কপালে অভাবিত সাফল্য নাচছিল। ম্যাডাম মধুমাখা কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন, "একবার বাড়িতে আসতে পারবি? দরকার আছে।"

রাকা প্রথমে ভেবেছিল বোধহয় কয়েক পেগ বেশি টানার ফলে ভুলভাল শুনছে। সবটাই মদের সাইড এফেক্ট। কিন্তু কান চুলকে, নিজেকে হাফ ডজন চিমটি কেটে বুঝল, না, ভুল হয়নি। ঘটনাটা সত্যিই ঘটছে। সত্যিই ম্যাডাম তাকে ডাকছেন!

বিনা বাক্যব্যয়ে সেদিন তড়িঘড়ি ম্যাডামের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। তখনও সে জানত না ঘটনাটা ঠিক কী ঘটতে চলেছে।

তখন নিজের বেডরুমের আয়নার সামনে বসেছিলেন সুস্মিতা। একরাশ খোলা চুল বাঁকা সাপের মতো মিশমিশে কালো ও হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিঠ বেয়ে। এখনই ছোবল মারল বলে। চোখদুটো যেন অন্তরের কোনও ইন্ধনে দপদপ করে জ্বলছিল। এ ছাড়া পেলব মুখখানায় আর কোনও পূর্বাভাস ছিল না। রাকা দেখল তিনি একটা লাল রঙের প্রায় স্বচ্ছ নাইটি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পরে আছেন। কাঁধ থেকে ক্লিভেজ অবধি নিয়মিত স্পা করা মাখনের মতো ত্বক উঁকি মারছে। হুইস্কির নেশা প্রায় কেটে গিয়েছিল তার। বরং অন্য একটা নেশা রাকাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু এ নারী নিজে না চাইলে তাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব। তাই দরজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। নাগিনীর সামনে মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মতো অসহায় হয়ে তাকিয়েছিল।

সুস্মিতা তার কাছে ঘনিয়ে এসেছিলেন। অপূর্ব অথচ মোহিনী একটা সৌরভ তার নাকে ভেসে এল। সে শুনেছে সুস্মিতা নাকি রোজ বিয়ার এবং গোলাপজল দিয়ে স্নান করেন। অথচ গন্ধটা বিয়ারের নয়। গোলাপজলেরও নয়। বরং ধূপের গন্ধ। দুলাল বলেছিল, ম্যাডাম নাকি স্নানের পর আগেকার দিনের রানিদের মতো ধূপের ধোঁয়া দিয়ে চুল শুকোন। কিন্তু এ কেমন ধূপের গন্ধ! ধূপের গন্ধ কি এমন মোহময়ী হয়?

সুস্মিতা হাসলেন। গোলাপি ঠোঁট দ্বিধাবিভক্ত হয়ে কুন্দশুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি দেখা গেল। মধুঢালা কণ্ঠে বললেন, "একদম ঠিক সময়ে এসেছিস। তোর অপেক্ষাই করছিলাম। আয়, বোস।"

মন্ত্রমুগ্ধ রাকা বিছানার উপরেই বসে পড়েছিল। এমন তুলতুলে নরম বিছানায় ঘুমোয় এই মহিলা! দুলাল এমন সুখশয্যায় রাত কাটায়! ভেবেই ঈর্ষায় জ্বলছিল সে। দুলালকে সে এমনিতেই পছন্দ করে না। ম্যাডামের নামে বড় বেশি দাদাগিরি ফলায় হারামজাদা। তার উপর দু'জনের ইগোর লড়াই সবসময়ই চলছে। দুলাল এমন ভাব করে যেন রাকা তার বিনা পয়সার চাকর। রাকা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এ অপমান সহজে হজম করা তার পক্ষে মুশকিল। তবু দুলালের ক্ষমতার সামনে তাকে চুপ করে থাকতে হয়। হারামি স্বয়ং মালকিনের বিছানা গরম করে। তার সঙ্গে কি পেরে ওঠা যায়?

তবু মনে মনে গজরাত সে, অ্যায়সা দিন নহি রহেগা। ভাগ্যের চাকা সবসময়ই ঘুরছে। রাকার সময়ও একদিন আসবে।

সুস্মিতা অন্তর্যামী। তিনি জানতেন দুলালের সঙ্গে একমাত্র রাকেশেরই ছত্রিশের আখড়া। তাই তিনি মিষ্টি বাক্যালাপ শুরু করলেন, 'শোন, আমি জানি তুই দুলালকে একদম সহ্য করতে পারিস না। ওর দাদাগিরি তোর একেবারেই পছন্দ নয়, তাই না?"

রাকা ঢোঁক গিলল। এ প্রশ্নের উত্তরটা কী দেবে? উত্তর দেওয়ার অবশ্য দরকারও পড়েনি। ততক্ষণে তার গা ঘেঁষে বসেছেন সুস্মিতা। তার হাত টেনে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

নিয়েছেন নিজের মধ্যে। আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতেই বললেন, "আমি জানি দুলালের চেয়ে তুই অনেক বেশি কাজের লোক, অনেক বেশি পরিশ্রমী, সাহসী, বিশ্বস্ত। এডুকেটেড, হ্যান্ডসাম..."

তাঁর আঙুল তখন খেলা করছে রাকার বুকে, মুখে, ঠোঁটে। উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু রাশ তো ম্যাডামেরই হাতে। আঙুল নয়, যেন হাই ভোল্টেজের তার ছেঁকা মারছে সর্বশরীরে।

"দুলালকে আমার পছন্দ নয়। উপায় নেই বলে সহ্য করছি।" তিনি ঠোঁটজোড়া রাকার ঠোঁটের কাছাকাছি নিয়ে এলেন। রাকা এখন ওডিকোলনের সঙ্গে স্ট্রবেরির গন্ধ পাচ্ছে। ম্যাডাম বললেন, "কী করব বল। ও যখন এসেছিল, তখন তো তুই ছিলি না। তুই থাকলে কি ওর দিকে ফিরেও তাকাই?"

রাকা স্খলিত গলায় বলে, "ম্যাডাম!"

ম্যাডাম ফের নেশাধরানো গলায় বললেন, "এখনও সময় আছে রাকা। দুলালকে সরিয়ে ওর সিংহাসনে বসবি? ওর মুকুট মাথায় দিবি? ওর জায়গা চাই তোর? উঁ?"

সে ঢোঁক গিলল! ক্রমাগতই যেন মহিলা তাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলছে। রাজত্বের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী। ক্ষমতার নেশায় সম্মোহিতের মতো বলল, "হ্যাঁ। চাই, চাই।"

সুস্মিতা আকস্মিকভাবে সরে গিয়েছিলেন। রাকাকে ছেড়ে দিয়ে এখন ড্রেসিংটেবিলের সামনে গিয়ে বসেছেন। আইভরির হেয়ার ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তির্যক কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে বললেন, "কিন্তু রাজত্ব করার নিয়ম জানিস রাকা? এক রাজ্যের দুই রাজা হয় না। কী বুঝলি? দুলাল বেঁচে থাকতে তুই ওর জায়গা নিবি কী করে?"

রাকার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে জানত ম্যাডাম আসলে কী চাইছেন। সম্মোহিতভাবে সুস্মিতার সামনে নতজানু হয়ে বসেছে। দৃঢ় গলায় বলল, "আমায় কী করতে হবে?"

সুস্মিতা ফিক করে হেসে ফেললেন। দুই হাতের নাগপাশে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি জানতাম তুই বুঝবি। পেটে বিদ্যে থাকার এটাই মস্ত সুবিধে। একটা ইঙ্গিতেই সমস্ত বুঝে নিতে পারিস। তুই দুলালের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পাঁচু ঠিকই বলেছে। দুলালের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু একমাত্র রাকাই জানে যে এখন দুলাল শুয়ে রয়েছে বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ের তলায়। ওর দেহের সার নিয়েই পুষ্ট হয়েছে ফুলগুলো। সে নিজেই দুলালকে ঠিকানা লাগিয়েছিল। ম্যাডাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, "ভাল করে মাটিচাপা দে রাকা। গন্ধ যেন না আসে।"

সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, "বডিটা অন্য কোথাও ফেললে হত না? বাড়ির ভিতরেই রাখা কি ঠিক ম্যাডাম?"

সুস্মিতা ছুরির মতো শাণিত হাসি হেসেছিলেন, "অন্য কোথাও ফেললে তো রোজ ওর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারব না।"

কথাটা শুনে রাকা শিউরে উঠেছিল। কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর মহিলা। মরার পরও প্রতিশোধ নিতে ছাড়বেন না। 'ক্ষমা', 'করুণা' শব্দগুলো কি তিনি জানেন না? বোধহয় জানেন না। নয়তো যে মেয়েটিকে নিয়ে দুলাল ঘর বাঁধবে ঠিক করেছিল, তার অমন দুরবস্থা করেন! তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দু'জন পুরুষের কোলে ফেলে দিয়েছিলেন। এবং সেই সব দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছিল। লোকে তারিয়ে-তারিয়ে সেই এমএমএস-এর মজা লুটেছিল। সাইটে সাইটে ছড়িয়ে গিয়েছিল সেইসব রগরগে দৃশ্য। মেয়েটি এর কিছু দিন বাদেই আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়ায়।

তখন ম্যাডামের চোখে অদ্ভুত একটা হিংস্র আনন্দ দেখতে পেয়েছিল সে। সম্রাট নিরোও হয়তো এমনই আনন্দে বেহালা বাজিয়েছিলেন। রাকা জানে তারও অবস্থা এর চেয়ে খুব ভাল কিছু হবে না। দুলালের মতোই তার কপালেও মৃত্যুদণ্ড নাচছে। দুলালের মতোই ক্ষমতার নেশা তাকেও পেয়ে বসেছে। রাকার খবরদারি অনেক তরুণ কর্মীরই অপছন্দ। তার উপর অনেকেরই ব্যক্তিগত রাগ আছে। সেই সব তরুণদের মধ্যে কোনও একজন ফের সম্রাজ্ঞীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। রাকার ফেলে যাওয়া মুকুট পরবে এবং মৃত সম্রাটের দেহ পুঁতে দেবে বাগানে। সেই লাঞ্ছিত, পরাজিত সম্রাটের বুকের উপর দিয়ে রোজ হেঁটে যাবেন সম্রাজ্ঞী। পক্ষান্তরে পদাঘাত করে যাবেন।

কিন্তু কী করবে রাকা? সাতদিন আগে ম্যাডামের ঘরে শর্মিষ্ঠা ও তার সন্তানের ছবি দেখার পর থেকে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সেদিন রাতে ম্যাডাম ঘুমিয়ে পড়ার পর চুপিচুপি ছবিটা চুরি করে নিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে ম্যাডামের ডাকে আর সাড়া দেয়নি। অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে ঘরবন্দি করে রেখেছে নিজেকে গত সাতদিন ধরে। শর্মিষ্ঠার উপর তার মায়া নেই। নয় বছর আগে এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে তাকে বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে ছিল সে। ঘরে ভাত না থাকলেও মেয়ের সৌন্দর্যে ও যৌবনে ভাঁটা পড়েনি। তখন ব্যাবসার খাতিরে অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরত রাকা। শর্মিষ্ঠাকে চোখে ধরে যায় তার। মেয়ের পারিবারিক অবস্থা দেখে সে সোজা মেয়ের বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিনিময়ে দশ হাজার টাকার টোপও দিয়েছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত অভাবী বাবা-মা প্রস্তাব লুফে নিয়েছিল। রাকা ভেবেছিল, জ্যাকপট লেগে গেল। কিন্তু বিয়ের দু'মাসের মাথাতেই ধরা পড়ল, মেয়ের মাথায় গোলমাল আছে। অতগুলো টাকা জলে গেল। পাঁচু হেসে বলেছে, "চোরের উপরে বাটপাড়ি হল রে রাকা। তুই তিমি হলে মেয়ের মা-বাপ তিমিঙ্গিল। বিয়ের আগে বুঝিসনি বাপ যে, মেয়ে পাগল?"

বিয়ের আগে সত্যিই বোঝা যায়নি। একটু অস্থির, একটু ছেলেমানুষ মনে হয়েছিল বটে। কারণে, অকারণে হি হি করে হাসত। তাই বলে একেবারে পাগল! দশ হাজার টাকায় শেষপর্যন্ত ঘষা দোয়ানি! কিন্তু চোরের মায়ের কাঁদার উপায় নেই। তাই অসহ্য রাগে চিড়বিড় করতে-করতে তাকে ফেলে দিয়ে এসেছিল মানসিক হাসপাতালে।

কে জানত যে এই দু'মাসের মধ্যেই পাগলি মেয়েটার গর্ভে নিজের বীজ বপন করে দিয়েছে! সে নিজে মেয়েটার আর কোনও খবর নেয়নি। কিন্তু রেকর্ড বলছে যে, মানসিক হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পরেই ধরা পড়ে সে গর্ভবতী। ছ'মাস পরেই তার কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। হ্যাঁ, সে রাকারই সন্তান। গর্ভধারণের টাইমিং তাই বলে। তার চেয়েও বেশি বলে মেয়েটির ছবি। অবিকল রাকার মুখ কেটে বসানো, যেন ছোট্ট রাকা।

তার চোখ জলে ভরে আসে। গত সাতদিন ধরেই কেমন যেন পাগল পাগল লাগছে। এই মেয়ে তার ঔরসজাত। এত দিন জানত এ জগতে তার আপন কেউ নেই, সে বেওয়ারিশ। একাকিত্বের জ্বালায় রাকা ক্রমাগতই পৃথিবীর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলোর গলা টিপে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বিবেকের দিক থেকে। এখন জানল, কেউ আছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

যে সম্পূর্ণ তার আপন। সে একা নয়, বেওয়ারিশ নয়, তার নিজের রক্তের ধন, তার আত্মজা আছে। অথচ রাকা নিজেই নিজের আত্মজাকে নরকে ঠেলে দিয়েছে! একজন পুরুষ একজন নারীর শরীর ব্যাবসার খাতিরে বেচতে পারে। কিন্তু একজন বাবা কী করে নিজের সন্তানের চামড়া বিক্রি করে!

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্ত তার অসহ্য ঠেকছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে একটা শিশু চিৎকার করে কাঁদছে। কখনও শুনতে পাচ্ছে একটি কচি গলা আদর করে ডাকছে, 'বাবা! বা-বা!'

'বাবা!' শব্দটা কী শক্তিশালী! রাকার পাষাণহৃদয়ও ভেঙেচুরে গিয়েছে এই একটা শব্দে। জীবনে অনেকের সন্তানকে চড়া দামে বিক্রি করেছে সে। অথচ এত দিনে বুঝতে পারল সন্তানের আসল মূল্য কী! সে বারবার অস্থিরভাবে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার মস্তিষ্কের প্রতিটি কক্ষ। কোথায় বিক্রি করেছে বাচ্চা মেয়েটাকে? গত পাঁচবছর ধরেই রাকা চাইল্ড ট্র্যাফিকিং-এর কাজ করে আসছে। সম্ভবত ম্যাডামের নির্দেশে বাচ্চাটাকে সে নিজের হাতেই ডেলিভারি দিয়েছিল। কিন্তু কাকে দিয়েছিল? কবে? কোথায়?

তার বন্ধ চোখের সামনে একের পর এক নিষ্পাপ সরল কচি কচি মুখ ছায়া ফেলে যাচ্ছে। কত শিশুকে নির্দয় কসাইয়ের মতো সে একের পর এক বলি দিয়ে গিয়েছে। কে জানত সেই ভিড়ে তার নিজের আত্মজাও থাকবে। এই মুহূর্তে নিজেকে পশুরও অধম মনে হচ্ছে। যন্ত্রণায় নিজের চুল খামচে ধরে রাকা। এ কী করেছে সে! এত দিন ধরে কী করে এসেছে! এ তারই শাস্তি।

"যখন কোপটা নিজের পায়েই পড়ল, তখন বুঝলি রাকা? বুঝলি, কত কষ্ট হয়?"

পাঁচুর দার্শনিক প্রলাপ শুনে রাকা আলতো করে চোখ মেলল। পাঁচুর গায়ে পাউডারের গন্ধ ভুরভুর করছে। পাঁচু কি বেবি পাউডার মাখে? তবে গন্ধটা এমন মায়াময় লাগছে কেন?

"ইদিপাস রেক্সের গল্প শুনেছিস?" সে আরাম করে বসে বলে, "জানবি কী করে? তোরা তো গন্ডমূর্খ। সফোক্লিসের লেখা বিখ্যাত ট্র্যাজেডি। ইদিপাসের ভাগ্য, 'How terrible to see the truth when the truth is only

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

pain to him who sees!' লোকটার এমন কপাল যে অজান্তেই নিজের বাবাকে খুন করে, নিজের জন্মদাত্রীকে বিয়ে করে বসেছিল।

"পাঁচু তুই থামবি?" জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল পাঁচুর দিকে। সে অনেক রাত ঘুমোয়নি। জবার মতো টকটকে চোখদুটোয় যেন রক্ত ফেটে পড়ছে।

পাঁচু ভয় পেল না। বরং বলল, "তারপর শোন না। রাজা ইদিপাস যখন জানতে পারল যে নিজের মাকে অজান্তেই বেডপার্টনার করেছে তখন কী করল বল তো? নিজের চোখদুটো উপড়ে ফেলল।" সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, "তুই কী করবি রাকা?"

শিউরে উঠল রাকা। পাঁচু মাঝেমধ্যেই এমন এক-একটা কথা বলে যে গা শিরশির করে ওঠে। তখন আর তাকে সামান্য ড্রাইভার মনে হয় না। মনে হয় মূর্তিমান বিবেক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আগে হলে দুই ধমকে থামিয়ে দিত তাকে। এখন মনে হচ্ছে পাঁচু যা বলছে তা সত্যি। ইদিপাস যে চোখে মায়ের নগ্নতা, কামনা দেখেছিলেন, সেই চোখদুটো উপড়ে ফেলে অন্তর্দাহ থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন। রাকা কী করবে? যে হাতে মেয়েকে বিক্রি করে অর্থ এনেছে, সেই হাতদুটো কেটে ফেলবে?

"তোর জন্য একটা জিনিস আছে।" পাঁচু একটা ছোট মাফলার পকেট থেকে বের করে এনেছে, "তুই যখন বাচ্চাটার ছবি দেখিয়েছিলি, তখনই এই মাফলারটা চোখে পড়েছিল। কারণ ছবিতে একমাত্র ওই মাফলারটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবার ভেবে দ্যাখ, আট বছরের মেয়েকে প্রস্টিটিউশনে কেউ নামাবে না। উটের রেসের জন্যও চড়া দামে বিক্রি করবে না। কারণ উটের রেসে বাচ্চা মরে যায়। এই লাইনে ফিমেল চাইল্ডের প্রাণের প্রচুর দাম। বড় হলে লাখ লাখ টাকায় বিকোবে। তাই তিনটে অপশনই থাকে। বাজির কারখানা, জুতোর কারখানা আর ট্র্যাফিক বিজনেস। গত সাতদিন ধরে ম্যাডামের ধরা-বাঁধা কাস্টমারদের বিজনেসের ঘাঁটিগুলো নজরে রেখেছি। লক্ষ করতে করতে হঠাৎ কাল জ্যাকপট পেয়ে গেলাম।"

মাফলারটা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে রাকা। এমন মাফলার তো হাজার-হাজার পাওয়া যায়! কী এমন বিশেষত্ব আছে এই মাফলারে যে পাঁচু এটাকে জ্যাকপট বলছে!

"বুঝিসনি তো?" পাঁচু তির্যক হাসে, "জানতাম বুঝবি না। গন্ডমূর্খ মানে জানিস? গন্ডারের মতো মূর্খ।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এবার রাকার মেজাজ চড়ল। কোথায় কাজের কথা বলবে! তা নয়, লোকটা খালি ফাজলামি করেই চলেছে। লাল লাল চোখদুটোয় হিংস্রতা ফুটিয়ে বলল, "হেমলক বিষের নাম জানিস?"

পাঁচু হেসে উঠে হাত নাড়ল, "জেনে কাজ নেই বাপ আমার। সরাসরি প্রসঙ্গেই আসছি। মেয়েটার গলায় যে মাফলারটা দেখছিস ওটাতে আমাদের অনাথ আশ্রমের লোগো দেওয়া আছে। এমন মাফলার শুধু আমাদের অনাথ আশ্রমের জন্যই বোনা হয়। আর যাকে দেওয়া হয় তার নামও লোগোর পাশে সেলাই করে লিখে দেওয়া হয়। ছবিতে মেয়েটার গলায় মাফলারটা আছে, তাতে লোগোর পাশে ওর নামও আছে। বাচ্চাটার নাম 'আদৃতা'। আর এই দ্যাখ।"

পাঁচু আঙুল দিয়ে মাফলারটার দিকে ইঙ্গিত করে। রাকা বড়বড় চোখ করে দেখল, অনাথ আশ্রমের লোগোর পাশে জ্বলজ্বল করছে সেলাইয়ের কাজে ফুটিয়ে তোলা নাম, আদৃতা!

"কোথায় পেলি?" সে উত্তেজিত হয়ে পাঁচুকে চেপে ধরে, "কোথায় পেলি এই মাফলার?"

"ট্র্যাফিক সিগন্যালে পেয়েছি।" পাঁচু বলল, "একটা বাচ্চা ছেলে এটা নিয়ে ঘুরছিল। পঞ্চাশ টাকা খসিয়ে তবেই হাতাতে পেরেছি।"

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাকার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। দৃঢ় কণ্ঠস্বরে জানতে চাইল, "ওটা কার আন্ডারে জানিস?"

"বাবু মণ্ডল।" পাঁচু বলে।

"বাবু মণ্ডল... বাবু মণ্ডল...!" বিড়বিড় করে নামটা আওড়ায় সে। যেন মুখস্থ করছে। তার হাবভাব দেখে পাঁচু ভয় পেল। আশঙ্কিত স্বরে বলে, "তুই কি বাবু মণ্ডলকে চেপে ধরার প্ল্যান করছিস রাকা? বাবু মণ্ডলের গায়ে আঁচড়টি পড়লেও কিন্তু ম্যাডাম জেনে যাবেন। বাবু ভাল কাস্টমার। ম্যাডামের সঙ্গে ভাল র‍্যাপো আছে। ওকে কিছু করলে ম্যাডামের জানতে কিছুই বাকি থাকবে না।"

রাকা কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর সটান উঠে দাঁড়িয়েছে, "ছেঁদো কথা ছাড়। তুই বাবু মণ্ডলের আস্তানাটা চিনিস? নিয়ে যেতে পারবি?"

পাঁচু স্খলিতস্বরে বলে, "রা-কা!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাকা ভুরু কুঁচকেছে, "তুই নিয়ে যেতে পারবি কিনা বল।"

সে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যায়, "তুই বুঝতে পারছিস যে কী করতে যাচ্ছিস? ম্যাডাম তোকে ছাড়বেন না। এভাবে নিজের পায়ে কুড়ুল মাড়িস না রাকা।"

তৃতীয়বার প্রশ্নটা এল, "তুই নিয়ে যেতে পারবি কিনা বল।"

পাঁচু উঠে দাঁড়ায়। ভীত গলায় বলে, "চল।"

সে মাফলারে মুখ ডোবাল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। রাকা যেন মাফলারের প্রতিটা তন্তুতে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার আত্মজার ঘ্রাণ। কেমন ছিল সে? কেমন ছিল ছোট্ট মানুষটা? কেমন তার গায়ের গন্ধ?

বাইরে থেকে হঠাৎ ভেসে এল একটা কচি গলা। কোনও শিশু উচ্ছ্বসিত গলায় দুষ্টুমি করে তার বাবাকে ডেকে চলেছে, "বাবা, এই বা-বা! বা-বা!"

রাকা মনে-মনে বলে, "আসছি মা! এখনই আসছি। এই তো!"

॥ ৬ ॥

বাচ্চাটা একেবারেই ছোট। পরনে গোলাপি রঙের ফ্রক। মানানসই গোলাপি রিবন দিয়ে মাথার চুল বাঁধা! বয়স কতই বা হবে? মেরেকেটে তিন বছর। ওকে এখানে কে রেখে গিয়েছে কে জানে! বেচারি একেবারে দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে বসেছিল। চোখের পাতা এখনও ভেজা। কাল রাত থেকে একটানা কেঁদেই চলেছে। তার অসহায় আর্ত চিৎকারে বিল্টুর প্রাণের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। বাচ্চাটা কোঁকড়া চুল ঝামরে চিৎকার করে বলছিল, 'মা... মা... ও-মা!' তার আশপাশ দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যেই আকুলিবিকুলি করে নিজের মাকে খুঁজছে। দু'হাত বাড়িয়ে বারবার খুঁজে চলেছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

বুকের মধ্যে চাপা একটা হাহাকার টের পেয়েছিল বিল্টু। কাতরভাবে বলেছিল, "বাবুদা, বাচ্চাটা খুব কাঁদছে যে!"

মদের নেশায় আরক্ত চোখদুটো আরও লাল করল বাবু, "কাঁদছে তো? কী করব? গান গাইব?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"ওইটুকু বাচ্চা!" সে একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে। আকুলভাবে বাবুর পা চেপে ধরেছে, "কখন থেকে মা-মা করছে। যদি মরে যায়? ওকে ছেড়ে দাও না বাবুদা।"

"শা-লা!" বাবু তার তলপেটে ক্যাঁৎ করে সজোরে লাথি মারে, "পুরো নেশাই চৌপাট! আগে কাউকে কাঁদতে দেখিসনি? মা, মা করছে তো কী? আমি কি ওকে কোলে নিয়ে দুদু খাওয়াব? বেজন্মা শালা, তোর এত দরদ থাকলে যা, কোলে নিয়ে বসে থাক। এতগুলো লোক আছে এখানে, কই কারও তো এত চুলকানি দেখি না! তবে তোর এত চুলকানি কেন বে? স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্ট দিতে হবে? ছেড়ে দাও না! কী আবদার!"

লাথিটা খেয়ে একটা কাতরোক্তি করে উঠেছিল বিল্টু। বাবু তাকে অগ্নিদৃষ্টিতে প্রায় ভস্ম করে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার সহযোগী নাথুর দিকে তাকিয়ে বলে, "মেয়েটার এসব ঝিনচ্যাক জামা ছাড়া! হারামের পিল্লা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কানের মাথা খেয়ে ফেলছে। ওকে একটা ছেঁড়া জামা পরিয়ে দে। খোল ওসব রিবন টিবন। আর এই যে হিরো..." তার আঙুল বিল্টুর দিকে নির্দেশ করল, "তুই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বেরোবি। বলবি তোর বোন। বুঝেছিস?"

বাচ্চাটার দিকে আর-একবার অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল বিল্টু। ছোট্ট শিশুটাকে কাল সারারাত অনাহারে রাখা হয়েছে। একফোঁটা জলও খেতে দেয়নি বাবু মণ্ডল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, কাঠফাটা রোদের জ্বালায় সে যত কাঁদবে, যত নেতিয়ে পড়বে তত লাভ। এমন অনেকগুলো বাচ্চা রয়েছে এখানে। এমনকী কোলের শিশুও আছে। তাদের কপালে সারা সকাল কোনও খাবার জোটে না। পেটে খাবার পড়লে কাঁদবে কেন? দুধের শিশুরা অভিনয় জানে না। মিথ্যে কাকে বলে জানে না। আর না কাঁদলে লোকে করুণাবশত পয়সাই বা দেবে কেন? তাই তাদের জন্য এমন ট্রিটমেন্ট।

এমন পৈশাচিক ট্রিটমেন্টের ফলে অনেক বাচ্চা মারা যায়। কয়েক দিন আগেও এমন একটা ছোট্ট তুলতুলে বাচ্চা এসেছিল। তাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষে করছিল শেফালি। শেফালিও বাচ্চা মেয়ে। খেয়াল করেনি, কখন যেন কাঁদতে কাঁদতেই চুপ করে গিয়েছে ওইটুকু মানুষটা। সারাদিনের কাজকর্মের পর যখন আড্ডায় ফিরল, তখন রুক্মিণীদিই খেয়াল করেছিল ব্যাপারটা। বাচ্চাটা ততক্ষণে মরে কাঠ।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বিল্টু দেখেছিল বাচ্চাটার শোকে সারারাত কেঁদেছিল রুক্মিণীদি। তিনদিন কারও সঙ্গে কথা বলেনি। কেমন যেন গুম মেরে গিয়েছিল।

"মা... মা... ও-মা!"

বাচ্চাটা ফের কাঁদছে। এতক্ষণ চিৎকার করে কাঁদছিল। এখন বিদ্রোহী ভাবটা অনেক স্তিমিত। বোধহয় বুঝতে পেরেছে চিৎকার করে লাভ নেই। এই নিষ্ঠুর মানুষগুলোর ভিড়ের মধ্যে তার স্নেহময়ী মা কোথাও নেই। চেঁচানোই সার।

সে আর কথা না বাড়িয়ে বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে গেল। তাকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বলল, "বোনু... কাঁদে না। কাঁদে না বোনু! এই তো আমরা বেরুবেরু যাব। বোনু বেরুবেরু যাবে না?"

ভীত, অশ্রুসিক্ত চোখদুটো তুলে অবুঝ শিশু তাকে দেখছে। কাচের মতো স্বচ্ছ নিষ্পাপ দৃষ্টি যেন জানতে চাইল, 'তুমি কে? আমার মা কই?' বিল্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এমন একটা দিন তার জীবনেও এসেছিল। এখানে যারা আছে, তাদের সকলের জীবনেই এসেছে। কেউ পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থেকেছে। কেউ মারা গিয়েছে। তবে একটা কথা বেদবাক্যের মতো বুঝে গিয়েছে বিল্টু। এই দশফুট বাই দশফুটের ঘরে যে ঢুকেছে, তার জীবনে মৃত্যু আছে, কিন্তু মুক্তি নেই। এই ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মায়া মমতায় ভরা বিশ্বটার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়।

"মালটা বাঁচবে না।"

দুনু এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। ঘরে ঢুকেই নজর পড়েছে বিল্টুর কোলের বাচ্চাটার দিকে। এগিয়ে এসে স্বগতোক্তির মতো বলল কথাটা, "এ মাল থাকবে না। তিনদিনের মধ্যেই টপকে যাবে।"

বিল্টু যেন আঘাত পেল, "দুনুদা!"

দুনু বিষণ্ণ হাসল, "কম দিন তো দেখছি না! বাচ্চার ধাত দেখলেই বুঝতে পারি। এ যত্নের বাচ্চা। কেয়ারি করা বাগানের ফুল। আমাদের মতো আগাছা নয়। অযত্নে টিকবে না।"

বিল্টুর বুকের ভিতরের হাহাকারটা ফের জেগে ওঠে। বাঁচবে না! যত্নের বাচ্চা! তবে ওর বাবা-মা কি ওকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়নি?

দুনু শিশুটাকে ভাল করে মাপছে, "হুঁ। এ অনাথ আশ্রমের মাল নয়। চোরাই মাল।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"চোরাই মাল। মানে?"

সে হাসল, "মানে বাবু তো সবসময় আর আমাদের মতো বেজন্মা কেনে না। ওর অনেক পেটোয়া লোক আছে। তারা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ওত পেতে থাকে। কোনও ছোট বাচ্চা বাবা-মায়ের চোখের আড়াল হলেই তুলে আনে। তারপর কম দামে বিক্রি করে দেয়। এ বাচ্চাটাও তাই।"

বিল্টু টের পেল তার চোখ বেয়ে নোনতা জল নামছে। হে ঠাকুর! এমন সুন্দর বাচ্চাটা বাঁচবে না! কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে! ওর বাবা-মাও তো আছে। ভগবান যদি তার প্রার্থনা শুনত তবে তাঁর কাছ থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে এমন একটা ফুটফুটে বোন চেয়ে নিত বিল্টু। সে আকুলভাবে বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে। কোনও উপায় নেই কি? কোনও উপায় নেই ওকে বাঁচানোর?

তার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে অবোধ বিশ্বাসে প্রাণপণ প্রার্থনা করতে থাকে সে। সান্তাবুড়ো, কোথায় তুমি? আমি তো ভাল কাজ করেছি। তবে আসছ না কেন? আমি আর কিছু চাই না। মা-বাবা চাই না। শুধু এই ছোট্ট মানুষটাকে ওর বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও। আমার আর কিচ্ছু চাই না। শুধু ওকে বাঁচিয়ে দাও সান্তাবুড়ো।

"এই ফটিক!" বাবু মণ্ডলের হুংকারে চমকে উঠল বিল্টু। বাবুর চড়া সুর বলছে যে ফটিক কোনও অপরাধ করেছে। কিন্তু কী? ফটিক কাল অনেক টাকা রোজগার করেছে। নিয়মমতো সমস্ত রোজগার তুলেও দিয়েছে বাবুর হাতে। বাকিরা তবু বাবুর চোখ এড়িয়ে এক-দু'টাকা সরিয়ে ফেলে। বাবু ধরতে পারলে মেরে পাট করে দেয়, তবু প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওইটুকু জোচ্চুরি করে। ফটিক তো তাও করে না। তবে কী হল?

ততক্ষণে আট বছরের বাচ্চা ছেলেটার টুঁটি টিপে ধরেছে বাবু মণ্ডল। হিসহিস করতে-করতে বলল, "তুই শালা লায়েক হয়েছিস? বারবার বলেছি না যে, দুটোর বেশি রুটি এখানে জুটবে না? মাথায় ঢোকেনি? যার খাস, তার মাথাতেই হাগিস? শালা, শুয়োরের বাচ্চা!"

ফটিক বাবু মণ্ডলের পায়ে পড়েছে, "আমায় ছেড়ে দাও বাবুদা, আমি আর কখনও করব না। আমার খুব খিদে পেয়েছিল।"

বিল্টু তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। দুনু পাশ থেকে ফিসফিস করে বলে, "কাল রাতে বাবু মণ্ডলের থালা থেকে একটা রুটি হাতসাফাই করেছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ফটিক। বাবু তখন মাল খেয়ে ল্যাদ খাচ্ছিল। সেই ফাঁকেই সাঁটিয়ে দিয়েছে। বাবুর জানার কথা নয়। কিন্তু হারামি নাথু লাগিয়ে দিয়েছে।"

ফটিক তখন বাবুর পা ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এমনিতে ওদের অন-ডিউটি খাওয়ার নিয়ম নেই। খুব খিদে পেলে কলের জল খেয়ে পেট ভরিয়ে নেয়। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর রাতে মাত্র দুটো রুটিই বরাদ্দ। বাবু মণ্ডলের কড়া নিয়ম, দুটোর বেশি রুটি কাউকে দেওয়া হবে না। ভরপেট খেলে কঙ্কালসার চেহারা হবে কী করে? লোকে কী দেখে ভিক্ষে দেবে?

দুটো রুটিতে ওদের কারও পেটই ভরে না। কিন্তু বাকিরা খাবারের চেয়ে বেশি জল খেয়ে পেট ভরায় আর আড়চোখে দেখে বাবুর থালায় মোটা মোটা হাফডজন চাপাটি। কিমার ঘুগনির সুগন্ধ নাক অবধি এলেও থালায় কোনওদিন আসে না। ওরা জানে বাবু এর অর্ধেক খাবারই খাবে না। মদের নেশায় লটপট করতে করতে কিছুটা খাবে, বাকিটা ছড়াবে। সেই ভুক্তাবশেষ ওদের পেট ভরানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ওরা জানে, তা এ জন্মে কখনওই হবে না।

অথচ ফটিকটা এখনও বোঝে না। খিদের জ্বালায় প্রায়ই মাঝরাতে উঠে বসে কাঁদে। কাল আর থাকতে না পেরে একটা রুটি সরিয়ে নিয়েছে বাবু মণ্ডলের থালা থেকে। তারই শাস্তি পেতে চলেছে।

"এই হারামজাদা কাল আমার থালা থেকে রুটি সরিয়েছে।" বাবু হেঁকে বলল অর্থাৎ এই ঘোষণা সর্বজনীন। সকলকে দেখতে হবে। একজনের পরিণাম দেখে শিখতে হবে। প্রত্যেকেই দুরুদুরু বুকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফটিক তখনও বাবুর পায়ের কাছে লম্বা হয়ে পড়েছিল। বাবু সজোরে ওর ডানহাতে ভারী বুটটা চাপিয়ে দিয়েছে। ওই কচি হাতের উপরে কয়েক মন ওজনের লোকটার বুট চেপে বসেছে। হাতের হাড়গুলো মটমট করে উঠল। ফটিক প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। বন্যজন্তুর মতো তীব্র চিৎকার করে চলেছে।

বাবু নিষ্ঠুরভাবে ওর হাতের পাতাটা পিষতে পিষতে বলল, "ভরপেট খাওয়ার খুব শখ, তাই না? দুটো রুটিতে পেট ভরে না, নবাব পুত্তুর! এই হাতেই চুরি করেছিলি না? এই হাতটাই আর থাকবে না।"

উপস্থিত সকলেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শাস্তির বহর দেখছিল। ফটিকের ডানহাতের পাতা বোধহয় ততক্ষণে ছাতু হয়ে গিয়েছে। সে এখনও প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"চেঁচা! চেঁচা শালা!" তার আঙুলগুলো দুরমুশ করতে করতেই রক্তচক্ষু তুলে তাকায় বাবু, "ওরাও দেখুক, বাবু মণ্ডলের সঙ্গে বেইমানি করলে কী হয়।"

বিল্টু ফটিকের আর্তনাদ আর সহ্য করতে পারছিল না। ফটিক মরণযন্ত্রণায় গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে, কাঁদছে আর বলছে, "আর হবে না, আর হবে না!"

"আর হবে না সেটা আমিও জানি।" সে ফটিকের হাতের উপর থেকে পা সরিয়ে নিয়েছে, "এই হাতের বন্দোবস্ত করে দিলাম। এই হাতে আর তুই নিজের রুটিও ধরতে পারবি না, অন্যের রুটি তো দূরের কথা।"

ফটিকের আঙুলগুলো ততক্ষণে বেঁকে গিয়েছে। বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে গিয়েছে। মধ্যমা আর তর্জনী ঝুলে পড়েছে। যেন ওই দুটো আঙুলের সঙ্গে গোটা শরীরের কোনও সংযোগই নেই। ফটিক এতক্ষণ চিৎকার করার পর এবার নেতিয়ে পড়েছে। তার চোখ বেয়ে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু কাঁদার মতো শক্তিও বোধহয় শরীরে অবশিষ্ট নেই। বাবু মণ্ডল তার আধমরা শরীরটাকেই জোর করে দাঁড় করিয়ে দিল। হিসহিস করে বলল, "এবার যা। নেমে পড়। আগে যা রোজগার করতি এখন আরও বেশি করবি। তোর এই বাঁকা আঙুলই এবার কাজে আসবে।"

কথাগুলো শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সব শিশু। কারও মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। শুধু দুনু বিড়বিড় করে বলল, "কত দেখলাম! আরও যে কত দেখতে হবে!"

"কী হল?" বাবু দাঁত খিঁচিয়ে বলে, "এখানে কি সার্কাস হচ্ছে? সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। কাজে কি তোদের বাপ নামবে?"

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল। গোটা ঘরই এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে ঘটনাগুলো দেখছিল। তাদের আরও বিস্মিত করে দিয়ে একটা লম্বা লোক এসে দাঁড়ায় বাচ্চাদের ভিড়ে। ভারী গলায় ডাকল, "বাবু!"

বাবু অবাক হয়ে তাকিয়েছে লোকটার দিকে। মুহূর্তের মধ্যেই তার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ পালটে গেল। নিষ্ঠুর শক্ত মুখটা আকস্মিকভাবে নরম হয়ে ওঠে।

"রাকা!" সে লম্বা লোকটার দিকে এগিয়ে যায়, "তুই হঠাৎ এখন? কী ব্যাপার?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বিল্টু লক্ষ করল লম্বা লোকটার থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা! সেই সিড়িঙ্গে মতো কালো লোকটা। এই লোকটাই কাল তার কাছে মাফলারটা নিয়ে গিয়েছিল। সে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। সর্বনাশ! বাবু মণ্ডলের কাছে নালিশ করতে এসেছে নাকি! লোকটার দেওয়া পঞ্চাশ টাকার নোটটা বেমালুম হাপিশ করে দিয়েছে বিল্টু। বাবু মণ্ডল যদি জানতে পারে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা সে দেয়নি, তবে হয়তো মেরেই ফেলবে।

কিন্তু লম্বা লোকটা মোটেও নালিশ করল না। উলটে চতুর্দিকের ছোট ছোট মানুষগুলোর দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকাচ্ছে। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কাতরদৃষ্টিতে কী যেন খুঁজছে! বিল্টুর অবাক লাগে। কে এই লোকটা? আগে কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। রীতিমতো টুকটুকে ফরসা রং, সুন্দর মুখ, কালো কুচকুচে গোঁফ। একেবারে ফিল্মের হিরোর মতো চেহারা।

"কী ব্যাপার রাকা?" বাবু অধৈর্য হয়ে উঠেছে, "কোনও জরুরি ডিল আছে নাকি? এখন তো ধান্দার টাইম। ছেলে-মেয়েরা কাজে নামবে।"

"কেউ যাবে না।" লোকটা বজ্রকণ্ঠে ধমকে ওঠে, "যতক্ষণ না আমি বলছি, কেউ নড়বে না এখান থেকে।"

বিল্টু হতবাক! বাবুকেও তবে কেউ ধমক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে! বাবুর মুখ ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। বাচ্চাদের সামনে এত বড় অপমান হজম করা তার পক্ষে কষ্টকর। তবু সহজ গলায় বলল, "কী হচ্ছে রাকা! কী হয়েছে বলবি তো!"

রাকা নামের লোকটা বুকপকেট থেকে একটা ছবি বের করে এনেছে। এই সেই ছবিটা। আগের দিন এই ছবিটাই দেখেছিল বিল্টু।

"এই মেয়েটা কোথায়?" ফের ধমকে উঠছে রাকা, "কোথায় রেখেছিস?"

"কোন মেয়ে?" বাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার ছবিটার উপর চোখ বুলিয়ে ফেরত দেয়, "কী সব ভুলভাল বকছিস! সকাল সকাল নেশা করেছিস নাকি?"

"মেয়েটা কোথায় বাবু?" রাকা দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

"কোন মেয়ে? শালা সব হারামের পিল্লা..."

এইটুকুই উচ্চারণ করতে পেরেছিল সে। তার আগেই তার টুঁটি টিপে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ধরেছে রাকা। আঁক করে একটা শব্দই শুধু করতে পারল বাবু। তার থাইরয়েড কার্টিলেজের উপর প্রচণ্ড চাপ। রাকা আর একটু চাপ দিলেই সে মরে যাবে।

"ফের ওই শব্দটা বলবি তো তোকে শেষ করে দিয়ে যাব শা-লা!" রাকা নিষ্ঠুরভাবে বলে, "তোর চেয়ে বড় হারামের পিল্লা এখানে আর কেউ নেই। ভালয় ভালয় বলবি? না..."

বাবুর অবস্থা দেখে বাচ্চাগুলো স্তম্ভিত। এমনকী ফটিকও কান্না ভুলে, চোখের জল মুছে হাঁ করে বাবু মণ্ডলের করুণ অবস্থা দেখছে। রোজ এই লোকটার কাছেই জন্তুর মতো মার খায় ওরা। আজ সেই লোকটাকেই কেউ মোক্ষম মার মারছে।

গলার উপর সাঁড়াশির মতো পাঁচটা আঙুল চেপে বসেছে। তবু বাবু মণ্ডল কোনওমতে বলল, "ভাল করছিস না রাকা। আমি ম্যাডামকে বলে দেব।"

রাকা বুঝল ওষুধ না পড়লে শুয়োরের বাচ্চাটা মুখ খুলবে না। কোনও কথা না বলে তাকে সপাটে এক আছাড় মারল। বাবু মণ্ডল খুব নিরীহ প্রতিযোগী নয়। গায়ে তারও অসুরের মতো জোর। কিন্তু রাকার সঙ্গে আজ সে পারবে না। রাকা এখন নিজের কফিন নিজেই বয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে সে বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে মরিয়া ও নির্ভীক মানুষ। যে লোকটার হৃদয়ে কোনও ভয় থাকে না, তার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠা অসম্ভব।

বাবু মণ্ডলও পারল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল রাকা। যতক্ষণ এই শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ চলছিল ততক্ষণ মুখ শক্ত করে নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো দাঁড়িয়েছিল শিশুরা। কেউ এগিয়ে যায়নি বাবুকে সাহায্য করতে। এমনকী নাথুও এগোয়নি। বরং চম্পট দিয়েছে। রাকা তাকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। জোরে জোরে শ্বাস টানতে-টানতে বলল, "এবার বলবি? না আরও মেরামত করতে হবে?"

কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়েছে বাবু। ছবিটা আর-একবার দেখতে চায়। রাকা ফোটোটা এগিয়ে দিল। বাবু মনে করার চেষ্টা করছে বাচ্চাটার মুখ। এমন মুখ তো রোজই কত দেখে! তার মধ্যে বিশেষ একটা মুখ কী করে মনে রাখবে? তবু প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করছে সে। রাকার সঙ্গে দু'হাত লড়েই বুঝেছে যে লোকটা আজ ধ্বংসাত্মক মেজাজে আছে। বুকের উপর বুটের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চাপ ক্রমাগতই চেপে বসছে। নিশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁকপাক করছে বাবু। চাপ আরও বাড়াল রাকা, "বলবি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ..." দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল সে। এতক্ষণে তার স্মৃতিতে হালকা একটা ছবি ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ, এই মেয়েটা এখানে এসেছিল। তারপর...

রাকা ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছে। লোকটার চোখ যেন দপদপ করে জ্বলছিল। দরকার পড়লে আজ সে বাবু মণ্ডলের লাশ ফেলে দিতেও দ্বিধা করবে না।

"এই মেয়েটা এখানে এসেছিল।" বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বছরখানেক ছিল। কিন্তু কাজ করতে পারত না। অনেক ট্রেনিং দিয়েও কাজ হয়নি। তাই আন্নাকে দিয়ে দিয়েছি।"

"আন্না কে?"

"আন্নাকালী।" কোনওমতে নামটা উচ্চারণ করতে পারল বাবু। "ওর বাজি-পটকার ফ্যাক্টরি আছে পার্ক সার্কাসে।"

"পার্ক সার্কাসের কোথায়?"

"জানি না।"

রাকা পায়ের চাপ আরও বাড়াল। কাতরোক্তি করে উঠল বাবু, "সত্যিই জানি না। ওর আড্ডায় কখনও যাইনি। আন্না নিজের ডেরার ঠিকানা কখনও বলে না। ফোনে সব সেটিং হয়। ওর এক স্যাঙাত আসে। তাকেই..."

"তাকেই?"

"তার সঙ্গেই একটা লট পাঠিয়েছিলাম। সেই লটেই..."

"সেই লটেই পাঠিয়েছিস।" বাবুকে কলার ধরে টেনে তুলল রাকা, "বাজির ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পাঠিয়েছিস? কত টাকায় বেচেছিস শুয়োরের বাচ্চা? কত টাকা? অ্যাঁ?"

"কী করব? মেয়েটা কাজ করতে পারছিল না!" কথাটা শেষ করার আগেই এক বিরাশি সিক্কার ঘুষি। রাকার মাথায় খুন চেপে গিয়েছে। সে চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে থাকা নোংরা, কঙ্কালসার চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়েছে। তার চোখে রক্ত জমল। অন্য শিশুগুলোর বুভুক্ষু চোখের দিকে তাকিয়ে আর সহ্য করতে পারল না। তার মেয়েটারও কি এই হাল করেছে হারামিটা? না এর চেয়েও খারাপ?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"মেয়েটা কাজ করতে পারছিল না! কী ট্রিটমেন্ট দিয়েছিস?" রাকা প্রচণ্ড রাগে, আক্রোশে একের পর এক ঘুষি মেরে যেতে থাকে লোকটাকে, "কী করেছিস? না খাইয়ে আধমরা করেছিস? হাত-পা থেঁতলে দিয়েছিস? একটু আগে একটা বাচ্চার হাত ভেঙেছিস? নিজের ছেলে-মেয়েদেরও এভাবেই হাত-পা ভাঙিস?" সে পিচ করে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল বাবুর মুখে, "এবার দ্যাখ শালা কেমন লাগে!"

বলতে বলতেই রাকা বাবু মণ্ডলের হাতের উপরে বুট চাপিয়ে দিয়েছে। বাবু সারাজীবন মেরে এসেছে। মার খেতে কেমন লাগে তার জানা ছিল না। বুনো শুয়োরের মতো চিৎকার করে উঠল সে। বিল্টুর মনে হল, ফটিকের চেয়েও বেশি চেঁচাচ্ছে বাবু।

"তোর গোটা আড্ডাটাই বরবাদ করে দেব শালা! সে পিছনদিকে ফিরেছে, "পাঁচু, বাচ্চাগুলোকে বাইরে নিয়ে যা। এটার ব্যবস্থা আমি করছি।"

পাঁচু পিছন থেকে স্তিমিত গলায় বলে, "একা দুশো ছয়টা হাড় ভাঙতে পারবি? না আমিও হাত লাগাব?"

রাকা হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। পাঁচু ঢোক গিলে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি। চটছিস কেন?"

স্তম্ভিত বাচ্চাগুলো তখনও সংবিৎ ফিরে পায়নি। বিল্টু দেখল সিড়িঙ্গে লোকটা এগিয়ে এসেছে। নরম গলায় বলল সে, "চলো সোনামণিরা। এখানে থেকে আর কাজ নেই।"

বাচ্চারা তবু দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিল্টু হুঁশ ফিরে পেয়ে কোনওমতে কোলের শিশুটিকে পাঁচুর কোলে দিয়ে দেয়। বাকিদের চোখে যে জিজ্ঞাসা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ভাষা পড়তে অসুবিধে হয় না পাঁচুর। বাবুর হাত থেকে মুক্তি পেলেই বা কী হবে? কোথায় যাবে ওরা? অধিকাংশ শিশুই জানে না তারা কোথা থেকে এসেছে। তাদের আদৌ কেউ আছে কি না। পুলিশের কাছে জমা দিলে ওদের ভাগ্যে এর চেয়েও বড় যন্ত্রণা নাচছে। পুলিশের সঙ্গে বাবু মণ্ডলের ভাল সেটিং। দু'দিন পরেই পুলিশ কাস্টডি থেকে ছাড়িয়ে নেবে বাবু। ফের বসিয়ে দেবে অন্য কোনও ট্রাফিক সিগন্যালে। সঙ্গে শাস্তি অবধারিত।

"কী হল?" বাবুর মুখের উপর জুতো চাপিয়ে বলল, "বললাম না বাইরে যেতে?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দুনুই প্রথম মুখ খুলল, "কোথায় যাব? আমাদের যাওয়ার জায়গা কই?"

"জায়গা আছে।" রাকা গম্ভীর গলায় জানাল, "পাঁচু, তুই ওদের সিসিও-তে নিয়ে যা। ওদের ডিরেক্টর সীতা রঙ্গনাথনকে খুলে সব বলবি। অফিসটা চিনিস তো? উনচল্লিশ পণ্ডিতিয়া প্লেস।"

পাঁচু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সিসিও অর্থাৎ চিলড্রেন কেয়ার অর্গানাইজেশন। ফুটপাথের শিশুদের জন্য ওরা প্রচুর কাজ করে। ওদের সংস্থা দরকার পড়লে চোরাই বাচ্চাদের বংশপরিচয় খুঁজেও বের করবে। সম্ভব হলে ফিরিয়ে দেবে পরিবারের কাছে। হয়তো শেষপর্যন্ত বাবা-মায়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পাবে হতভাগারা। যারা পাবে না, তারাও ভরপেট খাবার, শিক্ষা, সস্নেহ আশ্রয় এবং যত্ন পাবে। এত দিনে একটা সুস্থ জীবন পেতে চলেছে লক্ষ্মীছাড়ারা।

পাঁচু হাসতে হাসতেই চোখ মুছল, বিড়বিড় করে বলল, "সাবাশ রাকা!"

বিল্টু অবাক হয়ে লম্বা মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু আগেও সে কোলের শিশুটাকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করছিল। কে জানত সেই কাতর প্রার্থনা এইভাবে মঞ্জুর হবে! রাকার দিকে তাকিয়ে আপনমনে ভাবছিল সে, লোকটা কে? সান্তাক্লজ?

সেদিন বিকেলে এক বিখ্যাত নিউজ চ্যানেলের অফিসের ফোন বাজল। ব্যস্ত অফিসকে ক্রিং-ক্রিং করে আরও বেশি ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ফোনের একটানা শব্দ। তখন অন-এয়ার লাইভ নিউজ চলছে। এক ছোকরা সাংবাদিক তড়িঘড়ি ফোনটা রিসিভ করল, "হ্যালো, জবর খবর।"

ওপ্রান্ত থেকে একটা গমগমে স্বর ভেসে এল, "আপনাদের জন্য একটা ব্রেকিং নিউজ আছে। কাকে বলব?"

তরুণ সাংবাদিকটি বিশেষ পাত্তা দেয় না। এমন কতই উড়ো ফোন অ্যাটেন্ড করতে হয় ওদের। কেউ বলে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাকে ই-মেল করে ভারতবর্ষের গোপন কূটনৈতিক তথ্য জানতে চেয়েছেন। আবার কেউ বা বলে যে, সে ভয়ংকর এক আবিষ্কার করে বসে আছে, সকলে সেই ফর্মুলা চুরি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনই আরও একটি রোমহর্ষক খবরের প্রত্যাশা করে ছেলেটি লম্বা মুখ করে বলল,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"আমাকেই বলতে পারেন।"

গম্ভীর স্বর জানাল, "কিছুদিন আগেই বিশিষ্ট সমাজসেবী সুস্মিতা অধিকারীর বাড়ির সামনে শর্মিষ্ঠা নিয়োগী নামের একটি মেয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, মনে আছে কি?"

ছেলেটি এবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগেরই ঘটনা। এখনও পর্যন্ত সে কাণ্ডের রেশ কাটেনি। এই নিয়ে তাদের স্টুডিয়োতে লম্বা আলোচনাও হয়েছে। সে উত্তেজিত হয়ে বলে, "হ্যাঁ।"

"তা হলে নিশ্চয়ই একথাও মনে আছে যে মেয়েটি চাইল্ড ট্র্যাফিকিং-এর অভিযোগ এনেছিল সুস্মিতা অধিকারীর বিরুদ্ধে।"

রিপোর্টারটি এখন কর্ণময়, "হ্যাঁ।"

"হ্যালো?"

"ইয়েস। আয়্যাম অল ইয়ার্স। শুনছি। বলুন।"

"অভিযোগটা সত্যি।"

বুলেটের মতো কথাটা আছড়ে পড়ল। ছেলেটি ভেবে পায় না কী উত্তর দেবে। সে উত্তেজিত হয়ে বলে, "আপনি একটু লাইনটা ধরবেন? আমি প্রোগ্রাম প্রোডিউসারকে ডেকে আনছি।"

"দরকার নেই। যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন।" ওপ্রান্তের গম্ভীর গলা বলল, "সুস্মিতা অধিকারী যে চাইল্ড ট্র্যাফিকিং-এর সঙ্গে যুক্ত তার প্রমাণ রিসেপশনে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ট্র্যাফিক বিজনেসের অন্যতম চাঁই বাবু মণ্ডল। ওর একটা ছোট করে ইন্টারভিউ নিয়ে নিন। সব বুঝতে পারবেন।"

ছেলেটি সন্দিগ্ধ, "বাবু মণ্ডল সব বলবে কেন?"

"বলবে।" ওপ্রান্তের স্বর আত্মবিশ্বাসী, "কারণ বাবু মণ্ডলেরও পরিবার আছে। সন্ধে ছ'টার ব্রেকিং নিউজে এই খবর না গেলে ওর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। আপনাদের চ্যানেলের টিআরপি সবচেয়ে বেশি। আশা করি যথাসময়ে খবরটা দেখতে পাব।"

কী সাংঘাতিক কথা! রিপোর্টারটি ঘাবড়ে যায়। কোনওমতে বলল, "আপনি... আপনি কে?"

"হ্যাপি নিউ ইয়ার।"

ওপ্রান্তের লাইন কেটে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

॥ ৭ ॥

ঠিক সন্ধে ছ'টাতেই বোমাটা ফাটল। স্যাটেলাইটের সংকেতে প্রত্যেকের ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেল খবরটা। ড্রয়িংরুমে, বেডরুমে বসে মানুষ হাঁ করে গিলল সন্ধে ছ'টার বুলেটিন। বাবু মণ্ডলের ইন্টারভিউ মুহূর্তের মধ্যেই এই শীতেও গরম করে তুলল তিলোত্তমার প্রতিটি জনপদ। চায়ের দোকানের সর্বজ্ঞানীরা ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, "পুরো গট-আপ কেস। চ্যানেলের টিআরপি তোলার কারসাজি।" ছাপোষা মানুষেরা অবাক হয়ে বলল, "এমনও হয়?" মাতালরা বারবার চোখ রগড়ে বোঝার চেষ্টা করল যে ঠিক দেখছে কি না। মায়েরা শিউরে উঠে নিজের শিশুকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন যে, এমন ঘটনা তাঁর শিশুটির সঙ্গে ঘটেনি।

সুস্মিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ঘটল। তিনি আজ তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরেছেন। টিটোর দিনদুয়েক ধুম জ্বর। সে কিছুতেই মাকে ছাড়তে চাইছে না। মা তার কাছে আরামেরই আর-এক নাম। তাই সুস্মিতা তাকে ছেড়ে নড়তেও পারছেন না। যখন দুপুরে সে একটু ঘুমোয়, সেই ফাঁকেই টুক করে বেরিয়ে কাজকর্ম সেরে আসেন। যত ব্যস্তই থাকুক না কেন, ঠিক টিটোর ঘুম ভাঙার আগেই ফিরতে হবে। চোখ মেলে মাকে পাশে না দেখলে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে সে।

আজ যখন বাড়ি ফিরলেন তখনও টিটোর ঘুম ভাঙেনি। ম্যাগি এসে খবর দিল, "ম্যাম, টিটোবাবার জ্বর আরও বেড়েছে। এইমাত্র থার্মোমিটার দিয়ে দেখলাম। হান্ড্রেড অ্যান্ড টু ফারেনহাইট।"

সুস্মিতার মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে। জ্বরটা কমছে না কেন? টেম্পারেচার বারবার একশো থেকে একশো চার ফারেনহাইটে ওঠানামা করছে। কাল ডাক্তারকে ফোন করেছিলেন। ডাক্তার ঘোষ ওষুধও প্রেসক্রাইব করেছেন। তবু জ্বরটা পুরোপুরি নামছে না। তিনি কপালের রগ টিপে ধরলেন। আর-একবার ডাক্তার ঘোষকে ফোন করবেন? নাহ, তার চেয়ে বরং টিটোকে ওঁর ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

সুস্মিতা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "টিটো কি ঘুম থেকে উঠেছে?"

"না ম্যাম।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"তা হলে এক কাজ করো।" তিনি টিটোর ঘরের দিকে যেতে যেতে বলেন, "ওর জামাকাপড় রেডি করো। ড্রাইভারকে বলো গাড়ি বের করতে। ডাক্তার ঘোষের চেম্বারে যেতে হবে।"

"ওকে ম্যাম।"

"ওর জন্য টম্যাটো সুপ করেছ?"

"ইয়েস ম্যাম। জাস্ট এই হল।"

"নিয়ে এসো।" কথাটা শেষ করেই ঢুকে পড়লেন টিটোর ঘরে।

টিটো দুমড়ে-মুচড়ে শুয়েছিল বিছানায়। তার ফরসা মুখ জ্বরের প্রভাবে লালচে। বোধহয় গরম লাগছিল। তাই ব্ল্যাঙ্কেটটা গা থেকে ফেলে দিয়েছে। সুস্মিতা সযত্নে ঢেকে দিলেন টিটোকে। একেই জ্বর, তার উপর এই শীতে বুকে সর্দি বসে যেতে পারে। সাবধানের মার নেই।

মায়ের স্পর্শে টিটো চোখ মেলল। মাকে দেখে জ্বরক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটেছে। সে মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ গুঁজল। সুস্মিতা স্নিগ্ধ স্বরে ডাকেন, "টিটো, বাবা। ঘুম হয়েছে?"

টিটো অল্প অল্প মাথা নাড়ে। চিন্তিতভাবে তার কপালে হাত রাখেন সুস্মিতা। ছেলেটার গা পুড়ে যাচ্ছে যে! তাঁর ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। ম্যাগি কি ঠিক দেখেছে? একশো দুই জ্বর? এখন তো আরও বেশি মনে হচ্ছে।

"টিটো আজ বেড়াতে যাবে?"

বাচ্চা ছেলেটা মাথা নাড়ে। তার মুখে দুষ্টু হাসি বঙ্কিমভাবে ফুটে আছে অর্থাৎ, যাবে না। সুস্মিতা তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছেন, "কিন্তু টিটোকে ডাক্তার আঙ্কলের কাছে বেড়াতে যেতে হবে যে। টিটোর অসুখ করেছে না? ডাক্তার আঙ্কল টিটোর জিভ দেখবে, পেট টিপবে..." বলতে-বলতে তার পেট টিপে দিলেন। টিটো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

ম্যাগি ততক্ষণে সুপের বোল নিয়ে এসে হাজির হয়েছে, "ম্যাম?"

"হ্যাঁ, দাও।" সুপের বাটিটা নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন তিনি, "আর-একবার থার্মোমিটারটা দাও তো। জ্বরটা মনে হচ্ছে আরও বেড়েছে।"

"এখনই দেব?"

"না। খেয়ে নিক।" তিনি খানিকটা সুপ চামচে তুলে আঙুল ডুবিয়ে উষ্ণতা পরখ করলেন। একবার গরম সুপ খেতে গিয়ে টিটো জিভে ছেঁকা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

খেয়েছিল। বাবুর্চি সবসময় বুঝে উঠতে পারে না যে ঠিক কতটা গরম সুপ দেওয়া উচিত। ম্যাগি ঠিক পরখ করে নেয় না। তাই সবসময় তিনিই আঙুল সামান্য ডুবিয়ে দেখে নেন।

"ঠিক আছে।" সুস্মিতা ম্যাগির দিকে ইতিবাচক ভঙ্গিতে তাকান, "তুমি টিটোর জামাকাপড় বের করো। আমি ওকে খাইয়ে দিই।"

ম্যাগি মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। তিনি চামচে খানিকটা সুপ তুলে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করছেন। টিটো এর মধ্যেই মুখ ফুলিয়েছে। সে সুপ খেতে চায় না। বিশেষ করে জ্বরের মুখে আরও গাঁইগুঁই করে। কিন্তু উপায় নেই। ও মশলাদার খাবার হজম করতে পারে না। ওর লিভার দুর্বল। বেশ কয়েকবার লিভার ইনফেকশনও হয়েছে। তাই যথাসম্ভব তেলমশলা ছাড়া খাবার খাওয়াতে হয়।

"টিটো অমন করে না সোনা।" তিনি চামচটা টিটোর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, "এখন এটা খেয়ে নাও। রাতে তোমার জন্য খিচুড়ি করে দেব। কাল যেমন করেছিলাম, ঠিক তেমন খিচুড়ি খাবে তুমি। খাবে না?"

টিটো মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ, খাবে।

"তবে মামমামের সঙ্গে দুষ্টুমি কোরো না। বি আ গুড বয়।"

খিচুড়ির লোভেই কিনা কে জানে, টিটো আর আপত্তি করল না। চুপচাপ পুরো সুপটাই খেয়ে নিল। সুস্মিতা সস্নেহে তার মুখ মুছিয়ে দিয়েছেন, "এই তো। সোনা ছেলে।"

ঠিক তখনই তাঁর মোবাইল বেজে উঠল। তিনি বিরক্ত হলেন। এখন আবার কে ফোন করেছে? সকলেই জানে টিটো অসুস্থ। পইপই করে বলে দিয়েছেন যে, এখন কিছুদিন অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ তাঁকে যেন ফোন না করে।

সুস্মিতা ফোনটা কেটে দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নামটা দেখেই থমকে গেলেন। তার সেক্রেটারি রুনা ফোন করছে। কী হল আবার?

"হ্যালো?"

ওপ্রান্তে রুনা উত্তেজিত, "ম্যাম? আপনি কোথায়?"

"বাড়িতে।" বিস্মিত হয়ে বলেন তিনি, "কেন?"

"ম্যাম, আজ জবর খবরের ছ'টার বুলেটিনটা দেখেছেন?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুস্মিতার মুখে বিস্ময় এবং চিন্তা, দুটোই যুগপৎ ছাপ ফেলে গেল। হঠাৎ ছ'টার বুলেটিনটা দেখতে বলছে কেন রুনা? কিন্তু কর্মচারীদের সামনে তিনি বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করেন না। তাই শান্ত গলায় বললেন, "না, দেখিনি। রিপিট টেলিকাস্ট কখন?"

"এখনই দেখুন ম্যাডাম। প্রতি ঘণ্টায় খবরটা রিপিট করছে।"

"ওকে।"

ম্যাগিকে ইশারায় টিটোকে রেডি করতে বলে ড্রয়িংরুমে চলে এলেন সুস্মিতা। সোফায় গা এলিয়ে বসেছিলেন। এবার তড়িদাহতের মতো আচমকা সোজা হয়ে বসলেন। বাবু মণ্ডল 'জবর খবর'-এর স্টুডিয়োতে কী করছে? শ্বাসরুদ্ধ করে ইন্টারভিউয়ের প্রতিটা কথা শুনছিলেন। তরুণ উপস্থাপক তখন প্রশ্ন করছে, "তবে শর্মিষ্ঠা নিয়োগী যে চাইল্ড ট্র্যাফিকিং-এর অভিযোগ এনেছিলেন, তা সত্যি?"

বাবু মণ্ডলের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ওর মুখে কালশিটেও লক্ষ করলেন সুস্মিতা। কপাল, মুখ ফুলে গিয়েছে। কোনওমতে বলল, "হ্যাঁ। সত্যি।"

"তার মানে ওঁর মেয়েকে সত্যিই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।" বাবু মণ্ডল একটু থেমে জানায়, "আমিই বিজনেসের জন্য কিনেছিলাম।"

"কীসের বিজনেস আপনার?"

সে নিরুত্তর। অসহায়ভাবে উপস্থাপকের দিকে তাকিয়ে আছে। উত্তর দিলে এর পর রাস্তাতেই গণধোলাই খেয়ে মরে যাবে। উত্তর না দিলে তার নিজের ছেলে-মেয়েও হয়তো অন্য কারও আন্ডারে, অন্য কোনও ট্র্যাফিক সিগন্যালে বসে ভিক্ষে করবে। রাকা স্পষ্ট ভাষায় তাকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে গিয়েছে। আঙুল তুলে বলেছে, "সব কথা সত্যি বলবি। নয়তো তোর নিজের পিল্লাদের ফুটপাথে বসিয়েই ছাড়ব, গ্যারান্টি দিয়ে গেলাম।"

"কীসের বিজনেস আপনার?" উপস্থাপক প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করল, "চাইল্ড ট্র্যাফিকিং-এর?"

বাবু বুকে মুখ গুঁজে উত্তর দেয়, "হুঁ।"

"মুখ লুকোচ্ছেন কেন? দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলুন।" তরুণ সাংবাদিক বলে, "দর্শকরা জানতে চাইছেন, এগজ্যাক্টলি কী জাতীয় বিজনেস আপনার?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"আমি ট্রাফিক সিগন্যালে বাচ্চাদের খাটাই।" বাবু চোখ তুলতে পারছে না। কোনওমতে ধরা গলায় জানাল, "এইটুকুই।"

"তার মানে বিজনেস অফ ইনোসেন্স। খাটানোর জন্য শিশু শ্রমিক পান কোথা থেকে?"

"কেনা যায়। টাকার বদলে কিছু কিছু অনাথ আশ্রম মাল ডেলিভারি দেয়।"

"কোন অনাথ আশ্রম টাকার বদলে শিশু শ্রমিক দেয় আপনাকে?"

আর সহ্য করতে পারলেন না সুস্মিতা। টিভিটা অফ করে দিলেন। একটা জোর ধাক্কা অনুভব করছেন তিনি। মনে হচ্ছে, কেউ যেন প্রকাশ্যে তাঁর শাড়ি টেনে খুলছে। বজ্রাহতের মতো বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন। বাবু মণ্ডল উত্তরে কী বলবে তা বুঝতেই পেরেছেন। রুনা এমনি এমনি তাঁকে খবরটা দেখতে বলেনি। কিন্তু কেন? বাবু মণ্ডল এমন বিশ্বাসঘাতকতা কেন করল? এতদিনের পুরনো কাস্টমার সে। সুস্মিতা ভাবনায় পড়লেন। বাবু স্বেচ্ছায় বলেনি নিশ্চয়ই। সে এতখানি বিবেকবান মানুষ নয় যে, বিবেকের তাড়নায় নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারবে। তবে?

অস্থির আঙুলে সুস্মিতা মোবাইলে রাকার নম্বর ডায়াল করছেন। বেশ কয়েকদিন ধরেই ছেলেটার পাত্তা নেই। বাবু মণ্ডলের খবরটা জানে কি না কে জানে! এমন বিশ্বাসঘাতকতা! বাবুর উপরে মনে মনে জ্বলছেন তিনি। রাকাকে জানাতেই হবে।

কিন্তু রাকাকে ফোনে পাওয়া গেল না। যতবার চেষ্টা করলেন ওপ্রান্ত থেকে একটাই বার্তা ভেসে এল, "এই নম্বরের অস্তিত্ব নেই।" কী করবেন বুঝতে না পেরে মোবাইলটা প্রায় ছুড়ে ফেলতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই ফোনটা ফের বেজে উঠেছে। তিনি নম্বরটা দেখলেন। অচেনা নম্বর।

"হ্যালো?"

"ম্যাডাম, আমি নাথু বলছি।"

সুস্মিতার কপালে ভাঁজ পড়ল। নামটা চিনতে পারেননি। নাথু আবার কে? কখনও কোথাও দেখা হয়েছিল কি? চাঁদাটাদার ব্যাপার? তিনি বিরক্ত হয়েই বলেন, "দেখুন ভাই, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।"

সুস্মিতার কথা শেষ হওয়ার আগেই নাথু বলল, "আমি বাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুস্মিতা মুহূর্তের মধ্যে সোজা হয়ে বসলেন, "হ্যাঁ?"

"ম্যাডাম, আজ সকালে..."

আজ সকালে যা-যা ঘটেছে সব এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেল নাথু। শুনতে শুনতে মুখ ক্রমশ শক্ত হয়ে ওঠে সুস্মিতার। রাকা! শেষপর্যন্ত রাকা! কেন? সব বৃত্তান্ত মন দিয়ে শুনলেন তিনি। শেষপর্যন্ত ফোনটা রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ বাকশক্তিরহিত হয়ে রইলেন। রাকা! রাকা এমন করল কেন? কী সম্পর্ক তার ওই বাচ্চাটার সঙ্গে? কেন বুকপকেটে ওই বাচ্চা মেয়েটার ফোটো নিয়ে ঘুরছে সে!

সুস্মিতা উঠে দাঁড়ালেন। তড়িৎগতিতে গোলাপি ফাইলটা নিয়ে এসেছেন। এই ফাইলটাই সেদিন ঝুঁকে পড়ে দেখছিল রাকা। সেদিন তাকে কী ভীষণ ঠান্ডা মনে হয়েছিল! মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যটা স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠল। রাকার পাংশু মুখ, হাতের পাতার কম্পন। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। সেদিন কারণটা বুঝতে পারেননি সুস্মিতা। কিন্তু আজ শর্মিষ্ঠা নিয়োগীর কেস হিস্ট্রি পুরোপুরি পড়তেই সব দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। শর্মিষ্ঠা নিয়োগীর স্বামীর নাম রাকেশ নিয়োগী। বাদবাকিটা দুয়ে-দুয়ে চার করে নিতে অসুবিধে হল না। তার মানে নিখোঁজ মেয়েটা রাকার মেয়ে!

তিনি কঠিন মুখে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর আর-একটা ফোন নম্বর ডায়াল করলেন। ওপ্রান্তে কেউ ফোনটা ধরল।

"হ্যালো, বিশু?" মধুক্ষরা গলায় বললেন সুস্মিতা, "আজ রাতে তুই কী করছিস? রাতে একটু আসতে পারবি? জরুরি দরকার আছে।"

রাকেশ নিয়োগীর জন্য সহানুভূতি আছে তার। কিন্তু সে বোড়ের চালেই রানিকে মাত করতে চায়। ওকে কি আর বাঁচতে দেওয়া উচিত?

॥ ৮ ॥

বাবু মণ্ডলের বিস্ফোরক ইন্টারভিউ-এর আঁচ কলকাতাকে সরগরম করে তুলল। বাবু অবশ্য নিউজ স্টুডিয়ো থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার হয়েছে। উত্তেজিত জনতা তার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল চ্যানেলের অফিসের সামনে। বাবুর বেরোনোর অপেক্ষায় ছিল। ওর কপালে গণধোলাই নাচছিল।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কিন্তু তার আগেই পুলিশ পৌঁছে গিয়ে বাবুকে প্রায় উদ্ধার করে এনেছে। জনগণ খেপে গিয়ে পুলিশের উপরই হামলা চালায়। দাবি, বাবু মণ্ডলকে জনতার হাতে তুলে দিতে হবে। ফলস্বরূপ পুলিশ বনাম জনতা একচোট মারদাঙ্গা হল। ক্রুদ্ধ মানুষের ছোড়া আধলা ইটে বাবু মণ্ডলের মাথা ফাটল। শেষপর্যন্ত অবশ্য লাঠিচার্জ আর টিয়ার গ্যাসের যুগপৎ আক্রমণে মারমুখী জনতা ছত্রভঙ্গ হল।

আন্নাকালী এসবের কিছুই জানত না। সে তখন চারপাই-এর উপরে বসে সুপারি কাটছিল। সকাল হোক বা সন্ধে, সবসময়ই সে সুপারি কেটে চলেছে। দুই গালে মস্ত মস্ত দোক্তা পানের খিলি পুরে বসে থাকে। যখন কথা বলে তখন কথা কম, আর সুপারির কুচি বেশি ছিটকে পড়ে। ডানহাতের তর্জনী সবসময়ই নস্যি ও খয়েরের দৌলতে খয়েরি। তার চেহারার চটক আছে। সে নিজের চেহারার যত্ন নেয়। তবে ওসব বিউটি পার্লারের উপর বিশ্বাস নেই। সে নিজেই নিজের বিউটিশিয়ান।

সন্ধেবেলা সে খাটিয়ার উপর আয়েশ করে বসে তার পুরুষসঙ্গীদের সঙ্গে রসের কথা বলছিল। হাতদুটো বাধ্য যন্ত্রের মতো নির্বিঘ্নে আপনমনেই সুপারি কাটছে। রুক্মিণী তার মাথার চুলে বিলি কেটে চুলের গোড়ায় তেল লাগাচ্ছিল। সপ্তাহে দুদিন সে হট অয়েল থেরাপি নেয়। নারকেল তেল বা বাজারি কোনও তেল নয়। এ তেল তার নিজস্ব আবিষ্কার। ঈষদুষ্ণ সরষের তেলের সঙ্গে আমলকীর নির্যাস মিশিয়ে তৈরি। যখন এই তেল মাথায় মেখে সে বেরোয়, তখন মনে হয় আপাদমস্তক আমলকীর আচার মেখে চলেছে কেউ। একটা রাত সেই অসহ্য তেলের গন্ধ সহ্য করে আন্নাকালী। পরদিন শ্যাম্পু করে নেয়।

রুক্মিণীর গন্ধটা অসহ্য লাগে। কিন্তু উপায় নেই। আন্নাকালী মুখ থেকে যা খসাবে তাই করতে হবে। না করলে তার ভীম-ভবানী সাঙ্গোপাঙ্গরা ছেড়ে কথা বলবে না। তবে বেশি কিছু করবে না। কারণ রুক্মিণী ওদের কাছে সোনার ডিম পাড়া মুরগি। রুক্মিণী এবং আরও দুজন 'সুইট সিক্সটিন' এখন ওদের জ্যাকপট। বাবুর কাছ থেকে কিছুদিন আগেই নগদ দেড় লাখে তাকে কিনেছে আন্না। তিন লাখে বিক্রি করবে হরিয়ানায়। সেখানকার এক বুড়ো জমিদারের যৌনদাসী চাই। অর্থাৎ সে বাড়ির কাজকর্মও করবে আর তার সঙ্গে কর্তার রক্ষিতার কাজও করবে। বুড়ো জমিদারটির পয়সার অভাব নেই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

স্ত্রীরও অভাব নেই। গোটা তিনেক বৈধ এবং অগুনতি অবৈধ স্ত্রী আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বংশের পিলসুজটির জন্ম দিতে পারেনি। সেক্ষেত্রে ষোলো বছরের অক্ষতযোনি মেয়ে পাওয়া মানে একেবারে অনাঘ্রাত উর্বর জমি। বীজ ফেললেই ফসল লকলকিয়ে উঠবে।

এসব ক্ষেত্রে অবশ্য যৌনদাসীদের সারাজীবন বইতে হয় না। একবার ভোগের সুখ মিটে গেলে, কিংবা সন্তানলাভের পরই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার বিক্রেতার হাতে। কিংবা আধা দামে বিক্রি করে দেওয়া হয় অন্য দালালের কাছে। অনেকটা জমি লিজ নেওয়ার মতোই। রুক্মিণী শুনেছে যে, তাদের তিনবছরের জন্য যৌনদাসী হিসেবে ভাড়া খাটানো হবে। বছর পিছু এক লাখ টাকা। আর যদি পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারে, তবে আরও একলাখ টাকা পুরস্কার।

এমনই একটি মেয়ে কিছুদিন আগেই ফিরে এসেছে আন্নাকালীর ডেরায়। পনেরো বছর বয়সে রাজস্থানে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে খাটতে গিয়েছিল। এখন অষ্টাদশী। প্রায় ছ'লাখ টাকা লাভ করিয়েছে সে আন্নাকালীকে। একটা নয়, একজোড়া যমজ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখন সে আন্নার নয়নমণি।

মেয়েটার নাম সুহাসি। আসল নাম নয়। আন্না আদর করে নাম দিয়েছে। কিন্তু রুক্মিণী লক্ষ করেছে আন্নার অত আদর, আহ্লাদের ঘটা সত্ত্বেও সুহাসি ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। জোড়া ছেলের জন্ম দেওয়া তো কম ধকলের কাজ নয়। আন্না তার যত্ন যথেষ্টই নেয়। নিয়ম করে ডাক্তার দেখায়। ভাল খাওয়ায়, মাখায়। তবু সুহাসির দিকে তাকালেই রুক্মিণীর মনে হয় কালো রঙের বিষণ্ণতার ছায়া তাকে ঘিরে আছে। মাঝেমধ্যেই তার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। তখন কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে থাকে মেয়েটা। মাঝরাতে উঠে বসে পাগলের মতো কাঁদে। রুক্মিণীর খারাপ লাগে। চোখের সামনে ক্রমশই শুকিয়ে যাচ্ছে সুহাসি। অথচ চিকিৎসার কোনও ত্রুটি নেই।

গতকাল শেষরাতে আচমকা কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রুক্মিণীর। ভোর রাতের আবছা অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল সুহাসি। তার পিঠছাপানো চুল এলোমেলো হয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছে। রুক্মিণী পরম মমতায় তার কাঁধে হাত রাখতেই কান্নার বেগ বাড়ল।

মমতাভরা কণ্ঠে ডাকল রুক্মিণী, "সুহাসিদিদি?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুহাসি জলভরা চোখদুটো তুলে তাকিয়েছে। চমকে উঠেছিল রুক্মিণী। এ কে? এ তো কোনও অষ্টাদশীর চোখ নয়! এ চোখ বুঝি কয়েক আলোকবর্ষ পেরিয়ে এসেছে। জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা সেই দৃষ্টিতে। আপনমনেই ফিসফিস করে বলল, "ও ছেলেদুটো যে আমার ছিল! আমার ছিল না? অ্যাঁ?"

সে স্খলিত গলায় ফের বলল, "সুহাসিদিদি!"

"জানিস..." সুহাসি যেন তখনও একটা ঘোরের মধ্যে কথা বলছে, "যখন ছেলেদুটো জন্মাল, কতটুকু ছিল! এইটুকু!" সে হাত দিয়ে দেখায়, "না! আরও ছোট। আমি ভয় পেয়েছিলাম। ওইটুকু দুটো প্রাণী। একেবারে চড়ুইপাখির ছানার মতো। ভেবেছিলাম বাঁচবে তো!"

রুক্মিণী আলতো করে সুহাসির মাথায় হাত রাখে। সে তখনও বলে চলেছে, "আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। লাল টুকটুকে হাত-পা! কত ছোট ছোট! পা দুটো আমার হাতের তেলোর উপর তুলে দিয়ে কী সুন্দর ফোকলা হাসি হাসত! আমি ভয় পেতাম। কিন্তু ওরা একটুও ভয় পেত না। আমার বুকে মুখ গুঁজে আরামে ঘুমোত। ন'মাস ওদের পেটে ধরেছিলাম। ওরা কি বুঝত আমি ওদের মা?"

বলতে বলতেই আপনমনে হাসল সুহাসি, "নিশ্চয়ই বুঝত, না রে? ন'মাস এই পেটটার মধ্যেই তো ছিল। একবছর বুকের দুধ খাইয়েই তো বড় করেছি। কখনও-কখনও খুব আদর করে ডাকত, আম্মা... মা, আম্মা!" বলতে বলতেই সে থেমে গিয়েছে। রুক্মিণী দেখল ওর মুখের হাসির ভাঁজগুলো আস্তে আস্তে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখ যে এত তাড়াতাড়ি বিষণ্ণ হয়ে যেতে পারে তা বোধহয় চোখের সামনে না দেখলে বিশ্বাস করত না সে। কান্নাজড়ানো গলায় বলল, "ওরা আর আমায় চিনতে পারবে না। আর কখনও মা বলে ডাকবে না। কেউ ওদের বলবে না কে ওদের আসল মা ছিল। ওই ঘোমটা দেওয়া, জড়োয়া গয়নায় মোড়া মহিলাকেই মা বলে ডাকবে। আমায় চিনবে না। যদি কোনওদিন দেখা হয়, ভাববে একটা দু'-পয়সার চাকরানি।"

কথাগুলো বলতে বলতেই গলা কাঁপছিল। এবার ভিতর থেকে একটা কান্না দুমড়ে-মুচড়ে এসে কথাগুলোকে বিকৃত করে দিল, "ওরা যমজ ছেলে পেল, আন্না টাকা পেল। আমি কী পেলাম? যে লোকটা আমায় জানোয়ারের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মতো প্রতিরাতে ছিঁড়ে খেল, সে ভালবাসল না। যে পরিবারের জন্য খেটে মরলাম, তারা পায়ের তলায় রাখল। যে ছেলেদের জন্ম দিলাম, তারা আমায় চিনল না। আমি কী পেলাম... কী পেলাম রে?"

রুক্মিণী অসহায়ের মতো তার মাথায় হাত বোলাতে থাকে। আন্না আবার তিন-চার মাসের মধ্যেই সুহাসিকে গুজরাতে পাঠাবে। সুহাসির রেট এখন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তার রেকর্ড ভাল। এর মধ্যেই একজোড়া পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে সে। অতএব পুত্রসন্তান আকাঙ্খীদের কাছে সুহাসি লোভনীয় বস্তু। তার রেটের সঙ্গে যন্ত্রণাও দ্বিগুণ বাড়বে। যথারীতি সেই একই বিড়ম্বনার পুনরাবৃত্তি। একটা লোক প্রতিরাতে এসে বীর্যপাত করে যাবে সুহাসির জরায়ুতে। তার বাড়িতে সারাদিন চাকরানির মতো খেটে রাতের বেলায় ক্লান্ত দেহে পুরুষটির কামোন্মাদনা চুপ করে সহ্য করতে হবে। এর পর গর্ভবতী হলে দেহের রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে তুলতে হবে সেই পরিবারের সন্তানকে। শেষপর্যন্ত নাড়ি ছেঁড়া ধনকে অন্যের হাতে সমর্পণ করে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হবে। পুরুষ অন্যের, সন্তান অন্যের, নিজের প্রাপ্তির ঘর বেবাক ফাঁকা। তবু বাঁচতে হবে সুহাসিকে। এটাই ওদের জীবন।

রুক্মিণী জানে তারও একই অবস্থা হতে চলেছে। হরিয়ানার জমিদার বাড়িতে সুহাসির মতোই বিকিয়ে যাবে তার দেহ, মন। কিন্তু তা নিয়ে তার ভয় নেই। গত ষোলো বছর ধরে যা দেখে আসছে বা সহ্য করে আসছে, তার চেয়ে খারাপ কী হবে? অল্প বয়সে বাবু মণ্ডলের ডেরায় কীভাবে এসে পড়ল তা সে নিজেও জানে না। শৈশব কাকে বলে তাও জানা নেই। জানার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। যখন তার বয়সি অন্যান্য মেয়েরা ঝুঁটি দুলিয়ে স্কুলে যায়, তখন সে ট্রাফিকে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াচ্ছিল। আধপেটা খেয়ে, বাবু মণ্ডলের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে কোনওমতে বেঁচে থাকতে থাকতে কবে যে শৈশব হারিয়ে ফেলেছে খেয়ালই নেই। যে সারাজীবন নরকেই বাস করে গিয়েছে, কোনও পরিস্থিতিই তাকে নতুন করে ভয় দেখাতে পারে না।

"মর মাগি!" আন্নার ধমকে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল রুক্মিণীর। আসলে অন্যমনস্ক হওয়ার ফলে তার আঙুলের নড়াচড়া থেমে গিয়েছে। আন্নাকালী বিরক্ত হয়ে দাঁত খিঁচোয়, "আঙুলে বাত হয়েছে নাকি তোর? একটু তেল মাখাতে বললাম, শালি তাতেই এত বাবুয়ানি! এসব নখরা আন্নার সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চলে, জমিদারের সঙ্গে চলবে না। বেশি তেড়িবেড়ি করবি তো চাবকে লম্বা করে দেবে। বুঝেছিস?"

রুক্মিণী তটস্থ হয়ে ফের তেল লাগানোর কাজে মন দেয়। আন্নাকালী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মোবাইল বেজে উঠেছে। সে একটু বিরক্ত হয়ে পানের খিলিটাকে অন্য গালে নিয়ে ফোন ধরল। প্রায় চিল-চিৎকার করেই বলল, "হ্যালো!"

আন্নার কথা বলার ভঙ্গি এমনই। মাঝেমধ্যে রুক্মিণীর মনে হয় ওর মোবাইল ফোন না হলেও চলে। মোটামুটি এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেই গোটা কলকাতা ওর কথা শুনতে পাবে। কণ্ঠে বজ্র লজ্জাহত!

"কী হ-য়ে-ছে?" আন্না চিৎকার করেই জানতে চায়, "ফেটে গিয়েছে? মরেছে? না বেঁচে আছে?"

বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল রুক্মিণীর। আবার? আবার সেই একই ঘটনা! এই কিছু দিন আগেই একটা ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে সে। আবার দেখতে হবে?

আন্নাকালীর কাছে এসব নতুন কিছু নয়। তার বাজির ফ্যাক্টরিতে প্রায়ই এসব ঘটে থাকে। ছোট ছোট দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে সেখানে কাজ করে। এখন তো বাঙালি সব কাজেই বাজি ফাটায়। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো তো আছেই। ক্রিসমাস, নিউইয়ার, বার্থ-ডে এমনকী বিয়েতেও আজকাল বাজি-পটকা ফাটানোর রেওয়াজ হয়েছে। ক্রিকেটে ভারত জিতলে বাজি ফাটে। ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান জিতলেও আতসবাজি, হাউইয়ের ফররা ছোটে। তাই বাজি পটকার বাজারে চাহিদার রেখা সবসময়ই ঊর্ধ্বে।

অগত্যা ঠিকা লোকের পাশাপাশি কিছু সবসময়ের শ্রমিক লাগে। এক্ষেত্রে অনাথ বাচ্চাদের চেয়ে উপযুক্ত শ্রমিক আর কে হতে পারে? প্রতি মাসে বেতন দেওয়ার ঝামেলা নেই। ফ্যাক্টরির ভিতরে বাজির বারুদ-মশলা মজুত রাখার বদ্ধ ঘরে গাদাগাদি করে থাকে বাচ্চাগুলো। সকালে রুটি আর চা পেলেই বর্তে যায়। আর দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের বন্দোবস্ত করলেই হল। শিশুদের নিজস্ব চাহিদা খুব কম। সূর্যালোকের মুখ তারা দেখে না। কারণ বেশির ভাগ শিশু-কর্মীর বয়সই চোদ্দোর নীচে। কেউ দেখলে থানায় রিপোর্ট করতে পারে। তাই একটা জানালাবিহীন ঘরে রাত দিন এক করে বাজি-পটকা বেঁধে চলেছে তারা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এর মধ্যেই কখনও কখনও দুর্ঘটনাও ঘটে যায়। শিশুর হাতে বারুদ থাকলে যা হয় আর কী। দুর্ঘটনা অনিবার্য। এর আগে বাজি বাঁধতে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আপাদমস্তক পুড়ে গিয়েছিল দু'জন। আন্না ওদের ডাক্তার দেখায়নি। কারণ ডাক্তার দেখাতে গেলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাদের আন্নার ডেরাতেই দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রথমজন একদিন বাদেই মারা যায়। চরম যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে শেষপর্যন্ত বন্ধ ঘরেই শেষ নিশ্বাস ফেলে সে। আর-একজন দিন তিনেক টিকে ছিল। বন্ধ দরজার ওপ্রান্ত থেকে তার অসহায় কান্না, গোঙানি শুনতে পেত রুক্মিণী। বছর দশেকের ছোট্ট মানুষটার শেষ সময়ে প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। জ্বরের ঘোরে সে ভুলভাল বকত। ডাকত, "মা! ও মা! জল দে! মা গো!"

রুক্মিণীর বুক ফেটে যায় সেই করুণ ডাকে। কিন্তু আর কারও কোনও তাপ-উত্তাপ ছিল না। আন্না যথারীতি শুনেও না শোনার ভান করছে। বাকিরা তো পাত্তাই দিচ্ছে না। শেষপর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে একদিন রাতে সকলের চোখ এড়িয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে সে।

আপাদমস্তক পোড়া ছোট্ট দেহ হি-হি করে কাঁপছিল। গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে। ঠোঁটের কষ বেয়ে পড়ছে কফ। রুক্মিণী একঝলক দেখেই বুঝেছিল, এ বাচ্চাটাও অসময়েই যাবে। শেষ মুহূর্তের আর বিশেষ দেরি নেই।

"মা গো, জল দে মা!" ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল সে, "জল!"

রুক্মিণী জলের বোতল আর চামচ সঙ্গে এনেছিল। সস্নেহে শিশুটির তৃষ্ণার্ত শুকনো মুখে চামচে করে জল ঢেলে দিল সে। অতিকষ্টে ঢোঁক গিলল শিশুটি। খানিকটা জল খেতে পারল। খানিকটা কষ বেয়ে পড়ে গেল। অনেক কষ্ট করে ঘোলাটে চোখদুটো মেলে সে বলল, "মা! এসেছিস?"

রুক্মিণীর চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। গলার স্বর বুজে এসেছে। তবু বলল, "এসেছি সোনা।"

"আমাকে তোর সঙ্গে নে যাবি? মা?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"খুব শীত করছে মা!" বাচ্চাটা কাঁপছে। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর।

"আর করবে না বাবু।" রুক্মিণী তার উষ্ণ বুকে তুলে নিল মৃত্যুপথযাত্রী

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

শিশুটিকে। দেহের উষ্ণতা ওকে দিতে দিতে নিশ্চুপে প্রার্থনা করতে লাগল, "আর ওকে কষ্ট দিয়ো না ঠাকুর। এবার ওকে নাও। আর কষ্ট দিয়ো না।"

ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। ভোররাতের দিকে তিনবার হেঁচকি তুলে স্থির হয়ে গেল ছোট্ট দেহটা। আর জল চাইল না। আর শোনা গেল না গোঙানি। তার সব কষ্টের নিদান দিয়ে গেল মৃত্যু।

রুক্মিণীর বুকের মধ্যে ফের সেই কষ্টটাই ফিরে এল। আবার! আবার সেই একই ঘটনা? আবার একটা বাচ্চা ধুঁকতে ধুঁকতে মরবে! এর কি কোনও শেষ নেই ঈশ্বর?

॥ ৯ ॥

বিল্টু খুব তৃপ্তি করে মাছ-ভাত খাচ্ছিল। তার খাওয়া দেখলে বোঝা যায় যে, বহু দিন এমন ভোজের খাওয়া তার কপালে জোটেনি। বাবু মণ্ডল তো দুটো রুটি আর জলের মতো ডালই খোরাকি বরাদ্দ করে রেখেছিল। মাছের গন্ধ কখনও পায়নি ও। তাই যখন তার সান্তাক্লজ় জানতে চাইল, "কী খাবি?" তখন সে এককথায় বলে উঠল, "মাছ-ভাত!"

মজার কথা, ওরা দু'জনে তখন বসেছিল একটা এসি রেস্তরাঁয়। বাচ্চা ছেলেটির দাবি শুনে সান্তাক্লজ় অবাক হয়ে বলল, "মাছ-ভাত! এখানে কি মাছ-ভাত পাওয়া যায় নাকি? ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন খাবি? বিরিয়ানি?"

বিল্টু মাথা নেড়ে বলল, "না। আমি মাছ-ভাতই খাব।"

অগত্যা! এসি রেস্তরাঁর মায়া ছেড়ে উঠে বসতে হল একটা ভাতের হোটেলে। মাছের ঝোলের সুগন্ধে বিল্টুর মুখে লালা জমেছিল। আহ, কী সুন্দর গন্ধ! গরম ভাতের এমন প্রাণকাড়া গন্ধ হয়! আজ পর্যন্ত কখনও সে গরম ভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল খায়নি। দুনু বলেছিল, খেতে নাকি খুব ভাল। বড় বড় মাছের পেটির স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে নাকি কখনও ভুলবে না। বিল্টু বুভুক্ষু চোখে আশেপাশে যারা খাচ্ছে, তাদের প্লেটগুলো মাপছিল। আইব্বাস! কত বড় বড় মাছ! ধোঁয়াওঠা ভাতের সঙ্গে সোনালি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রঙের মাছের ঝোল। এমন একটা প্লেট কি বিল্টুর জন্যও আসবে? ভেবেই আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করেছিল তার।

সান্তাক্লজ তার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল, "তুই মাছ-ভাতই খাবি? মাংস-ভাতও আছে কিন্তু।"

"আমি মাছ-ভাতই খাব।"

শেষপর্যন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল তার চির-আকাঙ্ক্ষিত মাছ ভাত। ভাতের প্লেট দেখে বিল্টুর চক্ষু ছানাবড়া। ওরে বাবা! শুধু মাছের ঝোল নয়, ডালও দিয়েছে। সঙ্গে কুড়কুড়ে আলুভাজা আর বাঁধাকপির তরকারি। এতখানি সে তার চরমতম সুখস্বপ্নেও দেখেনি।

তারপর থেকেই কোনও কথা না বলে খাওয়ায় মন দিয়েছে বিল্টু। কয়েক প্লেট ভাত তো শুধু ডাল দিয়েই খেয়ে ফেলল। তার সঙ্গে গোটা চারেক মাছের প্লেট সাফা হয়ে গেল দেখতে দেখতেই। সান্তাক্লজ বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। তার বোধহয় কোথাও যাওয়ার তাড়া আছে। বেচারি বারবার অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখছে। এদিকে বিল্টুর খাওয়া আর শেষই হয় না! সে মাছের কাঁটাগুলো পর্যন্ত মহাতৃপ্তিতে চুষে যাচ্ছে।

"ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছিস নাকি?" বিরক্ত হয়ে সান্তাক্লজ বলল, "খাওয়া তো নয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা!"

সান্তাক্লজের কথা অর্ধেক সময়ই ঠিক বুঝতে পারে না বিল্টু। লোকটাকেও বুঝে ওঠা মুশকিল তার পক্ষে। রুক্মিণীদি বলেছিল, "সান্তাক্লজ ভারী মজার মানুষ। একগাল সাদা গোঁফ-দাড়ি নিয়ে সবসময়ই নাকি মহানন্দে 'হা-হা, হো-হো' করে হাসে। কিন্তু বিল্টু দেখছে সান্তাক্লজ মোটেই অমন নয়! এ সান্তা বুড়ো নয়, জোয়ান। গোঁফ আছে, দাড়ি নেই। তার কপালে একটা রাগী সান্তা জুটেছে। সবসময়ই রেগে থাকে। তবে কয়েকঘণ্টা ধরে ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বুঝেছে, একটু বদমেজাজি হলেও মানুষটা মোটের উপর খারাপ নয়।

যখন বাবু মণ্ডলের ব্যাবসার বারোটা বাজিয়ে, বাবুকে নিউজ চ্যানেলের রিসেপশনে ফেলে দিয়ে এল মানুষটা, তখন থেকেই তার সঙ্গে লেপটে আছে বিল্টু। গন্ডগোলের ফাঁকেই সে তার জামাকাপড় আর টাকার পুঁটুলিটা সরিয়ে নিয়েছে। পাঁচু নামের লোকটা আর-একটু হলেই তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিল্টু তার নজর এড়িয়ে সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়। একটু দূরে লুকিয়ে থেকে সে সান্তাক্লজের জন্য অপেক্ষা করছিল। লোকটা প্রথমে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

খেয়াল করেনি যে বাচ্চা ছেলেটা একটা পুঁটুলি ঘাড়ে করে তার পিছন পিছন আসছে। যখন ঘটনাটা চোখে পড়ল, তখন প্রায় তেড়ে এসে এই মারে তো সেই মারে! রাগী রাগী গলায় বলল, "তুই পিছন পিছন আসছিস কেন রে? তোকে ওদের সঙ্গে যেতে বলা হল না?"

কাঁচুমাচু মুখ করে বিল্টু দাঁড়িয়ে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না। সান্তাক্লজ গিফট দেওয়ার পাশাপাশি যে দাঁতও খিঁচোয়, এ তথ্য তার জানা ছিল না।

"কী হল?" লোকটা ফের ধমকে ওঠে, "গেলি না কেন? আর আমার পিছু পিছু যাচ্ছিস কোথায়?"

বিল্টু ঢোঁক গেলে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"আমার সঙ্গে যাবি!" লোকটার চোখ রাগে লাল, "আমার সঙ্গে কোথায় যাবি?"

তার মুখ ভাবলেশহীন, "যেখানে তুমি যাবে।"

"ফাজলামি হচ্ছে?" সে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে আসে, "দেব এক কানের গোড়ায়!"

এবার ভয় পেয়ে গেল বাচ্চা ছেলেটা। কথা নেই, বার্তা নেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলছে। লোকটা তার আচমকা কান্নায় হঠাৎ থমকে গেল। উদ্যত ঘুষিটা নামিয়ে থতমত খেয়ে বলল, "যাচ্চলে, মারার আগেই কাঁদছিস কেন?"

"তবে কি মারার পরে কাঁদব?" হিক্কা তুলতে তুলতেই জবাব দিল বিল্টু।

লোকটা অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে, কোনও কথা না বলেই ফের হনহন করে হাঁটা লাগিয়েছে। বিল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে নাক-চোখ মুছল। তারপর আবার লোকটার পিছু নেয় সে। লম্বা মানুষটা তস্য লম্বা পা ফেলে হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে বিল্টু কি হেঁটে পারে? অগত্যা দৌড়ে দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে পিছন পিছন চলেছে। নিরাপদ দূরত্বটুকু নিজের কথা ভেবেই রাখা। যদি ফের লোকটা ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে আসে তবে তো পালাতে হবে! বেশ কিছুক্ষণ এমনই চলল। যে মুহূর্তেই লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, অমনি সে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ফুটপাথের দোকানের উপরে। যেন এখনই কিছু কিনবে। লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়ে যেই ফের হাঁটা মারছে, অমনি বিল্টুও গুড়গুড় করে দৌড়োচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

শেষপর্যন্ত একটা মোড়ের মাথায় এসে তাকে হারিয়ে ফেলল বিল্টু। ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হয়ে যাওয়ায় পিলপিল করে পথচারী মানুষ নেমে পড়েছে রাস্তায়। তার মধ্যে মিশে লোকটা যে কোথায় হারিয়ে গেল, আর দেখতেই পাচ্ছে না! বেচারি হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জনসমুদ্রের দিকে। যাহ্, সান্তাক্লজ শেষপর্যন্ত ফসকে গেল! নিজের জন্য কিছুই চাওয়া হল না যে!

"কাকে খুঁজছিস?"

পিছন থেকে গম্ভীর গলার স্বর শুনে বিল্টু প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ! লোকটা তার মানে এখানেই তার জন্য ওত পেতে বসে ছিল। ভয়ে ছোট্ট ছেলেটার গলা শুকিয়ে যায়। তবু ঢোঁক গিলে বলল, "কাকে খুঁজব? আমি দোকান থেকে কী কিনব তাই দেখছি।"

"কী কিনবি তুই?" লোকটা ভ্রূকুটি করেছে, "কানে দুল পরিস? হাতে চুড়? না গলায় হার পরার শখ হয়েছে?"

বিল্টু লক্ষ করেনি যে, সে একটা ইমিটেশন জুয়েলারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দোকানে থরে থরে মেয়েদের সাজগোজের জিনিসপত্রই সাজানো। মনে মনে জিভ কাটল। অজুহাতটা জুতসই হয়নি।

"আমার মগজটা কি তোর ফর-শো মনে হচ্ছে?" লোকটা চোখ গরম করেছে, "বোকার হদ্দ পেয়েছিস? তখন থেকে দেখছি পিছু নিয়েছিস! ব্যাপারটা কী? কী চাই তোর?"

যাক, এতক্ষণে কাজের কথায় এসেছে। সে কাঁচুমাচু মুখে বলে, "তুমি তো আমার কথা শুনছই না! খালি মারতে আসছ।"

"মারব না তো কি পুজো করব?" বিরক্তি সহকারে বলল লোকটা, "তুই পাঁচুর সঙ্গে গেলি না কেন?"

"গিয়ে কী করব?" বিল্টুর মুখে বিষণ্ণতা ছাপ ফেলল, "ওরা তো আমার বাবা-মাকে খুঁজে দিতে পারবে না। দুনুদা বলে, আমার বাবা-মা নাকি আমাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিল। তুমি একটু খুঁজে দেবে? ছোট্ট বোনুটার জন্য যা চাইলাম, দিলে তো। আমার বাবা-মাকেও খুঁজে দাও না।"

সান্তাক্লজ কেমন যেন অবাক দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। বাচ্চা ছেলেটার চোখদুটো কাজল কালো। চোখের মণি অদ্ভুত আশায় চকচক করছে। সে এগিয়ে এসে গভীর কণ্ঠে বলল, "ছোট্ট বোনুর জন্য কী চেয়েছিলি?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"চেয়েছিলাম ও বেঁচে যাক। বাবু ওকে না খাইয়ে মারত।" বিল্টু অনেক আশা নিয়ে বলে, "ও বেঁচে যাবে। তাই না? ও বাবা-মায়ের কাছে আবার ফিরে যাবে। তাই না?"

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "হয়তো।"

সে আপনমনেই বিড়বিড় করে, "ঠিক ফিরে যাবে বাবা-মায়ের কাছে। ওর বাবা-মা তো ওকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়নি।" একটু থেমে ফের ধরা গলায় যোগ করল, "আমার মতো।"

বাচ্চা ছেলেটার কণ্ঠে আনন্দের সঙ্গে হতাশাও মিশল। তার চোখের পাতা ভিজে এসেছে। লোকটার তীব্র দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য কোমল হয়ে আসে। সে বিল্টুর কাঁধে হাত রাখল, "তোর খিদে পেয়েছে?"

বিল্টু মাথা নাড়ল।

"চল।"

তারপর থেকেই এই ভোজনপর্ব চলছে। বিল্টু খেতে খেতেই দেখল তার ভুরুতে বিরক্তির ভাঁজ পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছে মানুষটা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে বলেই ফেলল, "তুই খা। আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

বাচ্চা ছেলেটার চোখে ভয় ফুটে ওঠে। সান্তাক্লজ যদি তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়! তবে কী হবে!

সে প্লেটটা সরিয়ে রেখে বলল, "আমার হয়ে গিয়েছে।"

"না, তুই খা।" পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেছে সান্তাক্লজ, "আমি এখনই আসছি। তা ছাড়া বিলও তো দিতে হবে।"

সিগারেটের প্যাকেট দেখে বিল্টু একটু আশ্বস্ত হয়। ফের ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে মাথা নাড়ল। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সান্তাক্লজ। আস্তে আস্তে পা বাড়াল বাইরের দিকে। এই সুযোগ! বাচ্চা ছেলেটা এখন খেতেই ব্যস্ত। এই ফাঁকে ওর চোখে ধুলো দিয়ে পালানো সম্ভব। নয়তো এ ছেলে সহজে ছাড়বে না।

সে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল। ঘড়িতে এখন ছ'টা বাজে। তার মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট। পার্কসার্কাস জায়গাটা নেহাত ছোট নয়। ওখানে বাজির কারখানাও অনেক আছে। তার মধ্যে কী করে বের করবে আন্নাকালীর ডেরা? ইতিমধ্যে হয়তো সুস্মিতা অধিকারীও বাবুর খবরটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জেনে গিয়েছেন। 'জবর খবর'-এর ছ'টার বুলেটিনটা দেখতে পেলে ভাল হত। রাস্তার উলটোদিকে একটা টিভির শোরুম আছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো খবরটা দেখা যায়।

রাকা হাতের ইশারায় ভাতের হোটেলের ছোকরা বয়কে ডাকল। হোটেলের 'বয়' ছেলেটার বয়স খুব বেশি নয়। বড়জোর বারো কী তেরো হবে। গলায় একটা শতচ্ছিন্ন গামছা। এই শীতে যেখানে লোকে মাফলার, সোয়েটার, নিদেনপক্ষে একটা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে ও খালি গায়েই চুপচাপ কাজ করে চলেছে। শীতের সময় যারা খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের দেখলে লোকে ভাবে, ওদের ঠান্ডা লাগে না! প্রচণ্ড শীতেও যারা খালি গায়ে ঘোরে, তারা আদৌ বীর নয়। নিতান্তই নিরুপায়!

"বাবু, কিছু বলবেন?"

রাকা কিছুক্ষণ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হাড়-পাঁজরাগুলোও গোনা যায় ছেলেটার। তার মেয়েটারও কি এই দশাই...

আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড একটা রাগ তাকে পেয়ে বসল। দোকানের মালিকটা একটা চৌকির উপরে ভুঁড়ি ফুলিয়ে বসে ক্যাশবাক্সে টাকা গুনে গুনে রাখছে। গায়ে একডজন গরম জামা। ওই চর্বির তালেও শরীর গরম হচ্ছে না? তার ইচ্ছে করছিল লোকটাকে তুলে গুনে গুনে একডজন ঘুষি মারে। কিন্তু এখন উপায় নেই রাকার। সুস্মিতা অধিকারী যে তার বিশ্বাসঘাতকতার খবর পেয়ে চুপচাপ বসে থাকবেন না, তা তার চেয়ে ভাল কে জানে! এখনই মহিলার পোষা গুন্ডাদের হাতে মরার ইচ্ছে নেই। তাই নিজের অস্তিত্ব, অবস্থান ও গতিবিধির কোনওরকম প্রমাণ না রাখাই ভাল।

"হ্যাঁ।" রাকা ছেলেটার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। উইন্ডচিটারের পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে এনেছে। ছেলেটার শিরা বের করা হাতে দিয়ে বলল, "ওই যে বাচ্চা ছেলেটা খাচ্ছে, এটা তার বিল।"

ছেলেটা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যে কয়েক প্লেট ভাত-ডাল-তরকারি আর মাছ খেয়েছে বিল্টু, তার বিল টেনেটুনে একশো টাকাও হবে না। অথচ লোকটা তাকে পাঁচশো টাকা দিচ্ছে।

"এত টাকা!" সে বিহ্বলভাবে বলে, "এত টাকা লাগবে না বাবু!"

রাকা সহৃদয় দৃষ্টিতে আরও একবার ছেলেটাকে দেখে নিল, "তুই কোথাকার ছেলে? এখানে কাজ করিস কেন? বাপ-মা নেই?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"আছে বাবু। বাপটার খেতি-বাড়ির কাজ। অনেক ধার হয়েছে মহাজনের কাছে। তাই কলকাতায় খাটছি।"

"এই শীতে খালি গায়ে ঘুরছিস কেন? শীত করছে না?"

"করছে বাবু। কিন্তু কী করব? গরম জামা নেই। যা টাকা পাই, দেশে পাঠাই। বাবার অসুখের সময় মালিকের কাছে কর্জ হয়েছে। বেতন থেকে কাটে। মালিকও কিনে দেয়নি।"

আরও একবার ভুঁড়িওয়ালা মালিকটাকে ঠ্যাঙানোর প্রবল ইচ্ছে দমন করল রাকা। হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল সে। তারপর আস্তে আস্তে নিজের উইন্ডচিটারটা খুলে ফেলল। বিস্মিত, বিমূঢ় ছেলেটার দিকে উইন্ডচিটারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে, এটা তোকে দিলাম। পরিস। খুব গরম।"

"বাবু!" সে স্তম্ভিত!

"আর ওই বাচ্চা ছেলেটার যা বিল হবে মালিককে দিয়ে দিবি।" রাকা মৃদু হাসল, "বাকিটা তোর। জামাটামা কিছু কিনে নিস।"

ছেলেটা বাকশক্তিরহিত। তাকে অমন বিমূঢ় অবস্থায় রেখেই আস্তে-আস্তে টিভির শোরুমের দিকে পা বাড়াল রাকা। মুখের ভাঁজে অতৃপ্তির ছাপ স্পষ্ট। এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এর বেশি আর কী করতে পারে সে?

বিল্টু কতক্ষণ ধরে মাছের কাঁটা চিবিয়েছে তার খেয়াল নেই। মাছের ঝোলটুকুও তখনও বাটিতে টলটল করছে। সে সেটুকুও চুমুক দিয়ে শেষ করে ফেলল। পরম তৃপ্তিতে একটা জব্বর ঢেঁকুর তুলে এতক্ষণে এদিক-ওদিক দেখল। ওমা! সান্তাক্লজ গেল কই? এই তো একটু আগেই বেরিয়ে গেল। এখনও ফেরেনি!

তার উলটোদিকে কখন যেন একটা গোঁফওয়ালা মিচকে লোক এসে বসেছে। অনেকক্ষণ ধরে জুলজুল করে তাকে দেখছে। পেট ভরে খাওয়ার আনন্দে লোকটাকে খেয়ালই করেনি সে। সান্তাক্লজ যে আর ফিরে আসেনি, সে খেয়ালও ছিল না তার। এবার যখন গোটা ব্যাপারটাই বুঝতে পারল তখন ভয়ের একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল তার বুকের ভিতরে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, কখন যেন চুপিসারে সন্ধে নেমে এসেছে কলকাতার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাস্তায়। নিয়ন বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। এই আবছা অন্ধকার শহরে শত-সহস্র লোকের ভিড়ে সে একা।

"কাকে খুঁজছ খোকা?" মিচকে লোকটা জানতে চাইল। ওর কথার ভঙ্গিটা আহ্লাদী হুলোর মতো। বিল্টু ভয় পেল। সে বিহ্বলের মতো চারিদিকে তাকাচ্ছে। কোথায়? কোথায় গেল লোকটা? ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে? এই লোকটাই বা কোথা থেকে এল? দুনু বলত, তার মতো বাচ্চা ছেলেকে অনেক লোকই নাকি ভুলিয়েভালিয়ে ধরে নিয়ে যায়। এই মিচকে লোকটা কি ছেলেধরা? তার হাত-পা কেটে ফের বসিয়ে দেবে ফুটপাথে? লোকটার চোখদুটো ঠিক ধূর্ত শেয়ালের মতো।

সে কী করবে বুঝতে পারছিল না। দোকানের ছোকরা বয় এসে তার এঁটো থালা বাসন তুলে নিয়ে টেবিল মুছতে মুছতে বলল, "তোমার সঙ্গে যে বাবু ছিলেন, তিনি বিল মিটিয়ে দিয়েছেন। তুমি হাত ধুয়ে নাও।"

বিল্টু অসহায়ের মতো বলে, "সে কোথায়?"

"বাবু?" বয়টি অবাক, "তিনি তো চলে গিয়েছেন। তোমায় বলে যাননি?"

চলে গিয়েছে! সমস্ত আকাশটাই বোধহয় বিল্টুর মাথায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। এমন অসহায় আর কখনও মনে হয়নি তার। সান্তাক্লজ তাকে একলা ফেলে চলে গেল!

"খোকা! কী হয়েছে?" মিচকে লোকটা এবার তার গা ঘেঁষে এসে বসেছে, "তুমি কি কাউকে হারিয়ে ফেলেছ?"

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল বিল্টু, "না।"

"তবে কাকে খুঁজছ?" ওর চোখদুটো যেন লোভে চকচক করছে, "আমায় বলো। আমি সাহায্য করব।"

"না।" জোরালো গলায় প্রতিবাদ করল বাচ্চা ছেলেটি। লোকটা তবু হাল ছাড়ে না। আরও কাছে ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে বলল, "চলো আমার সঙ্গে। আমি তোমায় অনেক অ-নে-ক জায়গা ঘোরাব। অনেক চকোলেট খাওয়াব। তারপর তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব। যাবে আমার সঙ্গে?"

"না!" এঁটো হাতেই উঠে দৌড় মারল বিল্টু। পিছন পিছন ধাওয়া করেছে লোকটাও। মিহি গলায় বলছে, "আহা! ভয় পাচ্ছ কেন খোকা? বাড়ি যাবে তো? চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সে লোকটার কথার কোনও উত্তর দিল না। উন্মাদের মতো দোকানের বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কোথায়? কোথায় তার সান্তাক্লজ? চতুর্দিকে খালি কালো কালো মাথার ভিড়! পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ। এর মধ্যে কোথায় যাবে বিল্টু? এমন জনস্রোতে তার মতো একটা শিশু যে ভেসে যাবে! এমন পরিস্থিতিতে তাকে ফেলে চলে গেল সান্তাক্লজ? একটু আগেও সে কী নিশ্চিন্ত ছিল!

"আরে খোকা! তুমি এখানে!" মিচকে লোকটা কখন যেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেরকমই মোলায়েম মিহি গলায় বলল, "ভয় পেয়ো? না। আমি তো শুধু..."

"যাব না তোমার সঙ্গে।"

শিশুর গলায় স্পষ্ট বিদ্রোহ। লোকটা এবার মেজাজ হারাল। খপ করে চেপে ধরেছে তার হাত। ফিসফিসে অথচ হিংস্র স্বরে বলল, "বেশি চালাকি ভাল নয় খোকা। চুপচাপ চলো আমার সঙ্গে। চলো বলছি।"

শেষ কথাটায় ধমক ও হুমকি দুই-ই ফুটে উঠেছে। বিল্টু অসহায় সজল দৃষ্টিতে তখনও প্রাণপণে খুঁজে চলেছে তার সান্তাক্লজকে। কিন্তু এই সন্ধ্যার অন্ধকারে কী করে শিশুর দৃষ্টি খুঁজে পায় ইপ্সিত মানুষকে! সে কী করবে বুঝতে না পেরে মানুষের চিরন্তন নিয়মে সজোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "ও বাবা রে-এ-এ! ও বাবা-আ-আ-আ!"

লোকটা তাকে হিঁচড়ে টেনে একটু কোণের দিকে নিয়ে যেতে চায়। বাচ্চা ছেলেটা আশেপাশে তাকিয়ে নিরুপায়ের মতো আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু মূঢ় জনস্রোত যেমন বয়ে চলে, তেমনই চলল। একটি সহৃদয় চোখও তার মধ্যে নেই। লোকটার নখে কেটে ছড়ে যাচ্ছে হাত। তবু বিল্টু প্রাণপণে যুদ্ধ করছে তার সঙ্গে। আর চিৎকার করে কাঁদছে, "ও মা-আ-আ-আ! ও বা-আ-বা-আ!"

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল! উলটো দিকের ফুটপাথ থেকে একটা লম্বা ছিপছিপে চেহারার লোক সবেগে রাস্তার উপরে লাফিয়ে পড়ল। গোটা কয়েক গাড়ি ঘ্যাঁষ ঘ্যাঁষ করে আচমকা ব্রেক কষে থমকে দাঁড়িয়েছে। ছুটন্ত মানুষটা তবু থামেনি। ভিড়কে ঠেলেঠুলে, মানুষজনকে ধাক্কা মেরে দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে এদিকেই। বিল্টু এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একদৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কান্নাজড়ানো গলায় মানুষটার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলছে, "বা-বা! বা-বা! বা-বা!"

মানুষটি তাকে দুই বাহুর নিরাপদ আশ্রয়ে আগলে ধরেছে। পরিচিত গম্ভীর গলায় বলল, "কাঁদে না। কাঁদে না। এই তো আমি।"

মিচকে লোকটা বিপদ বুঝে কোন ফাঁকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়েছে। বিল্টু মানুষটার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পেরেছে, এই তার সান্তাক্লজ। তাকে ছেড়ে যায়নি। ফেলে পালিয়ে যায়নি। আশেপাশেই কোথাও ছিল। তার চিৎকার শুনে চলে এসেছে।

রাকা বাচ্চা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। ছেলেটা থরথর করে কাঁপছে। রাকার বুকের ভিতরটাও কাঁপছিল। 'বাবা' ডাকটা কী ভয়ংকর! 'বাবা' ডাকের কান্না তার হৃদয়ের প্রতিটা পাঁজরকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তার মেয়েটাও কি এমন করে কাঁদে?

তার কী হল কে জানে! সে বাচ্চা ছেলেটাকে আরও ঘনভাবে জড়িয়ে ধরে। তার কচি গালে গাল ঠেকিয়ে বারবার বলে, "কাঁদে না! কাঁদে না! ভয় কী? আমি আছি তো। আমি আছি না?"

॥ ১০ ॥

'সুস্মিতা অধিকারী হায়, হায়!'

'শিশুর ব্যবসায়ী, নিপাত যাও!'

'সুস্মিতা অধিকারী মুর্দাবাদ!'

'কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও!'

একের পর এক স্লোগান ধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাড়ির আনাচে-কানাচে। সুস্মিতা চুপ করে বসেছিলেন টিটোর পাশে। বাইরে থেকে ক্ষিপ্ত জনতার চেঁচামেচি, উত্তেজিত চিৎকার ভেসে আসছে এই ঘরেও। আজ সকাল থেকে এই উৎপাত শুরু হয়েছে। কাল বাবু মণ্ডলের পরদাফাঁসের পর মোবাইলে একের পর এক নিউজ চ্যানেলের ফোন আসছে। বিরক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত মোবাইল সুইচ্‌ড অফ করে দিয়েছিলেন সুস্মিতা। তাতেও রক্ষা নেই। বসার ঘরে ল্যান্ডফোনটা ক্রমাগত বেজেই চলেছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অর্কপ্রভ আজ অফিসে যাননি। কাল রাত থেকে এবাড়ির কারও ঘুম হয়নি। টিটোর জ্বর কাল রাত থেকেই ফের বিপজ্জনক মাত্রা ছুঁয়েছে। ডাক্তার ঘোষ সন্দেহ করছেন 'কিডনি ইনফেকশন'। যদিও একদম শিয়োর হয়ে বলতে পারেননি। বেশ কয়েকটা টেস্ট লিখে দিয়েছেন। টেস্টগুলো করার পর রোগটা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। কাল রাত থেকেই জ্বরের জ্বালায় ছটফট করছে টিটো। মুশকিল হল, নিজের অসুবিধের কথা ও নিজে বলতে পারে না। দু'দিন ধরে যে ইউরিনও ঠিকমতো ক্লিয়ার হচ্ছে না, তা ডাক্তার ঘোষ একটু পরীক্ষা করেই বুঝলেন। ছেলেটার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে ও। সুস্মিতা কাল সারারাত জেগে তার মাথায় জলপট্টি দিয়েছেন। তবু ভীষণ ছটফট করছিল। একটু আগেই ডাক্তার ঘোষের একটা ওষুধ পড়ার পর একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে।

তার উপর এই উপদ্রব। কাল ফোনের বন্যা বয়েছে। আজ বাইরে জনস্রোত ও মিডিয়ার চেঁচামেচি। সুস্মিতা ক্লান্ত ও বিরক্ত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকান। এদের কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই? যে কোনও ইসু পেলেই হল। অমনি নেমে পড়বে প্রতিবাদে। অথচ খুঁজে দেখলে অন্তত নব্বই শতাংশ বাড়িতেই চোদ্দো বছরের নীচে শিশু শ্রমিক খুঁজে পাওয়া যাবে। সবসময়ের কাজের লোক হিসেবে দিনরাত এক করে খেটে চলেছে। বাসন মাজছে, কাপড় কাচছে। অথচ সে বেলায় কোনও দোষ নেই।

"মিতা!" অর্কপ্রভ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার মুখ খুলেছেন, "এভাবে চুপ করে বসে থাকলে কি প্রবলেম সল্‌ভ হবে?"

সুস্মিতা কঠিন দৃষ্টিতে তাকান। এই মুহূর্তে নীরবতা পালন ছাড়া আর কী করতে পারেন? ওদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবেন? যারা চিৎকার করছে তারা মোটেই নিরীহ প্রাণী নয়। একটা-দুটো ইটের টুকরো এর মধ্যেই ছুটে এসেছে, হলঘরের কাচ লক্ষ্য করে। আরও আসবে কিনা কে জানে! তা ছাড়া বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। ওরা একা আসেনি। সঙ্গে মিডিয়াও আছে। নয়তো বিশু অ্যান্ড কোং-কে বললেই হত। চপার, লাঠি নিয়ে ঠেঙিয়েই ছত্রভঙ্গ করে দিত। কিন্তু মিডিয়া উপস্থিত থাকায় এটা সম্ভব নয়।

তিনি ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন, "থানায় তো জানিয়েছি। যতক্ষণ না কোনও ব্যবস্থা করছে, ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অর্কপ্রভ উত্তেজিত, "থানা! ওদের তো নড়েচড়ে বসতে এক বছর! দাঁড়াও!"

তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল বের করেছেন। টকটক করে একটা বিশেষ নম্বর টিপতে টিপতে বললেন, "দেখাচ্ছি মজা। ইট ছুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। এদের শায়েস্তা করার জন্য একটা ফোনই যথেষ্ট!"

সুস্মিতা তাঁর দিকে তাকালেন। এক বিস্ময় তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে। আজ পর্যন্ত অর্কপ্রভকে কখনও এত উদ্বিগ্ন দেখায়নি। এমনও সময় গিয়েছে যখন টিটো অসম্ভব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে নিয়ে যমের সঙ্গে টাগ অফ ওয়ার খেলছেন সুস্মিতা। রাতের পর রাত জেগে আছেন। অন্যদিকে তখনও রাতের পর রাত বাইরে কাটিয়ে নিত্যনতুন সঙ্গিনীর সঙ্গে ফুর্তি করে চলেছেন অর্কপ্রভ। যেন টিটো একা সুস্মিতারই সন্তান। তাঁর নিজস্ব কোনও দায় নেই।

অথচ আজ কী হল? শুধু আজই নয়, বিগত কয়েক মাস ধরেই অর্কপ্রভর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখছেন তিনি। সুযোগ পেলেই মানুষটা তার পাশে এসে দাঁড়ায়। কখনও কখনও মনে হয় অর্ক তার সঙ্গকামনা করেন। আগের চেয়ে অনেক আন্তরিক। খানিকটা সপ্রেমও কি? হয়তো কিছু চান!

ভাবতেই সুস্মিতার মুখ আবার কঠিন হয়ে যায়। পুরনো কথা এখনও ভোলেননি তিনি। শান্ত অথচ শীতল দৃষ্টিপাত করেন, "প্রয়োজন নেই।"

অর্কপ্রভ থমকে গিয়েছেন। এই কণ্ঠস্বরের সামনে সকলকেই থামতে হয়। এই বাচনভঙ্গিতে কোনও অনুরোধ-উপরোধ নেই। শুধু আদেশের সুর স্পষ্ট।

"কিন্তু মিতা..."

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট ও কাটা কাটা উচ্চারণে বলেন, "ক্ষমতার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার করা ঠিক নয়। যখন প্রয়োজন হবে তখন ওই বিশেষ ফোনটা কোরো। আপাতত দরকার নেই।"

"ফাইন।" অর্কপ্রভ সক্ষোভে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুস্মিতা শুনতে পেলেন, তিনি বিড়বিড় করছেন, "যা ভাল বোঝো করো।"

তিনি কথাটা অগ্রাহ্য করলেন। পুরুষেরা বড় দুমদাম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শক্তিক্ষয় করে। মহাভারতে কর্ণও সেই ভুলটাই করেছিলেন। 'ইন্দ্রাস্ত্র' তথা একাঘ্নী বাণটা অর্জুনের জন্য তুলে রাখাই উচিত

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ছিল। কিন্তু ঘটোৎকচকে মারতে গিয়ে অমন বহুমূল্য ও অব্যর্থ অস্ত্রটার ব্যর্থ প্রয়োগ ঘটালেন। সুস্মিতা সেই ভুলটা করবেন না। তিনি জানেন কখন তুরুপের তাসটা বের করতে হয়। অর্কপ্রভর ওই ফোনটার সময় এখনও আসেনি।

তিনি সস্নেহে টিটোর কপালে হাত রাখলেন। ডাক্তার ঘোষের ওষুধ কাজ করছে। এখন টিটোর গা ঠান্ডা হয়ে ঘাম দিচ্ছে। টেস্টগুলো আজই করাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি...

'সুস্মিতা অধিকারী মুর্দাবাদ!'

উত্তেজিত স্লোগানের সঙ্গে আচমকা ফের ছুটে এল কয়েকটা ইটের টুকরো। বেডরুমের কাচের জানালা ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে। টিটো সারারাত কষ্ট সহ্য করে সবে একটু শান্তিতে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু কাচ ভাঙার দারুণ শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। অসম্ভব ভয়ে, ত্রাসে সে পাগলের মতো মাকে আঁকড়ে ধরেছে। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে টিটো এখন ফোঁপাচ্ছে। কষ্ট ও ভয়জনিত একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

"টিটো! বাবা!" সুস্মিতা টিটোকে সমগ্র সত্তা দিয়ে আগলে রেখেছেন। ছোট মানুষটা এখনও 'আঁ... আঁ...' শব্দে দুর্বোধ্য আর্তনাদ করছে। কোনওমতে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, "কিচ্ছু হয়নি বাবা। ও কিছু না। মামমাম তো তোমার পাশেই আছে। ভয় পেয়ো না বাবু। কিচ্ছু হয়নি।"

টিটো আশ্বস্ত হয় না। সে এখন সুস্মিতার ঘাড়ের উপর মাথা রেখে উন্মাদের মতো নীরব কান্না কাঁদছে। তার ছোট্ট দেহটা ভয়ে, কান্নায় কাঁপছিল। দাঁতে দাঁত পিষলেন সুস্মিতা। এবার বড্ড বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা। অনেকক্ষণ এই অসভ্যতা সহ্য করেছেন। এখন তার সহ্যশক্তিও জবাব দিয়ে দিয়েছে।

"ম্যাগি, টিটোকে এক মিনিট দেখো।"

ভয়ার্ত টিটো কিছুতেই মাকে ছাড়তে চাইছে না। তবু তিনি তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে, শান্ত করে ম্যাগির হেফাজতে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ততক্ষণে মারমুখী জনতা বনাম গেটকিপারদের যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। না, যুদ্ধ না বলে একতরফা মারপিটই বলা উচিত।

সুস্মিতা দেখলেন, তাঁর বাড়ির দুই গেটকিপারকে মাটিতে ফেলে চূড়ান্ত মার মারছে মানুষ। সুস্মিতার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। ওদের মারার অর্থ কী?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওদের একটাই অপরাধ, বাড়ির কর্ত্রীর আদেশ পালন করছিল তারা। সেজন্য খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে এমন জন্তুর মতো মারবে!

তিনি ভিড় ঠেলেঠুলে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। মিডিয়ার লোকজন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেঁকে ধরেছে। চতুর্দিক থেকে অবাঞ্ছিত কতগুলো বুম ধাক্কাধাক্কি করে বিদ্যুৎগতিতে মুখের কাছে উঠে এল।

"ম্যাডাম, বাবু মণ্ডলের ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?"

"বাবু মণ্ডলের কথা যদি সত্যি হয়, তবে সে আপনার অনাথ আশ্রমের বিরুদ্ধে চাইল্ড ট্রাফিকিং-এর অভিযোগ এনেছে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?"

"আপনার মতো একজন বিশিষ্ট সমাজসেবীর বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ করা হল। প্রথমে জানিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা নিয়োগী, এর পর বাবু মণ্ডল। এটাকেও কি ষড়যন্ত্র বলবেন আপনি?"

"পুলিশ এখনও কোনও স্টেপ নিচ্ছে না কেন? পুলিশকে কি আপনারাই নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন?"

সুস্মিতা মিডিয়ার মুহুর্মুহু প্রশ্নের খোঁচায় ও ধাক্কাধাক্কিতে ক্রমাগতই মেজাজ হারাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে ছিলেন। এবার আর সহ্য হল না। আচমকা সমস্ত কোলাহলকে ছাপিয়ে সজোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "স্টপ ইট! আই সে স্টপ ইট! ইউ ব্লাডি হুলিগান্‌স!"

জনতা ও মিডিয়া স্তম্ভিত হয়ে থমকে দাঁড়াল। সুস্মিতা রিপোর্টারদের দিকে ফিরলেন। তাঁর চোখদুটো অঙ্গারখণ্ডের মতো জ্বলছে। ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, "লজ্জা করে না আপনাদের? আপনাদের চোখের সামনে দুটো নিরপরাধ মানুষকে জনতা বিনা কারণেই ইচ্ছেমতো কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মেরে যাচ্ছে আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন! আমার কাছে কৈফিয়ত দাবি করছেন, অথচ এই 'নির্বোধ ভিড়' কেন দুজন সাধারণ গেটকিপারকে মেরে মেরে আধমরা করছে, সেটা একবারও জানার চেষ্টা করলেন না! শেম অন ইউ!"

মিডিয়াকে একহাত নিয়ে এবার জনতার দিকে উত্তেজিতভাবে ফিরলেন তিনি, "কী ব্যাপার? কী চান আপনারা? মারবেন আমাকে? ইন দ্যাট কেস, আয়্যাম হিয়ার। যত খুশি মারুন। অন্তত তাতে আমার অসুস্থ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ছেলেটা আপনাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়। ইউ ওয়ান্ট মি ডেড? কিল মি!"

বিক্ষুব্ধ জনতা এতখানি আশা করেনি। তারা হতবাক। সুস্মিতার চোখে রাত্রি জাগরণের কালিমা। মাথার চুল উসকোখুসকো। যে টিপটপ গ্ল্যামারাস সমাজসেবিকাকে দেখে সকলে অভ্যস্ত, ইনি তিনি নন। বরং এই মুহূর্তে তাঁকে সমাজসেবীর চেয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ক্লান্ত 'মা' বলে বেশি মনে হচ্ছে। খণ্ডমুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত একটা সংশয় ছায়া ফেলল। যিনি নিজে একজন মা, যিনি নিজে সন্তানের ক্ষেত্রে এত যত্নবান, তাঁর পক্ষে কি সত্যিই এমন কুৎসিত কাজ করা সম্ভব? সংশয়ান্বিত জনগণ বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

"কী হল?" ফুঁসে উঠলেন সুস্মিতা, "এখন আর হাত উঠছে না কেন? একটু আগেও তো ইট ছুড়ে মারছিলেন। কোথায় গেল সেই রাগ? নাকি মারার জন্য ইট পাচ্ছেন না?"

অসম্ভব রাগে নিজেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইটের টুকরো খুঁজছেন তিনি। উন্মত্তের মতো মাটি থেকে একটা আস্ত ইট তুলে নিয়েছেন। সামনে যাকে পেলেন, তার হাতেই ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "ইউ ওয়ান্ট টু হিট মি? কাম অন! মারুন। আই সেড হিট মি-ই-ই!"

যার হাতে ইটটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তার হাত যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। সুস্মিতার চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না। অথচ তাকিয়ে থাকতেও পারছে না। মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটি আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তার স্খলিত হাত থেকে ইটটাও সশব্দে পড়ে যায়।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার উপস্থিত ভিড়ের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালেন তিনি। আকস্মিক উত্তেজনার পরে ক্লান্তি এসে তাঁকে প্রায় গ্রাস করেছে। জনতা দেখল, আস্তে আস্তে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বাড়ির ভিতরে চলে যাচ্ছেন সমাজসেবিকা।

স্লোগান দেওয়ার সাহস আর কারও হল না। বিস্মিত জনতা বিক্ষোভ ভুলে গিয়ে আস্তে-আস্তে পা বাড়াল বাইরের দিকে।

টিটোর পরীক্ষাগুলো করাতে করাতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। কয়েকটা পরীক্ষা বেশ কষ্টকর। টিটোকে বোতল বোতল জল খাইয়ে তার ইউরিনারি ট্র্যাক

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দিয়ে যখন নল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করছিলেন ডাক্তাররা, তখন নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছিলেন সুস্মিতা। টিটো কষ্টে কাঁদছিল। সুস্মিতার বুক ফেটে গেলেও নিজেকে কোনওমতে শান্ত রেখেছেন। টিটো বারবার চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। তবু ডাক্তাররা বলপ্রয়োগ করে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অসহ্য রাগে ম্যাগির হাত খামচে ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু ডাক্তারদের পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যত কষ্টই হোক না কেন, নিজেকে সংবরণ করতেই হবে।

শেষপর্যন্ত সবক'টা পরীক্ষাই করা গেল। ডাক্তাররা জানালেন, সব রিপোর্ট পেতে দিনতিনেক লাগবে। সুস্মিতা একটু আশ্বস্ত হলেন। ডাক্তার ঘোষ প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিয়েছেন। আপাতত সেটাই চলবে। এর মধ্যে যদি ফের বাড়াবাড়ি হয়, তখন দেখা যাবে।

সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সুস্মিতা গাড়ি ছেড়ে দেন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত টিটোকে ম্যাগির কোলে তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি ওকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। আমি একটু পরেই আসছি।"

ম্যাগি একটু অবাক হয়, "কিন্তু ম্যাম, আপনি?"

"আমি একটু অনাথ আশ্রমটা ঘুরে আসি।" কাঁধের শালটা গুছিয়ে নিতে নিতে বললেন তিনি, "ওদিকটাও একদম ছন্নছাড়া হয়ে আছে। আমি একটা রাউন্ড দিয়েই ফিরে আসব।"

ম্যাগি অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "তবে বাড়ি পৌঁছেই গাড়িটা ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি ম্যাম।"

"দরকার নেই।" সুস্মিতা হাসলেন, "কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সির অভাব নেই। আমি ঠিক চলে যাব।"

সন্ধের অন্ধকারে অনাথ আশ্রমের ঘরে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় পরিবেশ শান্ত। অনাথ আশ্রমের বাচ্চাগুলো এখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। পুলিশি উপদ্রব লেগেই আছে। আজও গেটের সামনে পুলিশের গাড়ি দেখতে পেলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। আজ সকালেই থানা থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তিনি সবিনয়ে টিটোর অসুস্থতার কথা বলে জানিয়েছিলেন যে বিকেলে দেখা করবেন। লোকগুলোর তাতেও শান্তি হয়নি? এখানে এসেও উপদ্রব শুরু করেছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আশ্রমে ঢোকার মুখেই সামনের রং-বেরঙের ফুলে আলো করে ঢাকা টবগুলোর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল তার। এ কী! গোলাপের কুঁড়িটা এমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? মালিটা নিশ্চয়ই ঠিকমতো নজর দিচ্ছে না।

বিরক্তি মাখা গলায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি, "মুকুন্দ! মুকুন্দ!"

মুকুন্দ প্রায় গলবস্ত্র হয়ে ছুটে আসে। সে বেচারি বোধ হয় একটু শান্তিতে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিল। মালকিনের ডাক শুনে শশব্যস্তে ছুটে এসেছে। এমনকী ধোঁয়া ছাড়ার সময়টুকুও পায়নি। তাই যখন প্রায় গরুড় পক্ষীর মতো হাতজোড় করে বলল, "হ্যাঁ মা!" তখন শব্দদুটোর সঙ্গে গলগল করে একরাশ ধোঁয়াও বেরিয়ে এল তার নাক-মুখ দিয়ে। সুস্মিতা বিরক্তিসহকারে খানিকটা পিছিয়ে গেলেন। তেতো গলায় বললেন, "আজকাল কি দু'বেলাই নেশা করছ?"

মুকুন্দ মনে মনে জিভ কাটে। কোনওমতে বলল, "না মা! সবসময় না। এই একটু!"

তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়েছেন তিনি, "নেশার পাশাপাশি কাজটাও করো। এই গোলাপের কুঁড়িটা শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?"

ভুরু কুঁচকে গোলাপের কুঁড়িটার দিকে তাকায় মুকুন্দ। একটু চুপ করে থেকে বলে, "তাই তো! আগে তো দেখিনি!"

কঠিন গলায় সুস্মিতা ধমকে ওঠেন, "যদি আগে না দেখে থাকো তবে এখন দেখো। ঠিকমতো জল দাও। রোদ্দুর খাওয়াও। সারাদিন গাঁজা খাওয়ার জন্য তোমাকে মাইনে দেওয়া হয় না।"

কথাগুলো বলতে বলতেই হিলজুতোয় খটখট শব্দ তুলে ভিতরে ঢুকে গিয়েছেন সুস্মিতা। কর্মচারীদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করা তাঁর ধাতে নেই। নিজের ব্যক্তিত্বে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা। মুকুন্দ এখন ওই গোলাপগাছটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

অনাথ আশ্রমের ভিতরে তখন ভারী বুটের শব্দ। অফিসঘরে আশ্রমের কর্মচারীদের জেরা চলছে। ভারী গলার ইন্সপেক্টর জেরার মাঝেমধ্যেই ধমক দিচ্ছেন। একপাশে রুনা চিন্তিত মুখে বসে আছে। সামনে অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচু। মিনমিন করে কী উত্তর দিচ্ছে ভগবানই জানেন। শুধু থেকে-থেকে ধমক খেয়ে কেঁপে উঠছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"তুমি এই অনাথ আশ্রমের গাড়ি চালাও?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"অথচ বলছ কিছুই জানো না। কোনও খবরই রাখো না।" ইন্সপেক্টর দাঁত খিঁচিয়ে প্রায় তেড়েই গিয়েছেন, "তবে বিক্রির জন্য বাচ্চা এখান থেকে যায় কী করে? উড়ে উড়ে?"

পাঁচু ঢোঁক গিলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই সুস্মিতা ইন্সপেক্টরের জেরাপর্বে বাধা দিলেন। মধুর অথচ শান্ত গলায় বললেন, "ওকে বকছেন কেন অফিসার? ও এসবের কিছুই জানে না, নিরীহ মানুষটাকে হ্যারাস না করলেই কি নয়?"

ইন্সপেক্টর তাঁর দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করেন, "আসুন মিসেস অধিকারী। আপনার অপেক্ষাই করছিলাম।"

"সো কাইন্ড অফ ইউ!" সুস্মিতা স্মিত হাসলেন। চোখের ইশারায় পাঁচুকে চলে যেতে বললেন। পাঁচু সুযোগ পেয়ে সুড়সুড় করে কেটে পড়ল।

"আজ সকালের ইনসিডেন্টটার জন্য দুঃখিত। আপনাকে বারবার অকারণে জেরা করতে হচ্ছে বলেও খারাপ লাগছে।" উর্দিধারী মানুষটি গলায় কৃত্রিম দুঃখের ভাব ফুটিয়েছেন, "আপনার ছেলে কেমন আছে?"

"টিটো একটু বেটার।" সুস্মিতার মুখে প্লাস্টিক হাসি, "কাজের কথায় আসা যাক?"

"শিয়োর। আমি অফিসার পিনাকী দত্ত।" ভদ্রলোক এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলেন। এবার একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন। রুনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে সুস্মিতার দিকে। তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা ধরতে পেরেই সুস্মিতা মৃদু হেসে বলেন, "যাও, স্যারের জন্য চা নিয়ে এসো।"

রুনা নির্বিবাদে চা আনতে চলে গেল। পুলিশকর্মীটি অবাক, "আপনি জানতে চাইলেন না তো আমি চা খাব কি না!"

"প্রথমত, চা খাওয়া যায় না। ওটা পান করার বস্তু।" তিনি ফের কৃত্রিম হাসিটা ঠোঁটে ঝুলিয়েছেন, "দ্বিতীয়ত, চা পান করা বা না করাটা আপনার সিদ্ধান্ত। অফার করাটা আমার কর্তব্য। আমি আমার কর্তব্য করছি।"

"ধন্যবাদ।" ইন্সপেক্টর দত্ত একটু সময় নিলেন তার পরবর্তী অপ্রিয় প্রসঙ্গের জন্য। আস্তে আস্তে বললেন, "আপনি জানেন শর্মিষ্ঠা নিয়োগী

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন তা বাবু মণ্ডলের বয়ানের পর অনেকটাই অথেন্টিক হয়ে উঠেছে?"

"উঁহু।" সুস্মিতার মুখে তখনও হাসি, "ভুল করছেন। শর্মিষ্ঠা নিয়োগী আমার বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ আনেনি। সে পুলিশে কোনও ডায়েরি করেনি। অনাথ আশ্রমকে কোনও অফিশিয়াল চিঠিও দেয়নি।"

"একজন অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাছে কি এসব প্রত্যাশা করা যায়?" অফিসার তীব্র দৃষ্টি ফেলেছেন সুস্মিতার দিকে। তিনি বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলেন, "এটা একটু দ্বিচারিতা হয়ে গেল না? আপনি নিজেই বলছেন যে অভিযোগকারিণী সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ছিলেন না। অথচ সেই অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষটির অভিযোগকেই বেদবাক্য ধরে বসে আছেন।"

"বাবু মণ্ডল কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কেরই মানুষ..." বাক্যটা বুলেটের মতো এল। সুস্মিতার মুখে একটি রেখাও কাঁপল না। শান্তভাবেই বললেন, "দেখুন, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, বাবু মণ্ডল কে তা আমি জানি না। ব্যক্তিগতভাবে চিনিও না। যেমনভাবে আপনারা তাকে চিনেছেন, তেমনভাবেই আমিও চিনেছি। জবর খবরের বুলেটিনে ওর খবরটা দেখেছি। চাইল্ড ট্রাফিকিং! হোয়াট আ শেম!" একটু বিরতি দিয়ে পরের বাক্যটা ছুড়ে দিলেন, "আপনাদের কাছে কী বয়ান দিয়েছে বাবু মণ্ডল? আমি ওকে নিজে বাচ্চা সাপ্লাই করেছি?"

"না, ঠিক তা বলেনি। তবে আপনার অনাথ আশ্রম থেকে যে বাচ্চা সাপ্লাই করা হত, সে কথা বলেছে।"

"ও!" মনে মনে একটু স্বস্তিবোধ করলেন সুস্মিতা। একটু থেমে বললেন, "ওয়েল, দেখুন অফিসার, আমার একটা এনজিও আছে। তার আন্ডারে অনাথ আশ্রম যেমন আছে তেমন বৃদ্ধাশ্রমও আছে। শুধু তাই নয়, জেলফেরত অসহায় মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য আলাদা একটা সংগঠনই আছে আমাদের। আমার একার পক্ষে তো সবসময় সব জায়গায় নজরদারি করে বেড়ানো সম্ভব নয়! তাই এক-একজনের উপর আলাদা করে দায়িত্ব দেওয়াই থাকে। যদি তাদের মধ্যে কেউ এসবের সঙ্গে জড়িত থাকে তবে সেটা সত্যিই লজ্জাজনক।"

ইন্সপেক্টর দত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এ কথার অর্থ বোঝেন তিনি। চিরাচরিত

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ক্ষমতার ভাষায় কথা বলছেন ভদ্রমহিলা। অর্থাৎ, যতই প্রদীপের আলোর নীচে অন্ধকারের খেলা চলুক, বহ্নিশিখার দিকে হাত বাড়ানো যাবে না। সমাজে প্রতিষ্ঠিত, পেজ থ্রি আইটেম এই ক্ষমতাশালী মহিলাকে ছোঁয়া তো দূর, তার দিকে আঙুল তোলাও যাবে না। চুনোপুঁটিদের উপর দিয়েই ফাঁড়া কাটবে, কিন্তু তার পিছনে যে অন্ধকারের সম্রাজ্ঞী আছেন, তিনি অধরাই থেকে যাবেন চিরকাল।

"ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন..." সুস্মিতা বলতে থাকেন, "আমার এক বিশ্বস্ত কর্মী রাকেশ নিয়োগীর উপর এই অনাথ আশ্রমের দায়িত্ব ছিল। বাট, বাবু মণ্ডলের কথা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সে নিখোঁজ। তার পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না!"

অফিসার উৎসুক, "আপনি কি রাকেশ নিয়োগীকে সন্দেহ করেন?"

"সন্দেহ নয়, বিশ্বাস করি।" তিনি জোরালো গলায় বলেন, "বিশ্বাস করি যে এই ট্রাফিকিং-এর পিছনে রাকেশেরই হাত আছে। নয়তো ওই বিশেষ দিনটি থেকেই সে নিখোঁজ হবে কেন?"

"রাকেশের ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে? ছবি?"

সুস্মিতা রাকেশের সমস্ত ডিটেল, সবই দিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টরকে। রাকা নিজের চাল চেলে দিয়ে গিয়েছে। এবার পালটা চাল দেওয়ার পালা তার। রাকার প্রথম চালটাই এবার বুমেরাং হয়ে ফিরে এল। পুলিশ এখন উঠেপড়ে রাকাকেই খুঁজবে। দেখা যাক ও ওর মেয়ের কাছে আগে পৌঁছোয়, না পুলিশের হেফাজতে!

রাকার সমস্ত ডিটেলস নিয়ে ইন্সপেক্টর দত্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন, "ওকে ম্যাডাম। আপনি কাল সময় বের করে পুলিশ স্টেশনে এসে রাকেশ নিয়োগীর বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করে যাবেন। আমরা রাকেশকে খুঁজে বের করব। যদি ও চাইল্ড ট্র্যাফিকিং-এ যুক্ত থাকে, তবে ওর শাস্তি অবধারিত।" বলতে বলতেই একটু থমকে গেলেন। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, "একটা কথা ম্যাডাম। রাকেশ কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। ওর বয়ানটা বোধহয় বাবু মণ্ডলের মতো নিরীহ হবে না।"

সুস্মিতা মিষ্টি হাসেন, "মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এখনই চললেন? চা খেয়ে যাবেন না?"

উত্তর না দিয়ে জুতোয় আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ইন্সপেক্টর দত্ত। তিনি পিছন ফিরতেই হাসিটা মুছে গেল সুস্মিতার মুখ থেকে। এই মুহূর্তে প্রতিশোধস্পৃহায় তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। পাষাণপ্রতিমার মতো নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর কথা ভাবছেন। এবার অর্কপ্রভর সেই বিশেষ ফোনটির সময় এসেছে। অর্কপ্রভর কমিশনার বা মন্ত্রীর বন্ধুকে জানিয়ে দিতে হবে রাকার কথা। রাকাকে জীবিত ধরা পড়তে দেওয়া চলে না। তার ভাগ্যলিখনে তিনটে শব্দই শুধু নাচছে, 'শুট অ্যাট সাইট' তথা 'এনকাউন্টার'।

॥ ১১ ॥

"আমার মা-বাবা কই গেল?"

ঘুম থেকে উঠেই নাকিসুরে কান্না জুড়ে দিল বিল্টু, "আমার বাবা-মা কই? ও সান্তাক্লজ! কোথায় হারিয়ে গেল?"

রাকা বিরক্ত হয়। এ তো মহাজ্বালা হয়েছে! ছেলেটাকে ফেলতেও পারে না, আবার ওর নাকি কাঁদুনি সহ্য করাও মুশকিল! মাঝেমধ্যে তার মেজাজ চড়ে যায়। ইচ্ছে করে, ধরে এক থাপ্পড় মারে। কিন্তু পরক্ষণেই অদ্ভুত একটা মায়া ওকে ঘিরে ধরে। হতভাগ্য ছেলেটার জন্য বুকের কোথাও একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি খচখচ করে ওঠে। এই অনুভূতি বলে বোঝানো যায় না। এই অনুভূতিটা কিছু দিন আগেও হত না রাকার। অথচ এখন হচ্ছে। শুধু হচ্ছে বললে ভুল বলা হয়। প্রবলভাবে হচ্ছে। অপরাধবোধের সঙ্গে মিশ্রিত বুভুক্ষু অন্তরের স্নেহের আকুতি বোধহয় এমনই হয়।

গত কয়েক দিন ধরে পার্কসার্কাসের একটা বস্তির ঘর ভাড়া করে আছে রাকা ও বিল্টু। রাকা জানে, বেশিদিন এই ডেরায় থাকা যাবে না। ম্যাডামের পোষা কুকুরেরা চতুর্দিক শুঁকে শুঁকে ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। সেইসঙ্গে পুলিশও উঠেপড়ে তাকে খুঁজছে। হয় সে ম্যাডামের নতুন ডানহাত বিশুর হাতে খুন হবে, নয়তো পুলিশ এনকাউন্টার করে দেবে। অবশ্য সেজন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতাও অবলম্বন করছে সে। নিজের মোবাইলটা রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। প্রয়োজনে রাস্তার পাবলিক বুথ থেকে পাঁচুকে ফোন করে খবরাখবর আদান-প্রদান করে। পাঁচু ফিরে গিয়েছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুস্মিতা অধিকারীর আস্তানায়। রাকা বারণ করেছিল। কিন্তু সে যথারীতি নাটকীয়ভাবে বলে উঠল, "বলিস কী! এখনই তো আমার ওখানে থাকা জরুরি!" তারপর সিরাজ-উদ-দৌলার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করেছে, "বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। তারই শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের কালিমা। কে তাকে আশা দেবে, কে তাকে ভরসা দেবে? ওঠো মা, ওঠো। জাগো মা, জাগো। সাত কোটি সন্তান, হিন্দুমুসলমান..."

রাকা রাগতদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "তুই থামবি?"

"আহ!" পাঁচু নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতের ছাতাটাকে তরোয়ালের মতো করে পেটে ঠেকিয়ে, হাত দিয়ে বাঁট চেপে ধরে কুঁজো হয়ে বলল, "দিলে না! মহম্মদিবেগ! শেষ চেষ্টা করতে দিলে না! পলাশী রাক্ষসী!" আর তারপরই বসে পড়ে গান জুড়ল, "পলাশী, হায় হায় পলাশী..."

"তুই থামবি?" রাকা খেপে গিয়েছে, "না, আমি ওই ছাতা তোর পিছনে ঠুসে দেব?"

"সরি।" সে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়, "এত আদিম হয়ে যাচ্ছিস কেন? মোদ্দা কথা হল, আমি ওখানে না ফিরে গেলে তোকে খবরাখবর কে দেবে? আপাতত আমিই তো ম্যাডামের রাজত্বে জাফর আলি খাঁ।"

"জাফর আলি খাঁ?" রাকা বিটকেল মুখ করে বলল, "সে মালটা আবার কে?"

"আবার কে? মীরজাফর! মূর্খ!"

গতকালও পাঁচু এসে নিজেই মারাত্মক খবরটা তাকে দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, "তুই এখান থেকে পালিয়ে যা। পুলিশ তোকে খুঁজছে। বিশুও এখন খুব রংবাজি করছে। ধরা পড়লে তুই শেষ রাকা।"

রাকা মুখ বিকৃত করেছে, "এখন তবে বিশু মাস্তানি মারছে। শালা বোকা..."

শব্দটা অর্ধেক বলেই থেমে গেল সে। কেন থেমে গেল তা নিজেও জানে না। কতবার কত মানুষের সম্পর্কে এই কাঁচা খিস্তিটা ব্যবহার করেছে রাকা। অথচ আজ কিছুতেই মুখ থেকে শব্দটা নামল না। আচমকা চোখ চলে গেল বাচ্চা ছেলেটার দিকে। বুকের ভিতর থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলে দিল, "শিশুর সামনে ওই শব্দটা বোলো না। বাচ্চাদের সামনে খিস্তি দিতে নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল পাঁচু। বিস্মিত হয়ে বলেছিল, "রাকা! তুই তো সিকিভাগ 'বাবা' হয়ে গেলি রে!"

'বাবা' হওয়া কাকে বলে তা ঠিক জানা নেই তার। তবে নিজের ভিতরের ভাঙচুরটা সবসময়ই টের পাচ্ছে রাকা। ক'দিন ধরে সে বেশ কিছু বাজি-পটকার ফ্যাক্টরিতে চুপিচুপি রাউন্ড মেরেছে। প্রতিটি শিশুশ্রমিকের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়িয়েছে একটা পরিচিত মুখের আদল। চেনা মুখটাকে পায়নি ঠিকই, কিন্তু বাচ্চাগুলোর মুখ ভুলতেও পারেনি। অদ্ভুত নিষ্প্রভ তাদের মুখ। ওদের বয়স কম। অথচ যেন এর মধ্যেই দেখে ফেলেছে অর্ধেক পৃথিবী। দৃষ্টিতে বেবাক শূন্যতা। শৈশবের সবুজ রূপটান যেন হিংসুটে দৈত্যর বরফঢাকা বাগানের ফুলগুলোর মতোই ওদেরও ব্রাত্য করেছে। কঙ্কালসার পাকানো দড়ির মতো চেহারা নিয়ে ওরা শৈশবকে কলঙ্কিত করে রেখেছে।

সার সার নির্বিকার মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে রাকা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বারুদের গুঁড়োয়, ধুলোয় মাথার চুল ধূসর। বৃদ্ধের মতো ঘোলাটে চাউনি, না খেতে পাওয়া কঙ্কালসার দেহ নিয়ে কাজ করছে তারা। ছোট্ট ছোট্ট বুক ভরে নিচ্ছে বারুদের বিষাক্ত নিশ্বাস। রাকা জানে, ওরা বেশিদিন বাঁচবে না। দূষিত বদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস নিতে নিতে একসময় ফুসফুস বিষিয়ে যাবে। কেউ চিকিৎসা করাবে না। শেষপর্যন্ত রক্তবমি করতে করতে মরে যাবে যৌবন ছোঁয়ার আগেই। শৈশব ওদের স্পর্শ করেনি। যৌবনও আসবে না। আসবে শুধু মৃত্যু! বার্ধক্যের শেষ পরিণতি অদৃষ্টে নিয়ে জন্মেছে ওরা।

একের পর এক ভাবলেশহীন বৃদ্ধ মুখগুলো দেখতে দেখতে ভয় আর কান্না, দুই-ই পেয়ে গিয়েছিল তার। এতদিন এসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি রাকা। ম্যাডামের নির্দেশমতো একের পর এক মাল ডেলিভারি দিয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, শিশুরা এতদিন তার কাছে 'মাল' ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই হতভাগাদের পরিণতি কী হল, তা নিয়ে কখনও মাথাব্যথা ছিল না। আজ যখন পরিণতি নিজের চোখের সামনে দেখছে, তখন ভীষণ পাপবোধ তাকে ঘিরে ধরছিল। নিস্পৃহ মরা মাছের মতো চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে হিসেব করছিল এদের মধ্যে ঠিক কত জনকে সে নিজেই এই নরকযন্ত্রণায় ফেলে দিয়ে গিয়েছে। কত জন শিশুকে নিজের অজান্তেই জবাই হতে দিয়ে গিয়েছে কিলো দরে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাকার মনে হয়েছিল তার পাদুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে। ওই শিশুদের বার্ধক্য যেন কেড়ে নিচ্ছে তার সমস্ত দৈহিক শক্তি। কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে এসে একটা ল্যাম্পপোস্টের সামনে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। প্রচণ্ড বিবমিষায় শরীর থরথর করে কাঁপছে। এত দিন ধরে যতটুকু ভাত, রুটি, মাছ-মাংস, বিরিয়ানি কিংবা মুর্গ মুসল্লম ইত্যাদি পাচনতন্ত্রে প্রবেশ করেছে, তার সবটুকু উগরে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। অনেকক্ষণ বমি করার পর শেষপর্যন্ত অবশ, অসাড়, ক্লান্তভাবে হাঁটু মুড়ে ফুটপাথে বসে পড়ে সে। দু'হাতে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছোট বাচ্চাদের মতো। তার অন্তরে তখন কে যেন উন্মত্ত হয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে। বারবার বলে চলেছে, "এ কী করেছি! এ কী করেছি ঈশ্বর!"

কতক্ষণ ওভাবে সর্বহারার মতো বসেছিল, তার খেয়াল নেই। ফুটপাথে বয়ে যাওয়া অনাহত জনস্রোত তাকে অজস্র ঠেলা, গুঁতো মেরে গিয়েছে। একচুলও নড়েনি রাকা। তার চোখের সামনে তখনও অসময়ে বুড়িয়ে যাওয়া শিশুমুখগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের দু'চোখের তীব্র ক্ষুধা যেন বারবার ব্যঙ্গ করে যায়। ওই দু'চোখের সামনে দাঁড়ানোর সাহস আর তার নেই।

আস্তে আস্তে একসময় সংবিৎ ফিরে পেল সে। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও ব্যর্থ মানুষটা আস্তানার দিকে পা বাড়ায়। এখন একটু বিশ্রাম দরকার। আবার কাল সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হবে।

দূর থেকে বস্তির ঘরের মিটমিটে আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। বস্তির যত কাছে যাওয়া যায়, ততই একটা উৎকট গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারে। প্রস্রাবের দুর্গন্ধ তো আছেই। সঙ্গে অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের গন্ধও রয়েছে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে বস্তির আকাশে কালো ধোঁয়ার আস্তরণ। টায়ার পোড়ার তীব্র গন্ধ। শীত আর মশার দাপট সহ্য করতে না পেরে বস্তিবাসীরা আগুন ধরিয়েছে। রাকা দ্রুতপায়ে সেদিকে এগোতে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেল। ও কী! একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে না বস্তির গা ঘেঁষে! গাড়িটার সাদা রং ও গায়ে বড় বড় করে লেখা 'কলম্বাস' শব্দটা তার অতিপরিচিত। তার বুক গুড়গুড় করে ওঠে। এই গাড়িটা সুস্মিতা অধিকারীর পোষা গুন্ডাদের। নিজেও অনেকবার এই গাড়িতেই অপারেশনে বেরিয়েছে রাকা। দুলালের মৃতদেহ সে নিজেই বয়ে এনেছিল এই গাড়িতে। এই গাড়ি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এখন রাকার মৃতদেহ বহন করার জন্য অপেক্ষারত। রাকাকে ওরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, তা পাঁচু বলেছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি!

সে একটু একটু করে পিছিয়ে যায়। গাড়িটা ফাঁকা। মানে, গুন্ডাসম্প্রদায় তাকে খুঁজতে বস্তির ভিতরে গিয়েছে। এই বেলা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

রাকা পিছন ফিরে জোরে দৌড় মারল। এখনই জনতার ভিড়ে মিশে যেতে হবে তাকে। নয়তো আজই তার শেষ দিন। ওই লোকগুলোর হাতে পড়লে দুলালের পাশে তাকেও শুয়ে থাকতে হবে মাটির গভীরে। এখনই পালাতে হবে। পালাতেই হবে।

কিন্তু পালাতে গিয়েও পালানো হল না। সে আচমকা কী যেন মনে করে থমকে দাঁড়িয়েছে। হাতে সময় কম। ম্যাডামের পোষা গুন্ডারা যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। তবু পা সরল না তার। বাচ্চাটা যে বস্তির ঘরেই রয়ে গিয়েছে! রাকাকে না পেয়ে হয়তো ওই ছোট্ট শিশুটার উপরই নির্যাতন চালাবে ওরা। ওদের মনে তো দয়ামায়া নেই। হয়তো মারতে মারতে মেরেই ফেলবে। অথবা ফের বিক্রি করে দেবে কোনও দালালের কাছে।

মাথা ঝাঁকায় রাকা। ধুস, এত কথা সে ভাবছে কেন? এখন কি এসব ভাবার সময়? মনকে সে বোঝায়, "রাকা, বাচ্চাটা তোর কেউ নয়। ওর কথা ভাবিস না। আপনি বাঁচলে তবে বাপের নাম।" বারবার এক কথা বুঝিয়ে চলেছে নিজেকে। মস্তিষ্ক সংকেত দিচ্ছে, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও। এখন অন্যের কথা ভাবার সময় নয়। তবু এক পাও নড়তে পারছে না রাকা।

শেষপর্যন্ত সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। রাকা ফের প্রাণপণ দৌড়োল। না, বস্তির উলটো দিকে নয়, বস্তির দিকে। বস্তির সেই ঘরটায়, যেখানে একটি শিশু সমস্ত বিপদ থেকে অনবহিত হয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। এখনই পৌঁছোতে হবে তার কাছে। যদি রাকার আগে বিশুরা ওর খোঁজ পেয়ে যায়...

আর ভাবতে পারল না রাকা। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ছুটছে সে। কয়েক দিন বস্তিতে ঘুরে ঘুরে গলিঘুঁজিগুলো চেনা হয়ে গিয়েছে। বিশুবাহিনীর সামনাসামনি পড়ার ভয় ছিল। তৎসত্ত্বেও প্রাণ হাতে করে ছুটল রাকা। সাঁৎ-সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে ঘিঞ্জি নোংরা চোরাগলিগুলো। পায়ে নোংরা বর্জ্যপদার্থ লেগে যাচ্ছে। তা যাক। তাকে এখন পৌঁছোতে হবে। পৌঁছোতেই হবে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অবশেষে নিরাপদেই নিজের ঘরের সামনে পৌঁছে গেল রাকা। দরজা ভেজানো ছিল। দড়াম করে দরজা খুলে ভিতরে দেখল, বাচ্চাটা তখনও মাটিতে লম্বা হয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। রাকা তড়িঘড়ি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে খিল এঁটে দিল। তারপর বিল্টুকে ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে তুলল, "অ্যাই...! ওঠ! ওঠ!"

বিল্টু হুড়মুড় করে উঠে বসল। কচি কচি হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে সে। বিস্মিত, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে, "আমার মা-বাবা কই গেল? ও সান্তাক্লজ!"

রাকার মাথাটা চড়াৎ করে গরম হয়ে গেল। এত বিপদ মাথায় করে সে এই ছেলেটার জন্যই ফিরে এল, অথচ ব্যাটার এখন দেয়ালা করার শখ হয়েছে! রাকারও দোষ নেই। সে আর জানবে কী করে যে বিল্টু রোজ ঘুমোতে যাওয়ার আগে তার পাশে চক-খড়ি দিয়ে দুটো মানুষের ছবি আঁকে! একটা ছবিতে অবিকল রুক্মিণীদিদির মতো একটা মহিলা থাকে। আর-একটা এক পুরুষের ছবি। আসলে যা বাস্তবে নেই, সেই অস্তিত্বকে চক-খড়ি দিয়ে ধরতে চায় বিল্টু। তার অদেখা মা-বাবার ছবি এঁকে তার পাশে শুয়ে পড়ে সে। ভেবে আনন্দ পায় মা-বাবার পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু রাকা হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকার ফলে জুতোর ঘষায় তার শিল্পকর্ম মুছে গিয়েছে। চক-খড়ির বাবা-মা হারিয়ে গিয়েছে।

"শো-ন!" রাকা চোখ পাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলার আগেই দরজায় জোরালো ধাক্কার শব্দ। রাকা প্রমাদ গুনল। ওরা এসে গিয়েছে। এবার?

সে আর কিছু না বলে বিড়ালছানার মতো এক ঝটকায় তুলে নিল বিল্টুকে। এখন বকাবকি বা ভাবাভাবির সময় নেই। নরখাদক কুকুরেরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসে হাজির হয়েছে। আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না।

বাইরে থেকে বিশুর চড়া গলা ভেসে এল, "রাকা, শালা দরজা খোল। আমরা জানি তুই ভিতরেই আছিস। মাজাকি না মেরে চুপচাপ বেরিয়ে আয়।"

"কে?" বিল্টু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে না পেরে কচি গলায় ধমকে ওঠে, "দরজায় অমন গুঁতো মারছ কেন? রাকা-শালা বলে এখানে কেউ থাকে না। চলে যাও বলছি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কিছুক্ষণের জন্য উলটো দিকে নীরবতা। বোধহয় ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছে। রাকার খোঁজেই এসেছিল ওরা। কিন্তু আচমকা এর মধ্যে একটা শিশুকণ্ঠ কোথা থেকে এসে টপকে পড়ল তা বুঝে উঠতে পারছে না। বিশু একটু থেমে আবার বলল, "রাকা, চুপচাপ বেরিয়ে আয় বলছি।"

বিল্টু আবার চেঁচিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। রাকা তার মুখ চেপে ধরেছে, "শ্‌শ্‌শ..! চুপ কর!"

বাচ্চা ছেলেটা চোখ বড়বড় করেছে। সে এখনও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী! লোকগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে এমন ষাঁড়ের মতোই বা চেঁচাচ্ছে কেন? তবে কি ওরা দুষ্টু লোক? সান্তাক্লজের ক্ষতি করবে?

"একটাও কথা বলবি না।" রাকা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "যা বলছি কর। চুপচাপ আমার পিঠে উঠে পড়। জোরে চেপে ধর আমাকে। যাই হোক, যতই ভয় লাগুক, আমার গলা জোরে জড়িয়ে রাখবি। কিছুতেই ছাড়বি না। বুঝেছিস?"

যদিও কিছুই বুঝল না বিল্টু। তবু মাথা নাড়ল। রাকা ততক্ষণে লাথি মেরে পিছনদিকের দরজাটা ভেঙে ফেলেছে। তারপর ঘরের একদিক থেকে একটা টুল এনেছে। তার উপরে বিল্টুকে পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দরজায় এখন প্রবল ধাক্কা। দুর্বল দরজা বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। ভেঙে পড়ল বলে। রাকা প্রাণপণে ছাতের টালি সরাচ্ছে। কপালগুণে ঠিক এই ঘরটার ছাতেই একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে। রাকা সেটা আগেই লক্ষ করেছিল।

"ও কী! দরজাটা ভাঙলে যে?" বিল্টু রাকার কানে ফিসফিস করে বলে, "আবার টালি সরাচ্ছ কেন?"

"চুপ!" রাকা চাপা ধমক দিল, "এখন একদম চুপ করে থাক। একটাও কথা নয়।"

জীবনে এমন দুঃসাহসিক কাজ কখনও করেনি সে। কিন্তু প্রাণের দায় সকলকে মরিয়া করে তোলে। দরজার উপর বোধহয় বিশুরা প্রায় হামলেই পড়েছে। একদিকে দরজাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এখনই ভেঙে পড়ল বলে। অন্যদিকে মরিয়া হয়ে টালি সরাচ্ছে রাকা।

অবশেষে দুর্বৃত্তরা দরজা ভেঙেই ফেলল। সকলের আগে বিশু ঘরে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ঢুকেছে। ম্যাডাম তাকে পইপই করে বলে দিয়েছেন, যে করেই হোক রাকাকে শেষ করতে হবে। বিশুকে বেশি বলার দরকার ছিল না। এ কাজটা নিজের হাতে করতে পারলে সে খুশিই হবে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই আগে সে-ই ঘরে ঢুকল। হাতে একটা চপার। পিছন পিছন বাকিরা। তাদের হাতে ভোজালি থেকে শুরু করে আগ্নেয়াস্ত্র, সবই আছে।

অস্ত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু যার উপর প্রয়োগ করা হবে সেই লোকটাই নেই! বিশুরা ঘরে ঢুকে দেখল, সেখানে কেউ নেই। পুরো ভোঁ ভাঁ! ঘরে যেটুকু আসবাবপত্র ছিল সব এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। একটা ছোট্ট বোঁচকা পড়ে আছে এককোণে। উলটোদিকে একটা টুল পড়ে আছে। পিছনের টিনের দরজা ভাঙা!

"শালা!" বিশু একটা নোংরা খিস্তি দিয়ে বলল, "পিছনদিক থেকে সটকে পড়েছে। যাবে কোথায়? হারামির বাচ্চা!"

বিশু অ্যান্ড কোং হুড়মুড় করে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল রাকার খোঁজে। ঠিক এটাই আশা করেছিল রাকা। বিশু তার মতো শিক্ষিত নয়। রাকা তাকে কম দিন দেখছে না। যেমন গন্ডারের মতো ষণ্ডা চেহারা, তেমনই গন্ডারের বুদ্ধি। পিছনের দরজা ভাঙা দেখে সে খড়্গ উঁচিয়ে ওদিকেই পাঁই পাঁই করে দৌড়োবে। কিন্তু রাকা যে ছাত দিয়েও বেরিয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা দুঃস্বপ্নেও তার মাথাতেই আসবে না। এমনকী গবেটটা যদি একবার ছাতের দিকেও তাকাত, তবে দেখতে পেত টালিগুলো অগোছালোভাবে সাজানো আছে। তাড়াহুড়োতে নিখুঁতভাবে ঠিকভাবে সাজাতে পারেনি ও। কিন্তু ওই যে! গন্ডারের বুদ্ধি! পাঁচু থাকলে বলত, গণ্ডমূর্খ!

অশ্বত্থ গাছের একটা শক্তপোক্ত নিরাপদ ডালে বসে পুরো ঘটনাটাই দেখতে পায় রাকা। এই সংকটেও তার বেজায় হাসি পেয়ে গেল। এই লোকটাকে তার জায়গা দিয়েছেন ম্যাডাম! কাকে দিয়েছেন রাজার পার্ট! আপনমনেই খুকখুক করে হাসতে গিয়ে টের পেল তার গলায় কচি হাতদুটো অসম্ভব জোরে চেপে বসেছে। চটে গিয়ে বলল, "দূর ছাই! আমার গলা টিপে মারবি নাকি?"

বিল্টু তখনও রাকার পিঠে। যথাসম্ভব জোরে মানুষটাকে আঁকড়ে ধরে বসেছিল সে। তার ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা এখনও কাঁপছে। লোকটার কী অসীম শক্তি! তাকে পিঠে নিয়েই দিব্যি সরসর করে গাছে উঠে পড়েছে। বিল্টু তখন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

প্রাণপণে রাকাকে জাপটে ধরে ঠাকুর ডাকছিল। তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পড়ে গেল। বাচ্চা ছেলেটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সে আদৌ নীচে পড়ে যায়নি। রাকার ধমকে চাপা গলায় উত্তর দিল, "আমি কী করব? তুমিই তো বলেছিলে, 'যতই ভয় লাগুক, জোরে গলা জড়িয়ে ধরবি'। তাই ধরে আছি।"

রাকা চোখ গরম করল, "মাজাকি হচ্ছে? আমি তোকে গলা ধরে থাকতে বলেছি। গলা টিপে আমায় মারতে বলিনি।"

বিল্টু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "বকছ কেন? আমি কী করে বুঝব যে..."

"চোপ!" সে হিংস্রভাবে বলল, "তোর কী মনে হয়? বাবু মণ্ডল খুব খারাপ লোক? এই যে লোকগুলো চপার, ছুরি, পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা খুব ভয়ংকর?" রাকা একটু থেমে ফের যোগ করল, "তবে তুই খারাপ লোক এখনও দেখিসনি! ওরা কেউ আমার চেয়ে খারাপ নয়।"

বিল্টু ফিক করে হেসে ফেলেছে, "তুমি খারাপ হবে কী করে? তুমি তো সান্তাক্লজ!"

বিস্ময়ে রাকার মুখ থেকে কথা সরে না। এই বাচ্চা ছেলেটার অবুঝ বিশ্বাস যে কিছুতেই ভাঙে না! এইমাত্র নিজের চোখে দেখল কতগুলো গুন্ডা রাকাকে খুন করার জন্য হামলা করেছিল। অথচ তারপরও তার একটুও ভয় নেই। একবারও মনে হল না, যে মানুষটির সঙ্গে সে এখন বসে আছে, সেই লোকটি নিজেও একজন খুনি হতে পারে। এই অবোধ একনিষ্ঠ বিশ্বাসের সামনে কী করবে রাকা?

"আমরা এখন কোথায় যাব?" বিল্টু বলে, "তুমি এই ঘরটার একটা দরজা ভেঙে ফেলেছ, আর দুষ্টু লোকগুলো আর-একটা দরজা ভেঙেছে। এখন কী করব?"

"আপাতত এই গাছেই রাতটা কাটাতে হবে। এখন এখান থেকে নীচে নামলে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার চান্স আছে।" রাকা বিরক্ত হয়ে বলল, "খিদে পেয়ে থাকলে কিছু করার নেই। এই গাছ ছেড়ে আমি নড়ছি না।"

"না। খিদে পায়নি।" বিল্টু ঢোঁক গেলে, "কিন্তু শীত করছে যে!"

"আয়। আমার কাছে আয়।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বাচ্চা ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল সে। তার দেহের উষ্ণতায় আরাম পেল বিল্টু। বিড়বিড় করে বলল, "আর শীত করছে না।"

মাথার উপর তারাভরা আকাশ। তার নীচে পাথরকঠিন বুকে একটি শিশুকে নিয়ে শুয়ে আছে এক রাক্ষস। রাক্ষস না সান্তাক্লজ? রাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজকাল নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না সে।

পৃথিবীতে দুটো প্রজাতি আছে।

॥ ১২ ॥

She lov'd me for the dangers I had pass'd,
And I lov'd her that she did pity them

গায়ে কাঁচা সরষের তেল মাখতে মাখতে মনের দুঃখে ওথেলোর ডায়ালগ দিচ্ছিল পাঁচু। মনের দুঃখের একটাই কারণ। অনেক দিন পর একটা শখের থিয়েটার দলের সঙ্গে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে যুক্ত হয়েছিল সে। অভিনয় ক্ষমতা তার জন্মগত। দলের ডায়রেক্টর প্রথমে তাকে চাকরবাকরের রোল দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু ট্রায়াল দিতে গিয়ে ব্যোমকে গেলেন। কথা নেই বার্তা নেই, একেবারে সরাসরি ওথেলোর চরিত্রের অফার দিয়ে বসলেন।

কাল রাতেই অভিনয়ের কথা ছিল। মুখে একরাশ কালি মেখে, ঝাঁকড়া চুলের উইগ এবং যথারীতি কালো কোট আর সিল্কের ঢলঢলে প্যান্টুলুন পরে স্টেজে নেমে পড়েছিল সে। রীতিমতো ধমক-চমক দিয়ে অভিনয়ও করছিল। ওথেলো বলে কথা। বুক চিতিয়ে, দৃপ্ত ভঙ্গিতে না হাঁটলে চলবে কেন? কে জানত ইয়াগো নয়, ওই দৃপ্তভঙ্গিই ওথেলোর কাল হবে। শুরু থেকেই হতভাগ্য প্যান্টটা বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। কোমরে ঢলঢলে হওয়ার দরুন শেষমুহূর্তে একটা সুতলির দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল সে। কিন্তু মঞ্চে উঠে বেশ কয়েকবার উত্তেজিতভাবে হাঁটাচলা করার পরই আচমকা ফটাং করে দড়িটা ছিঁড়ে গেল। এবং সিল্কের প্যান্টুলুন পাতলা নলেনগুড়ের তীব্র ভিস্কোসিটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মঞ্চের মাঠে। হচ্ছিল 'ওথেলো', মুহূর্তে হয়ে গেল 'উলঙ্গ রাজা'।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওথেলোর অবশ্য সেদিকে খেয়ালই নেই। সে তখনও অভিনয় করে চলেছে। সে কী দৃশ্য! পিছনে 'ওথেলো'র ডায়লগের ক্যাসেটে উৎপল দত্তের গমগমে কণ্ঠস্বর, আর সামনে কালো কোট ও জাঙিয়া পরা ওথেলো! দর্শক সিটি মেরে উঠেছে। মহিলারা কোথায় লুকোবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত ইয়াগোর আর সহ্য হল না। সে লাফ মেরে স্টেজে ঢুকে শুদ্ধ বাংলায় বলে উঠল, "ওরে, আগে প্যান্টুলটা পর! তারপর ডায়লগ বলবি।"

ব্যস! সেই যে 'ওথেলো' ওরফে পাঁচু লাফ মেরে ওখান থেকে পালাল, আর ওমুখো হয়নি। নাটকটাও শেষপর্যন্ত হল না। বাধ্য হয়েই ডায়রেক্টর পুত্রশোকার্ত পিতার কণ্ঠে বিলাপ করে উঠলেন, "আমাদের নাটক আর মঞ্চস্থ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ওথেলো নিরুদ্দেশ! এবং ওই অশ্লীল ওথেলোর সঙ্গে ডেসডিমোনার মঞ্চে অবতীর্ণ হতে প্রবল আপত্তি আছে।"

ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল পাঁচুর। তার মদের নেশা নেই, মেয়েছেলের নেশা নেই, তাস-পাশা খেলে না। জীবনে একটাই নেশা ছিল। অভিনয় করার নেশা। সেটাও এমনভাবে চৌপাট হয়ে গেল! 'ওথেলো' যে এমনভাবে প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন দেবে তা কে জানত! ধুস, গোটা জীবনটাই অর্থহীন!

বিরক্ত হয়েই তেলমাখা শেষ করল পাঁচু। এখন সাবান মেখে অনাথ আশ্রমের সংলগ্ন পুকুরে গোটা কয়েক ডুব মেরে এলেই হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুকুরের জলকে তৈলাক্ত করতে চায় না সে। বরং মালি মুকুন্দের সঙ্গে সেটিং করে রেখেছে। গাছে জল দেওয়ার হোসপাইপের জল দিয়েই স্নান সেরে নেয়। পুকুরে স্নান করার অনেক ঝামেলা। জলে নামার আগেই প্রথমে পুকুরের একচোট জোলো হাওয়া খেয়ে 'হি হি' করে কাঁপো রে! তারপর জলে ঠ্যাং ডুবিয়ে ভাবতে থাকো যে এখন জলে নামা উচিত কি না! বিশেষ করে 'ওথেলো' কীর্তির পর পুকুরের ধারেকাছেও ঘেঁষবে না পাঁচু। বলা যায় না। সাঁতার কাটার সময় বা ডুব মারলে যদি পরনের গামছাটিও পম্পাগর্ভস্থ দুর্যোধনের মতো আত্মগোপন করে, তবে কলাপাতা ছাড়া লজ্জা নিবারণের আর কোনও উপায় নেই। তার চেয়ে বেঁচে থাকুক বুড়ো মুকুন্দের হোসপাইপ।

এসব অগ্রপশ্চাৎ বিচার করেই পাঁচু মহানন্দে সাবান টাবান মেখে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হোসপাইপের জলে স্নান করছিল। স্নানটা নির্বিঘ্নেও হয়ে যেত। কিন্তু এর মধ্যেই হতভাগা বিশু এসে টপকে পড়ল। পিছন থেকে আওয়াজ দিল, "ওটা বাগানের ফুলদের স্নান করানোর জন্য। আগাছার জন্য নয় রে খানকির ছেলে!"

পাঁচুর মাথা গরম হয়ে যায়। এই হারামজাদা কয়েক দিন আগেও মুখ তুলে কথা বলার সাহস রাখত না। ইদানীং শালা একেবারে বাপ-মা তুলে কথা বলছে। দু'পয়সার দালালের দুঃসাহস দ্যাখো! সে মুখে কিছু বলল না। বরং মনে মনে বলল, "খানকির ছেলে তুই, তোর বাপ, তোর চোদ্দো পুরুষ!"

বিশু হোসপাইপের নলটা যে কলের মুখে আটকানো ছিল, সেই কলটা বন্ধ করে দিল। ভারিক্কি গলায় বলল, "বিনা কারণে জল নষ্ট করা ঠিক নয়।"

এবার রেগে গেল পাঁচু। শুয়োরের বাচ্চাটা কথা-বার্তা, চলনে-বলনে রাকাকে নকল করে। রাকার ব্যারিটোন ভলিউমে যে ডায়লগ মানাত, তা কি ওর মিকি মাউসের মতো গলায় মানায়? অজিতেশের ডায়লগ যদি নবদ্বীপ হালদার বলে তবে এমনই শোনায়! সে মনে মনে একরাশ খিস্তি দিতে দিতে বলে, "কলটা বন্ধ করলি কেন?"

"জল বাঁচাচ্ছি।"

সে গরগর করে ওঠে, "মাথায়, গায়ে যে আইসক্রিমের মতো ফেনা লেগে আছে তার কী হবে?"

"চেটে সাফ কর।" বিশু মুরুব্বির মতো বলে, "কিন্তু অনাথ আশ্রমের জল নষ্ট করা চলবে না। পুকুরে গিয়ে ডুব মার গে যা।"

"অনাথ আশ্রমের উপর তোর এত দরদ কবে হল রে?" পাঁচু খেপে গিয়ে দু'-একটা গালাগাল দিতেই যাচ্ছিল, তার আগেই ফের হোসপাইপ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে শুরু করেছে। অবাক হয়ে সে পিছনে তাকায়। কলটা কে খুলে দিল!

বিশুও হয়তো বিস্মিত হয়ে সেদিকেই তাকিয়েছিল। যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ওদের দু'জনের গরমাগরম কথোপকথনের মধ্যেই কখন যে অগোচরে সুস্মিতা অধিকারী পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, টেরই পায়নি। তিনিই এসে কলটা খুলে দিয়েছেন। পাঁচুর দিকে তাকানোর

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনই বোধ করলেন না। বিশুর দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে বললেন, "অনাথ আশ্রম কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কে হোসপাইপে স্নান করবে, কে পুকুরে, তা তুই ঠিক করে দিবি বিশু?"

এবার বিশুর ভয় পাওয়ার পালা। রাতে সে যতই নকল রাজা সাজুক, দিনের বেলা নিতান্তই চাকর। সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, "না ম্যাডাম। আমি এমনিই..."

সে বোধহয় কোনও কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিল সুস্মিতার শাণিত কণ্ঠস্বর, "আমার ঘরে আয়। তোর সঙ্গে কাজের কথা আছে।" এবার তার চোখ পাঁচুর দিকে ফিরল, "তুই স্নান করে একবার অফিসে আসবি। আজ রাতে তোকে ওভারটাইম খাটতে হবে। টাকার কথা ভাবিস না। পুষিয়ে দেব।"

কথাগুলো ছুড়ে দিয়েই তিনি পা বাড়ালেন অফিসের দিকে। বিশু তখনও চলৎশক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাঁচু ভেংচি কেটে বলে, "অনাথ আশ্রমের চিন্তায় ঘুম হচ্ছিল না তো? ওরে পাগলা, মা কি তোর একার?"

তার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে চলে গেল। এখন নির্ঘাত তার কপালে চূড়ান্ত ঝাড় নাচছে। দু'দিন আগে রাকা একটুর জন্য ফসকে গেল। ব্যর্থতা একদম সহ্য করতে পারে না সুস্মিতা। কড়া কথা না শুনিয়ে কি ছাড়বেন? আবার উলটোদিকে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে হোসপাইপের জলে স্নান করছে পাঁচু। আবার চিৎকার করে বাতেলা মারছে, "Drown thyself? Drown cats and blind puppies."

"কী?"

পাঁচু তার গাল টিপে দেয়, "ও আমার রক্ষিতে ভগিনী, দাঁড়াও একটু নেয়ে নি।"

বিশু চলে যাওয়ার পরই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পাঁচু অনাথ আশ্রম সংলগ্ন নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গেল। চটপট ভিজে গামছা ছেড়ে ফেলে, জল মুছে জামাকাপড় পরে তৈরি হল আড়ি পাতার জন্য। ম্যাডামের কেবিনের পিছনের জানালাটা তার কোয়ার্টারের একদম কাছে। ওই জানালাটা খুব কাজের। চুপিচুপি একবার আড়ি পাতলেই হল। ভিতরে কী হচ্ছে তার সবটাই দেখা বা শোনা যাবে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তখন সুস্মিতার কেবিনে অভিনীত হচ্ছে আর-এক নাটক। তিনি কঠিন মুখ করে তাকিয়ে আছেন। সামনে অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বিশু। কড়া দৃষ্টিতে তাকে একবার দেখে নিয়ে শান্তস্বরে বললেন সুস্মিতা, "তোকে ওয়ার্থলেস ছাড়া আর কী বলব বিশু? নিজেই বলছিস খবরটা পাকা ছিল। রাকা যে বস্তির ঘরে ছিল সে খবর তুই ঠিক পেয়েছিলি?"

"অন গড ম্যাডাম!" বিশু নিজের অ্যাডাম্‌স অ্যাপ্‌ল টিপে ধরেছে, "আমরা রাকার ছবি নিয়েই খোঁজ করছিলাম। আমাদের কাছে খবর ছিল যে, রাকা পার্কসার্কাসের বস্তি এলাকাতেই ছিল। এমনকী বস্তির লোকজনও চিনতে পেরেছিল ওকে।"

"তা হলে সে গেল কোথায়?" সুস্মিতার কণ্ঠস্বর হিংস্র, "তোদের চোখের সামনে দিয়েই পালিয়ে গেল। আর তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি!"

বিশু বুকে মুখ গুঁজল, "ও পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে ম্যাডাম। আর আমরা বস্তির ভিতরের গলিঘুঁজি তেমন ভালভাবে চিনি না। তবু চেষ্টা করেছিলাম..."

সুস্মিতা রাগে পেপারওয়েট ঠকাস করে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন, "চেষ্টা শব্দটা আমার সামনে বলবি না বিশু। চেষ্টা বলে কোনও কথা নেই। কাজটা হয় করবি, নয় পারবি না। তুই জানিস, এর আগে দুলাল যখন একটা মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন রাকা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওকে খুঁজে লাশ ফেলে দিয়েছিল। রাকা যদি পারে, তবে তুই পারবি না কেন? না আমি ভেবে নেব যে একটা অপদার্থকে কাজের ভার দিয়েছি?" বলে আড়চোখে বিশুর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "অপদার্থ! জাস্ট অপদার্থ! ইউ নো? আই মাস্ট অ্যাডমিট, আয়্যাম অলরেডি মিসিং রাকা। তোর সে গাট্‌সই নেই! রাকার ক্যালিবারের এক পার্সেন্টও নেই তোর মধ্যে।"

বিশুর মুখ রাগে, অপমানে থমথম করছে। সুস্মিতা মনে মনে খুশি হলেন। এটাই তো চান তিনি। বিশু রাকেশের মতো বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু গোঁ আছে ছেলেটার। ওকে অপমান করে সেই গোঁ-টাকেই খুঁচিয়ে তুলতে চাইছেন। আলটপকা রাকার প্রশংসা করার পিছনে এই উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে।

"ওকে ম্যাডাম।" সে বলল, "আজ রাতেই কাজ হয়ে যাবে।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"কী করে হবে?" সুস্মিতা ঠান্ডা গলায় বললেন, "রাকাকে 'লেম ডাক' পেয়েছিস? সে কি তোদের জন্য পার্কসার্কাসের বস্তিতেই অপেক্ষা করবে?"

বিশু চুপ করে থাকে। সুস্মিতা তাকে ভাল করে মেপে নিলেন। ওষুধ ধরেছে। গরমের পর এবার তুলনামূলক নরম গলায় বলেন, "আমি বলছি তোকে কী করতে হবে। আমার লোক জেলে বাবু মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করেছে। ও রাকাকে আন্নাকালীর কথা বলেছে। রাকা আন্নাকেই খুঁজছে। আমি যত দূর জানি ওকে, ও ঠিক খুঁজে বের করবেই। তবে ও খুঁজে পাওয়ার আগেই তোরা আন্নাকালীর ডেরায় চলে যা। ওখানেই নজর রাখ। রাকা ওখানে যাবেই। পেয়ে যাবি।"

"কিন্তু ম্যাডাম! আন্নার ডেরা কোথায় কেউ জানে না। যারা ওকে বাচ্চা সাপ্লাই দেয়, তারাও জানে না।"

"ঠিক।" সুস্মিতা রহস্যমাখা হাসি হাসলেন, "কিন্তু আমি জানি। তুই শুধু..."

বাকিটা বলার আগেই হঠাৎ আচমকা একটা চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ কানে আসতেই থেমে গিয়েছেন তিনি। চোখের ইশারায় বিশুকে অপেক্ষা করতে বলে সুস্মিতা বাইরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কৌতূহলী হয়ে বিশুও উঁকি মারল বাইরে।

ঘটনাটা বিশেষ কিছুই নয়। অনাথ আশ্রমে একটি 'মেন্টালি চ্যালেঞ্জড' বারো বছরের বাচ্চা মেয়ে আছে। শারীরিকভাবে কোনও ত্রুটি নেই। দেখলে চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু তার মানসিক পরিণতি এখনও পাঁচ-ছ'বছরেই আটকে আছে। বারো বছর বয়স হলেও তার হাবভাব, কথা বলার টোন অবিকল পাঁচ বছরের শিশুর মতোই। কখনও সে আপনমনেই নিজের পুতুল 'গুগলি'র সঙ্গে কথা বলে, কখনও বা অনাথ আশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরঘুর করতে থাকা কুকুর 'ভুলু'র উপর আদরের অত্যাচার চালায়। কখনও নিজের চিরুনি দিয়ে তার গায়ের লোম আঁচড়ে দেয়। কখনও তার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সাবান দিয়ে স্নান করায় তাকে।

আজ ভুলু সম্ভবত কোনও গাড়ির নীচে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। দেহ অক্ষত থাকলেও পিছনের পা-টা ভেঙে গিয়েছে। অনাথ আশ্রমের সামনের চাতালে শুয়ে করুণ স্বরে কুঁই কুঁই করে কেঁদে চলেছে সে। তার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সঙ্গে মেয়েটিও হাপুস নয়নে কাঁদছে। ভুলুর মাথা নিজের কোলে রেখে কান্নাজড়ানো গলায় বলছে, "ও ভুলু, কাঁদিস না। আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলব। ও ভুলু! কোথায় ব্যথা লেগেছে? আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আদর করে দিচ্ছি। ব্যথা কমে যাবে।"

অনাথ আশ্রমের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কাছে ব্যাপারটা খুব মজাদার বলে মনে হয়। তারা পিছনে আওয়াজ দেয়, "পাগলি... এই পাগলি...!"

একজন বলল, "ওভাবে বললে ভুলু বুঝবে না। ভৌ ভৌ করে বল।"

আর-একজন ভেঙচি কেটে বলে, "এভাবে বল। ভুলু... ভৌ! লেগেছে? ভৌ ভৌ?"

মেয়েটি ভেবেছে হয়তো ওদের কথাই ঠিক। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ভুলু... ভৌ ভৌ! কাঁদিস না... ভৌ ভৌ!"

উপস্থিত ভিড় তখন হাসিতে ফেটে পড়েছে। মেয়েটি বিস্মিত, ব্যথিত জলভরা চোখদুটো তুলে বোঝার চেষ্টা করে ওরা হাসছে কেন। ভুলু তার কোলে মাথা রেখে কাঁদছে। ওর পায়ে ব্যথা লাগাটা তো আদৌ কোনও হাসির কথা নয়! সকলের ব্যঙ্গাত্মক হাসির সামনে সে অল্প অল্প করে গুটিয়ে যেতে থাকে। দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে যে তাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। তার ঠোঁটদুটো অব্যক্ত যন্ত্রণায় থিরথির করে কেঁপে উঠল। পারলে যেন এখনই মাটিতে মিশে যায়।

"কী হচ্ছে এখানে?"

পিছন থেকে সুস্মিতার ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। বাচ্চারা তটস্থ হয়ে যায়। সর্বনাশ! বড় দিদিমণি চলে এসেছেন! পিছনে দাঁড়িয়ে যারা এতক্ষণ হেসে কুটিপাটি হচ্ছিল, তারা সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ করে কেটে পড়েছে। কিন্তু সামনের সারির অপরাধীদের পালানোর উপায় নেই। তারা হাসি থামিয়ে মুখ নিচু করেছে।

সুস্মিতা এক নজর দেখেই বুঝলেন ব্যাপারটা কী হয়েছে। যারা হাসি-ঠাট্টা করছিল তাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কুকুরটার পা থেঁতলে গিয়েছে, আর তোমরা হাসছ? তোমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে?"

"আমরা একটু মজা করছিলাম দিদিমণি।" একটি শিশু ভয়ে ভয়ে জানায়।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"কীরকম মজা?" কঠিন গলায় বলেন তিনি, "একটা প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে, সেটা কি খুব মজার ব্যাপার? না যে মেয়েটা তোমাদের মতো সুস্থ-স্বাভাবিক নয়, তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উত্ত্যক্ত করাটা মজার? এটা যদি মজার হয়, তবে বলতে হবে যার পিছনে তোমরা দল বেঁধে লেগেছ, সে তোমাদের চেয়ে অনেক গুণ ভাল।" তার কণ্ঠস্বর ইস্পাতের মতো কঠিন, বরফের মতো শীতল, "সে তোমাদের মতো সুস্থ নয়। তাই তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো আছে। এইটুকু বোঝে যে একটা কুকুরের পা ভেঙে গেলে তারও ব্যথা হয়। তার যন্ত্রণা দেখে সে আনন্দ পায় না, কাঁদে। তোমরা ওকে পাগল ভাবো। কিন্তু ও পাগল নয়। ও তোমাদের চেয়ে অনেক আলাদা এবং অনেক গুণ ভাল।"

বকুনি খেয়ে শিশুর দল কাঁচুমাচু মুখে চলে যায়। সুস্মিতা তাদের দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। বুঝবে না! ওরা কোনও দিন বুঝবে না অসুস্থ, অস্বাভাবিক হওয়ার কষ্ট ঠিক কী? ওরা বিদ্রূপ করবে। ব্যঙ্গ করবে। নিজেদের সুস্থতার অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। শেমলেস চিলড্রেন! এরা নাকি বড় হয়ে দেশের উন্নতি সাধন করবে! অপরের যন্ত্রণাকে যারা হাসি ঠাট্টার খোরাক ভাবে, তারা দেশের কোন দুঃখ ঘোচাবে কে জানে!

তার চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছিল। এবার আচমকাই মুখটা নরম হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ তাকে পাথরের দেবী মনে হচ্ছিল। এখন সারা মুখে ম্যাডোনার মতো মমতা ছড়িয়ে গেল। মেয়েটি তখনও কাঁদছিল। তার পাশে বসে কোমল কণ্ঠে জানতে চাইলেন, "কাঁদছ কেন?"

"ওরা আমাকে খেপায় যে বড়দিদিমণি! পাগল বলে!" সে মাথা ঝাঁকায়, "আমি কি পাগল?"

"বড়দিদিমণি নই, আমি তোমার মামণি।" তিনি আদর করে তার মাথায় হাত রেখেছেন। আস্তে আস্তে বোঝানোর মতো করে বললেন, "জানো, গড না কোনও কোনও চাইল্ডকে একটু বেশি ভালবাসেন। তাই তাদের অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তৈরি করেন। তুমিও তেমনই গডের স্পেশ্যাল চাইল্ড। পাগল হবে কেন?"

সে চোখ মুছে ভুলুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "ও ভুলু, শুনেছিস? মামণি বলেছে, আমি পাগল নই। আমি স্পেশ্যাল! গড আমাকে ভালবাসে! হি হি! কী মজা, তাই না?" বলতে বলতেই মেয়েটি হাততালি দিয়ে ওঠে। পরক্ষণেই মুখ কাঁচুমাচু করেছে সে, "ও ভুলু! আবার কাঁদছিস

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কেন? তোর কোথায় লেগেছে? কাঁদিস না, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব।"

"কিচ্ছু হবে না তোমার ভুলুর।" সুস্মিতা কুকুরটার জখম পায়ের দিকে তাকালেন। আঘাত খুব গুরুতর নয়। এখনই কোনও ভেটেরানারি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো পা-টা বেঁচে যাবে।

বারান্দার ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল রুনা। তার দিকে তাকিয়ে বললেন সুস্মিতা, "ভেট ডক্টর বিরুপাক্ষ সেনকে ফোন করে দাও। আমার নাম করে বলো যে একটা আর্জেন্ট কেস আছে। উনি যেন এখনই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেন। অন্য দিন বা অন্য সময় হলে চলবে না। এখনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই আমার।" কথা শেষ করে চলে যেতে গিয়েও থমকে গেলেন তিনি। কড়া গলায় বললেন, "আর দ্বিতীয়বার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। ওই মেয়েটির স্পেশ্যাল কেয়ার নাও। দরকার পড়লে সব সময় আগলে আগলে রাখো। আমি দেখতে চাই না, কেউ ওকে পাগল বলছে বা উত্ত্যক্ত করছে। বুঝেছ?"

বলতে বলতেই কেবিনের দিকে পা বাড়িয়েছেন তিনি। পাঁচু তখনও জানালার তলায় বসেছিল। ঘটনাটা দেখতে না পেলেও সবটাই শুনতে পেয়েছে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনেই বলে, "সত্য সেলুকাস!"

॥ ১৩ ॥

রুক্মিণী চুপ করে জানালার দিকে তাকিয়েছিল। বাইরে এখনই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। রোজই পড়ে। আজও নতুনত্ব কিছু ছিল না। কাল এই জানালাটাও থাকবে, কুয়াশাও পড়বে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে থাকার জন্য রুক্মিণী থাকবে না।

এখন সন্ধে সাতটা বাজে। শীতের সময় সাতটাকেই গভীর রাত বলে মনে হয়। আজই তার এখানে শেষ রাত। কাল রওনা হবে হরিয়ানার উদ্দেশে। হরিয়ানার বুড়ো জমিদার তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আন্না রুক্মিণীকে প্রস্তুত করার জন্য আরও একটু সময় চেয়েছিল। কিন্তু বুড়োর তর সইছে না। ট্রেনের টিকিটও কেটে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। অগত্যা কালই বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে। সঙ্গে আন্না যাবে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"শোন ছুঁড়ি!" নস্যির ডিবে থেকে খানিকটা নস্যি দাঁতে গুঁজল আন্না, "একদম লক্ষ্মী হয়ে থাকবি ওখানে। জমিদার বা তার গিন্নি যা বলবে মন দিয়ে শুনবি। কথার খেলাপ করবি না। আর জমিদারবাবুকে একদম ফিরিয়ে দিবি না। বুড়ো মরদ তো। ছুঁড়ি দেখলে খাই খাই করে হামলে পড়বে। ভয় পাবি না। প্রথম কয়েকটা রাত একটু কষ্ট হবে। কিন্তু খবরদার চেঁচাবি না। আস্তে আস্তে সব অভ্যেস হয়ে যাবে। তখন দেখবি ভালই লাগছে। চেষ্টা করবি ব্যাটাছেলে বিয়োবার। তবেই বড় বকশিশ পাবি। সোনায় মুড়ে দেবে তোকে, বুঝলি?"

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল রুক্মিণী। পুত্র জন্ম দিয়ে সুহাসির কত লাভ হয়েছে তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। একজোড়া ভারী সোনার পাঁয়জোড় উপহার পেয়েছে সুহাসি। যেন ভারী ভারী পায়ের বেড়ি। কিন্তু সোনার চেয়েও বেশি টান সন্তানের। নিজের রক্তে গড়ে তোলা সন্তানকে যে অন্যের হাতে সঁপে দিয়ে আসে, সে তো এমনিতেই নিঃস্ব! সোনার পায়েল তার কতটুকু ক্ষতিপূরণ করবে!

এখন তাকে কামসূত্রের উপদেশ দিতে বসেছে আন্না। বোঝাচ্ছে পুরুষকে সন্তুষ্ট করতে হলে কী-কী করণীয়। কিন্তু সেদিকে মন নেই রুক্মিণীর। সে তখন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে বন্ধ ঘরের ওপার থেকে কোনও আওয়াজ আসছে কিনা!

যথারীতি আবার আর-একটি শিশু এবার দুর্ঘটনার শিকার। আগের দু'জনের চেয়ে এই বাচ্চাটা ছোট। একেবারেই ছোট বলা চলে। বেচারি বারুদ নিয়ে খেলতে গিয়েছিল। ওর তো এখন খেলারই বয়স। কে বোঝাবে যে বারুদ নিয়ে খেলতে নেই। অষ্টপ্রহর যা দুহাতে ঘাঁটছে, সেই বাজির মশলা যে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে সে ধারণা তার ছিল না। ফলস্বরূপ যা হওয়ার তাই হয়েছে। আপাদমস্তক পুড়ে গিয়ে এখন বন্ধঘরের ওপারে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছে শিশুটি। হয়তো আগের দু'জনের চেয়ে তার প্রাণশক্তি বেশি। তাই যন্ত্রণার বিরুদ্ধে এখনও আর্তনাদ করে জেহাদ জানাচ্ছে। কণ্ঠস্বর এখনও মৃত্যুর স্পর্শে স্তিমিত হয়ে আসেনি। রুক্মিণীর মনে হয়, এই শিশুটি মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ লড়বে। কিন্তু তারপর? কে দাম দেবে সেই লড়াইয়ের? ডাক্তারের কথা একবার বলে দেখেছিল আন্নাকে। আন্নার ঝাঁজালো উত্তর, "পয়সা কে দেবে? তোর বাপ?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সে মরিয়া হয়ে বলে, "ক'টা টাকাই বা আন্নামাসি? কত লাখ লাখ টাকা তোমার রোজগার। দুটো টাকা নাহয় ডাক্তারকে দিলে! বাচ্চাটা খুব কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার দেখালে বেঁচে যাবে।"

"ম-র-ণ!" পুচ করে একগাদা পানের পিক ফেলে আন্না বলল, "ইল্লুতে দরদ দেখো! তোর নিজের পেটের ন্যানজারি নাকি! আমায় বোকা পেয়েছিস? ডাক্তারকে কী বলব? সারা গায়ে তো বারুদের গুঁড়ো। ডাক্তার দেখলে বুঝবে না? তারপর পুলিশ ডাকবে। আমার কারখানায় সাধ করে তালা লাগাব আমি?"

রুক্মিণী চুপ করে থাকে। এই যুক্তির পর আর কী-ই বা বলা যায়! তবু তার বুকের ভিতরটা বারবার কেঁদে ওঠে। ছেলেটাকে যখন আনা হচ্ছিল তখন একঝলক দেখেছে। কী ভয়ংকরভাবে পুড়ে গিয়েছে ছোট্ট মানুষটা। দেখলেও ভয় লাগে। বেঁচে গিয়েছে শুধু মুখটা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল রুক্মিণী। অদ্ভুত নিষ্পাপ সুন্দর মুখ। ওই মুখ দেখেও আন্নার বুক ফাটে না!

একটা বুটের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল সে। আন্নাও কামসূত্রের বক্তৃতা থামিয়ে দরজার দিকে তাকায়। মুহূর্তের ভগ্নাংশে দেখা গেল দু'জন লোককে। একজন তার চেনা। আন্নার দালাল। মোটা টাকার বিনিময়ে আন্নাকে শিশুশ্রমিক জোগান দেয়। অন্যজন অচেনা। লম্বা ছিপছিপে সুগঠিত চেহারার লোক। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাচ্চা ছেলে। সন্ধের অন্ধকারে বাচ্চাটার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

দালালটা এগিয়ে এসে আন্নাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। গদগদ স্বরে বলল, "মা, তোমার আশীর্বাদে ভাল মাল পেয়েছি দ্যাখো।"

"থাক, থাক!" আন্না লোকটার মাথা আলতো করে ছুঁয়েছে। রুক্মিণীর দিকে আলগা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "দেখেছিস ছুঁড়ি? তুই একটা বাচ্চা গিয়েছে বলে চিন্তা করছিলি! আন্নাকে কখনও এসব নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। একটা গেলে আরও পাঁচটা আসবে।"

রুক্মিণী বিতৃষ্ণায় অন্যদিকে তাকায়। তার মন এখনও বদ্ধঘরের ওপ্রান্তেই পড়ে আছে। বাচ্চাটা একটু আগেও কাতরাচ্ছিল। এখন চুপচাপ কেন?

দালাল জিভ কাটল, "আমার কোনও গুণ নেই কো আন্না-মা। তোমার নাম-ডাকই এমন। এই তো, এই বাবু এমনি জেদ ধরেছিল যে বাজারে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কারও দালাল ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনিকো। এমনকী তপন নস্করের লোককে পর্যন্ত বলে দিল, 'আমি আন্নাকালীর কাছেই মাল বেচব। চুনোপুঁটির সঙ্গে আমি বিজনেছ করি না!' সেই দেখেই তো তোমার কাছে নে এলাম।"

আন্না আত্মতুষ্টির হাসি হাসে। আসবেই তো। সে বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি টাকা দিয়ে বাচ্চা কেনে। লোকে তার কাছে না এসে খামোকা ছোটখাটো ব্যবসায়ীর কাছে যাবেই বা কেন? হৃষ্টচিত্তে বলল, "তা বাছা, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসো, দেখি। মাল দেখাও।"

লম্বা লোকটা এবার ভিতরে ঢুকল। তার হাত ধরে শিশুটিও ঘরে ঢুকেছে। রুক্মিণী অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার তাকায় সেদিকেই। আবার একটা শিশু এখানে মরতে এল! দেখলে মায়া বাড়ে। তবু তাকাল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাচ্চা ছেলেটাও মুখ ফেরাল তার দিকে। দু'জনের চোখাচোখি হতেই শিউরে উঠল রুক্মিণী। এ কী! এ তো বিল্টু! এখানে কী করে এল!

বিল্টুও চমকে উঠেছে। এই তো রুক্মিণীদি! তবে বাবু মণ্ডলের ডেরায় উলোঝুলো ছিল, এখন আর তেমন নেই। ভাল জামাকাপড় পরেছে। মাথার চুল আরও ঘন হয়েছে, কোমর ছাপিয়ে পড়েছে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় আদর-যত্নে আছে। বিল্টুর এই প্রথম মনে হল, তার রুক্মিণীদিদি এত সুন্দর দেখতে! বিস্ময়ে বাচ্চা ছেলেটার মুখে কথা ফোটে না। কিন্তু মনে মনে তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। এই লোকটা মুখে যাই বলুক, ও সান্তাক্লজ না হয়ে যায় না। নয়তো যে প্রবল ইচ্ছে তার মনের মধ্যে এতদিন ধরে শাখা-প্রশাখা মেলছিল, সেই ইচ্ছেও এভাবে পূরণ হয়ে যায় কী করে! বিল্টু ভেবেছিল রুক্মিণীদিদিকে আর হয়তো দেখতে পাবে না। অথচ আজ সেই রুক্মিণীদিদিই তার সামনে! যতই সাজুক-গুজুক, এ তার রুক্মিণীদিদিই। শিশু তার যন্ত্রণাময় জীবনে একবার যার কাছ থেকে অযাচিত স্নেহ-আদর পেয়েছে, তাকে সহজে ভোলে না।

আনন্দে বিল্টুর নাচতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সান্তাক্লজ বারণ করেছে। সেদিন দুষ্টু লোকগুলো ফিরে যাওয়ার পর ভোররাতে দু'জনে চুপিচুপি গাছ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

থেকে নেমে পালিয়েছিল। শীতে বিল্টু হাঁটতে পারছিল না। লোকটা তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। সকালবেলা গরম দুধ, পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ খাইয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে বলেছে, "তোর নামটা যেন কী?"

এই প্রথম সান্তাক্লজ তার নাম জানতে চাইল। সে পালটা প্রশ্ন করে, "বিল্টু। তোমার নাম কী?"

"রাকা।"

শুনেই খিকখিক করে হেসে ফেলল বিল্টু। লোকটার ভুরু কুঁচকে গিয়েছে, "হাসছিস কেন?"

"রাকা আবার ছেলেদের নাম হয় নাকি?" সে কুলকুল করে হাসছে, "ওটা তো মেয়েদের নাম। বাবু মণ্ডলের ওখানে আমাদের সঙ্গে একটা মেয়ে ভিক্ষে করত, তার নাম ছিল রাকা। তোমার নামও রাকা। হি হি হি..."

রাগী সান্তাক্লজটা রাগতে গিয়েও এই প্রথম হেসে ফেলল। বিল্টু অবাক! এ লোকটা হাসতে পারে! তার তো ধারণা হয়েছিল যে, ওর দাঁতগুলো শুধু দাঁত খিঁচানোর জন্যই আছে। হাসলেও হয়তো ভুরু কুঁচকে, চোখ রাঙিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে হাসবে। কিন্তু হাসিটা তো মোটেই অমন ভয়ংকর নয়। বরং ভারী মিষ্টি। হাসতে হাসতেই বলল, "সরি। আমার নাম রাকেশ। বন্ধুরা ছোট করে রাকা বলে ডাকে।"

"আমি তোমায় সান্তাক্লজ বলে ডাকব।"

লোকটা থমকে গেল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিল্টুকে একবার দেখল। কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর তার কচি হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, "বিল্টু, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস?"

বিল্টু অবাক হয়ে তাকায়। বলে কী লোকটা!

"আমি যা বলব করবি?" সান্তাক্লজ তার চোখে চোখ রাখে, "যা বলব শুনবি?"

সে সরল বিশ্বাসে জানতে চায়, "করব। কী করতে হবে, বলো?"

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল, "ধর, যদি তোকে বাবু মণ্ডলের মতো কারও কাছে বিক্রি করে দিই!"

বিল্টু শিউরে উঠল। এ কী সর্বনেশে কথা! এই মানুষটাই তো তাকে বাঁচিয়ে এনেছে বাবু মণ্ডলের খপ্পর থেকে। আবার বিক্রি করে দেবে? সে ঢোঁক গিলল। কোনওমতে বলে, "সত্যি সত্যি বিক্রি করে দেবে?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"না। মিথ্যে মিথ্যে।" সান্তাক্লজ তার হাতদুটো চেপে ধরেছে, "আমি তোর কোনও ক্ষতি হতে দেব না। তুই শুধু বল, বিশ্বাস করিস আমায়?"

বিল্টু তার মার্বেলের মতো চোখজোড়া তুলে তাকায় সান্তাক্লজের দিকে। সে চোখে অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের জোরেই মানুষটার হাত ধরে অকুতোভয় শিশুটি বিকিকিনির জগতে গিয়ে দাঁড়াল। বিল্টু জানত সান্তাক্লজ তার কোনও ক্ষতি হতে দেবে না। সান্তাক্লজেরা ক্ষতি করে না।

রাকা বাজি ফ্যাক্টরিগুলো এবং সংলগ্ন অঞ্চল মোটামুটি ঘুরে দেখে একটা বিষয় খুব ভালভাবে বুঝেছিল। এখানে সন্ধের পর একটা মার্কেট বসে। সেখানে চুপিচুপি শিশু কেনাবেচা চলে। সাদা চোখে দেখলে বোঝা যায় না। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ করলেই দেখা যাবে অনেক 'তথাকথিত' ভদ্র পোশাক পরা মানুষের হাত ধরে এমন সব কঙ্কালসার চেহারার শিশু হেঁটে চলেছে, যারা কোনওভাবেই লোকটির আত্মীয় হতে পারে না। আরও কাছে গেলে বোঝা যাবে, তথাকথিত ভদ্রমানুষটি একজন সন্দেহজনক মানুষের সঙ্গে বাচ্চাটির বিক্রয়মূল্য দিয়ে দরাদরি করছেন।

গত দু'দিন ধরে সে বিল্টুকে নিয়ে এই মার্কেটেই ঘোরাঘুরি করছে। অনেকেই এগিয়ে এসেছে। কিন্তু রাকা স্পষ্ট জানিয়েছে, আন্নাকালীকে ছাড়া আর কাউকে সে বাচ্চা দেবে না। একেবারে মোক্ষম দাওয়াই। ফল পেতে একটুও দেরি হল না। আন্নাকালীর দালাল যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সাফ বলে দিল সে, "আমি দালালের সঙ্গে কথা বলি না। পার্টির সঙ্গে ডিল করব। পার্টি নিজে কথা বললে ভাল। নয়তো আরও অনেক লোক আছে বাচ্চা কেনার।"

লোকটা বিল্টুর দিকে তাকায়। বয়সের তুলনায় চেহারা বেশ পরিণত। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে বাচ্চাটা পরিশ্রম করতে পারবে। কাঁকলাসের মতো নয়। এ ছেলে খাটুনি সহ্য করবে। এমন সুযোগ ছাড়ল না সে।

ফলস্বরূপ এই মুহূর্তে আন্নাকালীর ডেরায় ঢুকে পড়েছে দু'জনেই। রাকা আন্নার দিকে তাকায়। এই মহিলার কাছে আছে তার মেয়ে। কী অবস্থায় আছে কে জানে! উত্তেজনায় এখন তার শিরা-উপশিরা বেয়ে দ্বিগুণ বেগে রক্ত দৌড়ে চলেছে। মনে হয়, এখনই ছুটে যায় মেয়েটার কাছে। বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে। তার নরম কোমল দেহের উষ্ণতা দিয়ে পূরণ করে অন্তরের শীতল বুভুক্ষু শূন্যতা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কিন্তু ভিতরের উত্তেজনা বা আবেগের প্রকাশ বাইরে হয়নি। সে শীতল দৃষ্টিতে মাপছে আন্নাকালীকে। আন্না তখন বিল্টুকে পরখ করতে ব্যস্ত। যেন বাজারের বেগুন, পটল যাচাই করছে। অনেক দেখেটেখে শেষপর্যন্ত সন্তোষজনক আওয়াজ করে পিকদানিতে পিক ফেলে বলল, "বলো গো ভালমানুষের পো। কততে দেবে?"

রাকা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, "চল্লিশ।"

"অই দ্যাখো!" আন্নাকালী হেসে ফেলল, "চল্লিশ। বলি আমার পেটে লাথি মারবে নাকি? এ লাইনে মাগির দাম বেশি। কিন্তু চল্লিশে মদ্দা কিনে কী করব? কুড়ি করো বাপু। মদ্দা শুধু বাজির কারখানায় খাটে। পড়তায় পোষাবে না।"

রাকা একটু থেমে ফের বলে, "তিরিশ। তিরিশে সেট করো আন্না। কেনা দামের কম হয়ে যাচ্ছে।"

আন্না কিছুক্ষণ ভাবল। বেশ কয়েকবার বিল্টুকে দেখে নিয়ে বলল, "বাছা, তোমার কথাও রইল, আমার কথাও রইল, পঁচিশ। চলবে?"

রুক্মিণী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বিল্টুর দিকে তাকায়। বাবু মণ্ডলের আস্তানায় তবু ভাল ছিল ছেলেটা। অন্তত বেঁচে ছিল। কিন্তু ফের এ কী চক্করে পড়ল বিল্টু! এই লোকটা কি বাবু মণ্ডলের কাছ থেকে ওকে কিনে এনেছে? বাজির কারখানায় কাজ করলে ও যে বাঁচবে না!

রুক্মিণী ভয় পাচ্ছিল। অথচ যার জন্য ভয় পাচ্ছে, তার মধ্যে ভয়ের লেশমাত্র নেই। বরং সে সহাস্য দৃষ্টিতে রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে আছে।

"ঠিক আছে।" রাকা আর দরাদরির রাস্তায় গেল না, "পঁচিশেই ফিক্স করলাম। কিন্তু আরও একটা ডিল আছে আন্না। একটা মেয়ের ডিল।"

'মেয়ে' শুনে আন্না উৎসুক। সে গুছিয়ে বসেছে, "মাগি বেচবে? কত রেট?"

"বেচব না।" বন্দুকের গুলির মতো সপাটে উত্তর এল, "কিনব। রেট তুমি বলো।"

সে অবাক। লোকটা বলে কী! আন্না অবাক হয়ে দালালটার দিকে তাকায়। সেও স্তম্ভিত। ধরা গলায় বলল, "বাবু, এ কী কথা বলো! এমনটা তো আগে কথা হয়নি কো!"

"হয়নি তো কী? এবার হবে।" রাকা উঠে দাঁড়ায়। বুকপকেট থেকে বের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করে আনল তার সন্তানের ছবি, "ভাল করে দেখে নাও আন্না। এই মেয়েটাকে আমার চাই। কত টাকায় দেবে?"

আন্নার মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ওর মুখে একটা পাঁচটাকা দামের রসগোল্লা নির্বিবাদে গুঁজে দেওয়া যায়। রুক্মিণী উৎসুক হয়ে ঘটনাটা দেখছে। কথাগুলো তো ঠিক শিশুবিক্রেতার কথা বলে মনে হচ্ছে না। সে স্তম্ভিত হয়ে বিল্টুর দিকে তাকায়। বিল্টু চোখের ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বলল।

"এই মেয়েটা!" আন্না ঢোঁক গিলল, "এই মেয়েটাকে তো দিতে পারব না। এভাবে আমি মাগি বেচি না।"

"কিন্তু আমার এই মেয়েটাকেই চাই।" রাকা এগিয়ে এসেছে আন্নাকালীর দিকে। কথা নেই, বার্তা নেই, তার চুলের মুঠি ধরে নির্দয়ভাবে বলল, "কোথায় রেখেছিস, বল।"

"পুলিশ!"

দালালটা একলাফ মেরে বাইরের দিকে চলে গেল। এমনভাবে দৌড়োচ্ছে যেন বাঘে তাড়া করেছে তাকে। সাইরেনের শব্দের মতো ভয়ার্ত চিৎকার করতে-করতে পালিয়ে গেল সে, "পু-লি-শ! পু-লি-শ!"

আচমকা মাথার উপরে একটা দুড়দাড় শব্দ। আন্নার পোষা গুন্ডার দল দোতলা থেকেই চিৎকার শুনতে পেয়েছে। সম্ভবত এদিকেই আসছে তারা।

"তুই কে?" আন্নার চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে আছে রাকা। তবু ভয়ার্ত গলায় প্রশ্ন করল, "পুলিশ? কততে সেটিং করবি বল। কিছু দিয়ে-নিয়ে কেসটা সালটে দে!"

"নিশ্চয়ই দেব।" আন্নাকে এবার চুলের মুঠি ধরেই হিড়হিড় করে খাটিয়া থেকে নামাল রাকা। ঠাসঠাস করে একরাউন্ড থাপ্পড় মেরে বলল, "আরও চাই? ছোট-ছোট বাচ্চাদের দিয়ে বোমা বাঁধাচ্ছিস! তোর তো আরও পাওয়া উচিত!"

ফের মোক্ষম একটা চড় মারার জন্য হাত তুলতেই আন্না ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে, "এমন করে মারছিস কেন? তুই কে?"

রাকার চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে, "আমি এই মেয়েটার বাপ! কোথায় রেখেছিস মেয়েটাকে? কোথায় রেখেছিস আমার মেয়েকে?"

"আমি জানি না!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"জানি না? না বলবি না?"

"আমি জানি না।"

রাকা দাঁতে দাঁত পিষল। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সে গম্ভীর গলায় গর্জন করে ওঠে, "বিল্টু, ওর জাঁতিটা আমায় দে তো!"

বিল্টু এগোনোর আগেই রুক্মিণী জাঁতিটা ছুড়ে দিয়েছে রাকার দিকে। সে খপ করে লুফে নেয় ধাতব জিনিসটা। আন্নার চুল ছেড়ে দিয়ে এবার হাত চেপে ধরেছে। তার বুড়ো আঙুলটাকে জাঁতির ধারালো মুখে জোর করে ঢুকিয়ে দিল রাকা। এবার শুধু একটু চাপ দেওয়ার অপেক্ষা। একটু চাপ দিলেই বুড়ো আঙুল হাড়সুদ্ধ আস্ত সুপারির মতো দু'টুকরো হয়ে যাবে।

"আঁ—আঁ!" আন্না ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। রাকা হিসহিস করে বলে, "চো-প! চেঁচাবি তো একটার পর একটা আঙুল উড়িয়ে দেব! আমায় তুই এখনও চিনিসনি। বাবু মণ্ডলের ব্যাবসার বারোটা বাজিয়েছি, তোরও ওই একই দশা হবে।"

"কী হয়েছে বাবু মণ্ডলের? কী করেছিস ওকে?" আন্না কঁকিয়ে ওঠে, "লজ্জা করে না! ব্যাটাছেলে হয়ে মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিস!"

রাকার চোয়াল শক্ত, "তুই মেয়েছেলে? তবে মেয়েছেলের নিকুচি করেছে! আন্না, এখনই তোর পোষা গুন্ডাগুলো চলে আসবে। যদি তারা আমার কথা না শোনে, তবে তোর দুই হাতের দশটা আঙুলই এই জাঁতি দিয়ে কাটব আমি। বুঝেছিস?"

"না, না!" সে কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, "শুনবে। সব শুনবে। তুই আমায় ছেড়ে দে!"

"আমার মেয়ে কোথায়?"

"জানি না!"

রাকা জাঁতিতে সামান্য চাপ দেয়। ইতিমধ্যেই আন্নার গুন্ডারা এসে হাজির। আন্না সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে, এগোস না। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নয়তো এ মাকড়া আমার আঙুল কাটবে।"

গুন্ডাবাহিনী অসহায়ের মতো দেখল তাদের মালকিনের দশা। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। রাক্ষসীর প্রাণভোমরা এখন কোটালের মুঠোয়! রাকা তাদের ড্যাগার, হকি স্টিক, ছুরির দিকে একবার আলতোভাবে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তাকাল। তারপর বলল, "ওদের হাতের যন্ত্রপাতি নামিয়ে রাখতে বল আন্না।"

আন্না আদেশ পালন করল। দশাসই লোকগুলো হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রেখেছে। এখন তারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

"বিল্টু।" রাকা বিল্টুকে ডাকে, "জাঁতিটা ধরতে পারবি? আমি ওদের টাইট করে বেঁধে আসি। ওরা যদি বেশি তেড়িবেড়ি করে, বেশি ভাববি না। একদম একচাপে আঙুল উড়িয়ে দিবি। পারবি তো?"

বিল্টু ঢোঁক গেলে। এমন ভয়ংকর কাজ সে আগে কখনও করেনি। তার অপ্রস্তুত ভাব দেখে এবার রুক্মিণী বলে ওঠে, "আমি পারব।"

রাকা অবাক হয়ে তাকায়। আন্নার নিজের ঘরের লোকই বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি। যাই হোক, এ মেয়েটা আন্নার দলের লোকও হতে পারে। ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?

তার দ্বিধা কাটিয়ে দিল বিল্টু। বলল, "সান্তাক্লজ, ও রুক্মিণীদিদি। আমি চিনি। ও পারবে।"

কথা না বাড়িয়ে রুক্মিণীর হাতে জাঁতিটা ধরিয়ে দিল রাকা। গুন্ডাগুলোর নির্বিষ সাপের মতো অবস্থা। তাদের মোটা নাইলনের দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধা হল। নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করে সে ফের ফিরে এসেছে আন্নার কাছে।

"বাচ্চাগুলো কোথায়? কোথায় রেখেছিস?"

আন্না মাথা নাড়ল। বলবে না। রাকা জাঁতির হাতলে চাপ বাড়াতেই সে হাউহাউ করে ওঠে, "ফ্যাক্টরিতে আছে।"

রুক্মিণী এতক্ষণ ভাবছিল কথাটা বলা উচিত কি না, এবার সাহস জড়ো করে বলল, "একজন ওই বন্ধ ঘরের ভিতরে আছে। একটু আগেও বেঁচে ছিল। এখন কী অবস্থায় আছে বলতে পারছি না।"

রাকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। রুক্মিণী সংক্ষেপে কোনওমতে গোটা ইতিহাস বিবৃত করে। রাকার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে! ওই বাচ্চাটিই তার সন্তান নয় তো? সে রক্তচোখে আন্নাকে দেখছে। যদি তার মেয়েরও ওই দশা হয়ে থাকে, তা হলে আজই এই মহিলাকে শেষ করে দিয়ে যাবে। তারপর ফাঁসি হোক, কী এনকাউন্টার, সে পরোয়া করে না।

তার মনোভাব বুঝেই হয়তো আন্না বলে উঠল, "ওটা তোর মেয়ে নয়। ওটা ব্যাটাছেলে।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাকা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গম্ভীরস্বরে রুক্মিণীকে বলল, "মেয়ে কী ছেলে পরে দেখব। আগে ওকে বের করে আনুন। বিল্টু, তোর দিদিকে সাহায্য কর। আরও কেউ থাকলে তাদেরও নিয়ে আসুন। আন্নার গা-জোয়ারি আজ শেষ।"

রুক্মিণী ছুটে গেল ভিতরের দিকে। বিল্টু তার পিছন পিছন গিয়েছে। গন্ডগোলের আঁচ পেয়ে সুহাসি এবং আরও কয়েকজন মেয়ে উপর থেকে নেমে এসেছে। রুক্মিণী ছুটতে ছুটতে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে গেল, "ছুটি হয়েছে সুহাসি। আর তোকে কোথাও যেতে হবে না।"

সুহাসি হতবাক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য মেয়েগুলোও স্তম্ভিত। এত বড় সুখবর পেয়েও যেন খুশি হতে পারছে না। আসলে এমন কথা কোনওদিন শুনতে পাবে, ভাবেনি ওরা। এ জীবনে কি মুক্তি আসতে পারে? সত্যি মুক্তি এল? না স্বপ্ন দেখছে?

বন্ধ ঘরের ভিতরে বাচ্চাটা তখনও বেঁচে ছিল। অচেতন, কিন্তু বেঁচে আছে। রুক্মিণী তার ছোট্ট শরীরটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। বিল্টু ছলছলে চোখে দেখছে শিশুটিকে। ভাঙা গলায় বলল, "ও কি বাঁচবে রুক্মিণীদিদি?"

"জানি না।" রুক্মিণী বাচ্চাটাকে কোলে তুলে পড়ি কি মরি করে দৌড়োল, "একটু আগেও মনে হচ্ছিল বাঁচবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন।"

"তুমিও প্রার্থনা করেছিলে?" বিল্টু বড় বড় চোখ করেছে। অদ্ভুত বিশ্বাসে বলল, "এখন বুঝেছি যে সান্তাক্লজ কেন এখানে এসেছে!"

সান্তাক্লজ! সে আবার কে! রুক্মিণী অবাক হলেও প্রত্যুত্তর দেয় না। সান্তাক্লজের বৃত্তান্ত পরে শুনবে। আপাতত বাচ্চাটাকে বাঁচানো দরকার। রাকা একঝলক বাচ্চাটাকে দেখল। বীভৎস ব্যাপার! সে তাকিয়ে থাকতে পারল না! মুখ ঘুরিয়ে বলল, "এক্ষুনি বাচ্চাটাকে হাসপাতালে ভরতি করা দরকার। কপালে থাকলে বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু আমি তো..."

রুক্মিণী অনুচ্চারিত কথাগুলো বুঝে নিল। এই মুহূর্তে লোকটির আরও কাজ আছে। আন্নার সঙ্গে তাকে এখনও অনেক হিসেব বুঝে নিতে হবে। সে বলল, "আপনাকে যেতে হবে না। আমি ওকে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করে দিচ্ছি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"যেতে পারবেন তো?"

রুক্মিণী হেসে ফেলল। বহুদিন ধরে বাবু মণ্ডলের আন্ডারে নানা ট্র্যাফিক সিগন্যালে ভিক্ষে করে করে গোটা কলকাতাকে সে হাতের তালুর মতো করে চিনে ফেলেছে। ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ চিনতে আর বাকি নেই।

"আমি বিল্টুকে নিয়ে যাচ্ছি। আর বাকি মেয়েদেরও নিয়ে যাই। ওদেরও ডাক্তার দেখানো দরকার।"

"ঠিক আছে।" রাকা সস্নেহে বিল্টুর দিকে তাকায়, "তা হলে? দিদিকে তো পেয়ে গেলি। আর তো কোনও দুঃখ নেই। এখন তবে কেটে পড়।"

"না।" বিল্টু তাকে জড়িয়ে ধরেছে, "আমি তোমায় ছাড়ব না। ও সান্তাক্লজ, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। আমায় ছেড়ে যেয়ো না।"

রাকা অনেক বোঝাল। কিন্তু বাচ্চাটা তাকে ছাড়তেই চায় না। বোঝানোর পরও সে বোঝে না। অবুঝের মতো হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "রুক্মিণীদিদির কাছেও থাকব, তোমার কাছেও থাকব। তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না।"

"ঠিক আছে। আমি সব কাজ সেরে ফিরে আসব।" সে রুক্মিণীর দিকে তাকায়, "আপনি বাচ্চাটাকে এমার্জেন্সিতে ভরতি করিয়েই নীচে চলে আসবেন। দাঁড়াবেন ডন বস্কোর সামনে।" বলতে বলতেই পকেট থেকে পার্স বের করে মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দেয় সে, "যা টাকা লাগে, দিয়ে দেবেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না। এটা পুলিশ কেস হবে। মিডিয়াও আসবে। যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারেন, ততই মঙ্গল।"

বিল্টু আবার ট্রাউজার টেনে ধরেছে তার, "তুমি ফের পালিয়ে যাবে না তো?"

সে সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখে, "না। আমি আসব। যাই হোক না কেন, আমি তোকে নিতে আসবই। অপেক্ষা করিস।"

বিল্টু আশ্বস্ত হয়। কোলে আহত, অচেতন শিশুকে নিয়ে রুক্মিণী ছুটল হাসপাতালের দিকে। তার পিছন পিছন চলল বন্দি, হতভাগ্য যৌনদাসীর দল। অনেক দিন পর অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি এসেছে তাদের ভাগ্যে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পাঁচু চুপ করে বসেছিল গাড়ির মধ্যে। আন্নাকালীর বাজির ফ্যাক্টরি থেকে একটু দূরেই পার্ক করে রেখেছে গাড়িটাকে। বিশুরা সদলবলে নেমে গিয়েছে। ওরা কেন এসেছে, কী করতে এসেছে, সব জানে পাঁচু। তার মনে আশঙ্কা বারবার আঁচড় কাটছে। রাকা জানে না বিশুরা তার জন্য আন্নাকালীর ফ্যাক্টরির সামনে ওত পেতে আছে। ও কি আদৌ আসবে এখানে? ম্যাডামের অবশ্য তেমনই ধারণা। ও মহিলা খুব একটা ভুল করে না।

মনটা আজ বিকেল থেকেই কু-ডাক দিচ্ছে। যখনই ম্যাডাম বিশুদের নিয়ে রাতে বেরোতে বললেন, তখন থেকেই বুঝেছে, কিছু একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে চলেছে। আফশোসে নিজের আঙুল কামড়াল পাঁচু। ইস! ম্যাডামের ঘরের জানালায় আড়ি পেতে যা শুনেছিল সেটুকুও যদি রাকাকে জানাতে পারত! কিন্তু রাকা নিজের মোবাইলটা ফেলে দিয়েছে। পুলিশ অনেক সময় মোবাইলের আইএমইআই নম্বর দিয়েও ফোন ট্র্যাক করে। তাই সে চান্স নেয়নি। দুলাল যে ভুলগুলো করেছিল, তার একটাও করবে না ও। সুযোগ পেলেই পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে। কিন্তু আজ করেনি! দুশ্চিন্তায়, আতঙ্কে পাঁচু আপনমনেই নখ খেয়ে যাচ্ছে। এদিকে একটুও আলো নেই। যেমন অন্ধকার, তেমনই নৈঃশব্দ্য। রাস্তায় একটা কুকুরও ডাকছে না। নেই ঝিঁঝি বা বেড়ালের ডাক। সব পাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ একসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। নিজের হৃৎস্পন্দন নিজেই শুনতে পাচ্ছে সে। এত নিস্তব্ধতা ভাল নয়। এই নির্জনতা হয়তো প্রলয়েরই পূর্বাভাস।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে আর্তনাদ করে উঠল তার মোবাইল। চতুর্দিকের শান্ত স্তব্ধতা ভেঙে এমন পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠেছে ফোনটা যে পাঁচু কেঁপে উঠল। মোবাইল স্ক্রিনে অজানা নম্বর জ্বলছে, নিভছে। কাঁপা হাতে ফোনটা রিসিভ করে সে।

"হ্যালো?"

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল রাকার গমগমে কণ্ঠস্বর, "কিছু খবর আছে?"

"রাকা!" পাঁচু উত্তেজিত, "কোথায় তুই?"

"কেন?" সে জিজ্ঞাসু "কী হয়েছে?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"সেসব বলার সময় নেই।" পাঁচু চাপা অথচ উত্তেজিত গলায় বলে, "তুই এখন কোথায় আছিস? আন্নাকালীর ফ্যাক্টরিতে?"

ওপ্রান্তে নিস্তব্ধতা। সে অস্থির হয়ে ওঠে। রাকা চুপ করে আছে কেন? নাকি লাইন কেটে গেল! পাঁচু অস্থিরস্বরে বলে, "হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? লাইনে আছিস? হ্যালো?"

"শুনতে পাচ্ছি।" মেঘমন্দ্র স্বরে বলে, "বল।"

"যা বলছি মন দিয়ে শোন।" পাঁচু ত্রস্ত দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে, "আমি এখন আন্নার ফ্যাক্টরির সামনেই আছি। ম্যাডামের লোককে বাবু মণ্ডল বলেছে যে তুই আন্নাকালীর খোঁজ করছিলি। ম্যাডাম তাই বিশুকে দলবলসমেত এখানেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা ফ্যাক্টরির সামনে ফিল্ডিং দিচ্ছে। তুই ভিতরে ঢুকলি কী করে?"

"পিছনের দরজা দিয়ে।"

"চুপচাপ পিছনের দরজা দিয়েই পালিয়ে যা রাকা। ওরা জানতে পারলে..."

"মেরে ফেলবে!" হেসে উঠল রাকা, "মরতে ভয় পাই না। তবু এত সহজে মরব না। অন্তত বিশুর হাতে তো নয়ই।"

"যাই হোক, তুই পালিয়ে যা।"

"এত দূর যখন এসেছি, তখন সহজে পালাব না।" সে কেটে কেটে বলে, "শোন। এক কাজ কর। তোর মোবাইলের লাইনটা কাটিস না। বাইরে কী হচ্ছে আমার জানা দরকার। আমি আন্নার মোবাইল থেকে ফোন করছি। বিলের কথা ভেবে দয়া করে লাইনটা কেটে দিস না।"

পাঁচু কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই আবার একটা গগনভেদী আওয়াজ! সে চমকে ওঠে। এই হুটারের শব্দ তার পরিচিত। কোনওমতে সে বলতে পারল, "সর্বনাশ! পুলিশ!"

ফোনটা বুকপকেটে গুঁজে এবার আন্নার দিকে ফিরল রাকা। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্তত গোটা কুড়ি শিশুশ্রমিক। তাদের চোখ-মুখ অযত্নে হতশ্রী। কঙ্কালসার চেহারাগুলো দেখলে ভয় করে। শ্বাস নেওয়ার সময় পাঁজরাগুলো যেন খটখট শব্দ করে ওঠে। আশঙ্কা হয়, এই বুঝি ফুসফুসটা ফেটে যাবে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তাদের দিকে আলতো দৃষ্টিপাত করে বলল রাকা, "জানিস আন্না, লোকে আনন্দে বাজি ফাটায় আর আমি রেগে গেলে বাজি ফাটাই।"

আন্না সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। কারখানার মোটা থামের সঙ্গে তাকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আন্না দাঁড়িয়ে রয়েছে গামলার উপর। গামলার নীচে বারুদের স্তূপ। সামনে সার সার কালীপটকা সাজানো। শুধু সুতোয় আগুন লাগানোর অপেক্ষা। রাকার ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। কিন্তু সিগারেট ধরানোর ইচ্ছে নেই তার। বরং লাইটারটা হাতে নিয়ে লোফালুফি করছে।

"আমার হাতে বেশি সময় নেই।" তার গলায় বরফের আঁচ, "বাইরে ম্যাডামের লোক আর পুলিশ অপেক্ষা করছে খাতির করার জন্য। বেশি ফুটেজ খেলে তোকে উড়িয়ে দিতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।"

আন্না কাতরভাবে বলল, "আমি সত্যিই জানি না! তুই তো নিজের চোখেই দেখলি! আমার কাছে তোর মেয়ে নেই।"

"তোর কাছে নেই!" রাকার চোয়াল শক্ত, "অন্য কারও কাছে আছে। কার কাছে বেচেছিস আন্না?"

"জানি না। মনে নেই।"

রাকার মুখ নির্লিপ্ত, "খুব ভাল। আমারও মনে নেই কখন অসাবধানে আমার লাইটারটার আগুন বারুদে লেগেছিল।"

ফস করে জ্বলে উঠল লাইটার। কালীপটকার সলতে স্ফুলিঙ্গ ধরে নিয়েছে। ধুম-ধাম-ধড়াম করে প্রথম কালীপটকার বান্ডিলটা ফাটতে শুরু করল। এমন সাতটা পটকার ছড়া পরপর সাজানো। সাতখানা কালীপটকার বান্ডিলের শেষে আগুন স্পর্শ করবে গামলার নীচের বারুদ। মুহূর্তের মধ্যে ঘটবে বিস্ফোরণ। আন্নাকালীকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

আন্না ককিয়ে কেঁদে ওঠে, "সত্যি বলছি, আমার মনে নেই! বিশ্বাস কর! আগুনটা নেভা।"

রাকা পিছনে ফিরে দাঁড়িয়েছে, "আমি কি সত্যিই সলতেয় আগুন লাগিয়েছি? বিশ্বাস কর, মনে নেই।"

দুম-দাম করে দ্বিতীয় পটকার ছড়াটা ফাটছে। তার সঙ্গে-সঙ্গেই ফ্যাক্টরির বন্ধ দরজায় প্রবল ধাক্কা! রাকা বুঝল এ পুলিশি ধাক্কা। অন্য লোক সচরাচর এমন অধৈর্য ধাক্কা মারে না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"এক গেল, দুই গেল, তিন..."

আন্না হাঁউমাউ করে ওঠে, "দাঁড়া দাঁড়া। মনে করছি।"

রাকা মৃদু হাসল, "তাড়াতাড়ি মনে কর আন্না। নয়তো আমিও কিন্তু কিছু করতে পারব না।"

আন্না সভয়ে দেখল এর মধ্যেই পাঁচ নম্বরটা ফাটতে শুরু করেছে। সে অস্থিরভাবে ভাবার চেষ্টা করে। মেয়েটাকে আগে দেখেছে কি? কোথায় দেখেছে? কাউকে বিক্রি করেছে কি? ওদিকে আবার ছ'নম্বর...

"হ্যাঁ!" সে উত্তেজিতভাবে বলল, "মনে পড়েছে। এই মেয়েটাকে কাজে লাগিয়েছিলাম।"

"কোন কাজে?"

"বড় বড় বাড়ির বাবুরা সবসময়ের কাজের লোক হিসেবে বাচ্চা মেয়ে চায়।" আন্না ঢোঁক গিলল, "মাস গেলে মাইনেটা আমাদের কাছেই পাঠিয়ে দেয়। বড় লোকের চেয়ে বাচ্চার রেট কম।"

"বেআইনি বলে রেট কম হারামজাদি। আট বছরের মেয়েটাকে বেগারি খাটতে পাঠিয়েছিস?" রাকার দু'চোখে আগুন জ্বলছে, "ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর পরিশ্রমের টাকা দু'হাতে গিলিস! আন্না, তোর মরাই উচিত!"

"না!" আন্না কেঁদে উঠল।

"কোথায় কাজ করতে পাঠিয়েছিস? ঠিকানা কী?"

"অনেককেই তো পাঠাই। সব ঠিকানা কি মনে থাকে?" আন্না কান্নাজড়ানো গলায় বলল, "আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।"

"বেশ।" রাকা নিষ্ঠুর গলায় বলে, "তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি তোর ডায়েরিটা নিয়ে আসছি বাড়ি থেকে। তবে একটাই প্রবলেম। ততক্ষণে কি কালীপটকাগুলোর একটাও বাকি থাকবে? এর মধ্যেই লাস্টটা ফাটতে শুরু করেছে।"

"দাঁড়া!" সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বলছি...বলছি..."

তোতাপাখির মতো গড়গড় করে কতগুলো ঠিকানা বলল সে। সবই রীতিমতো অভিজাত অঞ্চলের ঠিকানা। রাকা তার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করে আগুনটা জুতোচাপা দিয়ে নিভিয়ে দেয়। ছুঁচো মেরে সে হাত গন্ধ করবে না। কিন্তু আন্নাকে বন্ধনমুক্তও করল না। থাক এখানেই পড়ে। বরং মোবাইলটা ফের বের করে কানে ঠেকাল। খুব আস্তে আস্তে বলল, "পাঁচু?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সন্ত্রস্ত আওয়াজ ভেসে আসে, "হ্যাঁ।"

"বাইরের কী অবস্থা?"

সে নাটুকে গলায় বলতে শুরু করেছে, "অল মাই কনসেন্স হ্যাভ থাউজ্যান্ডস অফ লেগ্‌স। থাউজ্যান্ডস অফ লেগ্‌স হ্যাভ থাউজ্যান্ডস অফ হেড্‌স। অ্যান্ড থাউজ্যান্ডস অফ হেড্‌স কনডেম মি অ্যাজ এ ভিলেন।"

"কী?"

"রিচার্ড দ্য থার্ড।"

"পরিষ্কার করে বল।"

"উপায় নেই গোলাম হোসেন।"

রাকা চাপা স্বরে ধমক দেয়, "বাংলায় বল গান্ডু!"

পাঁচু গড়গড়িয়ে বলে, "ওই দারার কাটামুণ্ড, মুরাদের কবন্ধ..."

"বুঝেছি... বুঝেছি। আমায় ঘিরে ফেলেছে। তাই তো?"

"একদম তাই।"

রাকা বুঝল পাঁচু খুলে কথা বলতে পারছে না। সম্ভবত বিশু অ্যান্ড কোম্পানি সঙ্গে আছে। তার শেক্সপিয়র পড়া নেই। কিন্তু ডি এল রায় পড়েছে। সে পাঁচুর কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ মোটামুটি বুঝতে পেরেছে। যথাসম্ভব গলা নামিয়ে বলল, "বুঝলাম। একেবারে ব্যাটেলিয়ন। কিন্তু পজিশন কী?"

পাঁচু গেয়ে ওঠে, "ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া..."

পিছন থেকে বিশু ধমকে উঠল, "চোপ শালা! এখন তোর গান শুরু হয়েছে! কাকে গান শোনাচ্ছিস বে?"

পাঁচু খেঁকিয়ে ওঠে, "তোর বউকে। হয়েছে?"

"তোদের পজিশন কী? কোথায় আছিস?"

সে আবার হেঁড়ে গলায় জুড়েছে, "হলুদ গাঁদার ফুল দে এনে দে, সাতনরি হার, কানে ঝুমকো লতা..."

ওইটুকুই যথেষ্ট। রাকা বুঝে গিয়েছে ওরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যাক্টরি থেকে একটু দূরেই প্রচুর গাঁদাফুলের গাছ আছে। আসার সময়েই লক্ষ করেছে গাছ আলো করে সোনালি গাঁদা থোকায় থোকায় ফুটে আছে। ওখানেই পাঁচুরা গাড়িতে অপেক্ষা করছে।

"পুলিশের হাবভাব কী বুঝছিস? অ্যারেস্ট না এনকাউন্টার?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পাঁচু ফের কবিতা বলে উঠল, "এমন সময় হা-রে রে-রে রে-রে..."

"বুঝেছি, এনকাউন্টার।" রাকা ফোনের লাইন কেটে দেয়। অর্থাৎ পুলিশ এনকাউন্টারের মুডে আছে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। করাচ্ছি এনকাউন্টার! এত সহজে হার মানবে না সে।

তার পিছনে শিশুর দল দাঁড়িয়েছিল। রাকা তাদের মধ্যে তুলনামূলক বয়সে বড় শিশুটিকে উদ্দেশ করে বলল, "বাবুসোনা, তোমরা ফ্যাক্টরির দরজা খুলে বেরিয়ে যাও। বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়ো না। তোমাদের সঙ্গে এখানে কী-কী করা হত, তোমরা কী করে এখানে এলে, সমস্ত খুলে বলবে। কেমন?"

'পুলিশ' শব্দটা শুনেই বেচারিদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ওদের দোষ নেই। আন্না এবং তার গোটা দলবল ওদের ব্রেনওয়াশ করে রেখেছে। 'পুলিশ' আর 'ডাইনোসর' দুটোই বোধহয় ওদের কাছে সমান ভয়ংকর। রাকা সেটা বুঝতে পেরে বলল, "কোনও ভয় নেই। পুলিশ ভাল লোক। তোমাদের মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবে। নয়তো ভালভাবে থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে। আর কাজ করতে হবে না তোমাদের। স্কুলে যাবে। পড়াশোনা করবে। ভাল হবে না?"

শিশুর দল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ কী ভয়ংকর স্বপ্ন দেখাচ্ছে মানুষটা! যা বলল, তা কি সত্যিই সম্ভব? বাস্তবে হতে পারে? তাদের গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়। সত্যি বলছে লোকটা? সত্যি?

বাইরে তখন রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে পুলিশ। অফিসার পিনাকী দত্ত একটু অধৈর্য। এখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই লোকটার। অথচ ইনফর্মাররা ভুল খবর দেয়নি। লোকটা ফ্যাক্টরির ভিতরেই আছে। ফ্যাক্টরিতে আলো জ্বলছে। ভিতর থেকে বাজি ফাটার শব্দও আসছে। কিন্তু শত ধাক্কাধাক্কিতেও দরজা খুলে দেয়নি কেউ। জোর জবরদস্তি করে ভিতরে ঢোকা উচিত কিনা বুঝতে পারছেন না। খবর অনুযায়ী ভিতরে ফ্যাক্টরির শ্রমিকরাও আছে। তাদের প্রাণও সংশয়ে। রাকেশ নিয়োগীর কাছে অস্ত্র আছে কি নেই, তাও জানা নেই।

পাশ থেকে তার সহকর্মী অফিসার বিপ্লব মান্না বলে ওঠেন, "আমরা দরজা ভেঙে ফেললেই তো পারি।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"উঁহু। ফ্যাক্টরির লোহার দরজা ভাঙা মুখের কথা নয়।" অফিসার মাথা নাড়লেন, "তা ছাড়া ভিতরে হোস্টেজ আছে। তাদের ক্ষতি হতে পারে।"

"কিন্তু এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?" এই লোকটির উৎসাহ মাত্রাহীন। কথাটাও অত্যুৎসাহে জোরালো শোনাল। অফিসার দত্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান। ওর আগ্রহ প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই। এর আগেও এমন অপারেশনে অনেকবার গিয়েছে। কিন্তু কোনওবারই আসামিকে জ্যান্ত ধরেনি। নিজেকে 'এনকাউন্টার এক্সপার্ট' বলতেই বেশি ভালবাসে।

ওর আসার কথা ছিল না। ইনভেস্টিগেটিং টিমে তিনি অফিসার মান্নাকে ইচ্ছে করেই রাখেননি। কিন্তু যখন পুলিশের টিম রেডি হচ্ছে রাকেশ নিয়োগীকে ধরে আনার জন্য, তখনই উপরমহল থেকে আদেশ এল 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট'কেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আপত্তি করেছিলেন। লোকটার রেকর্ড ভাল নয়। সে অ্যারেস্ট করতেই জানে না। অপরাধীকে স্রেফ গুলি মেরে উড়িয়ে দেওয়াই তার স্টাইল। কোনওরকমে যুক্তি সাজিয়েছিলেন, "স্যার, আমরা কোনও টেররিস্ট বা সিরিয়াল কিলারকে ধরতে যাচ্ছি না। অফিসার মান্না ওখানে গিয়ে কী করবেন?"

এসিপি মাথা নাড়লেন, "উপায় নেই দত্ত। উপরের অর্ডার আছে। ওকে নিয়ে যেতেই হবে।"

কথাগুলো শোনার পরই অদ্ভুত একটা সন্দেহ হয়েছিল তার। সম্ভবত সুস্মিতা অধিকারী রাকেশকে জীবন্ত ধরা পড়তে দিতে চান না। সেই জন্যই উপরমহল থেকে চাপ দিয়ে 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট'কে আমদানি করা হল।

তিনি সঙ্গীসাথিদের দিকে তাকিয়েছেন, "টেক ইয়োর পজিশনস। দরকার পড়লে ফ্যাক্টরির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হবে..."

এই পর্যন্ত বলতে পেরেছিলেন ভদ্রলোক। তার আগেই খুলে গেল ফ্যাক্টরির দরজা। অফিসার মান্না বন্দুক তাক করেছেন। বিরক্ত হয়ে গর্জন করে অফিসার দত্ত, "ডোন্ট শুট। আগে দেখে নাও, কে বেরোচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সার্চলাইট গিয়ে পড়ল ফ্যাক্টরির দরজার সামনে। বলার প্রয়োজন ছিল না। তার আগেই বন্দুক নামিয়ে নিলেন এনকাউন্টার এক্সপার্ট। তাঁর দু'চোখে বিস্ময়। এ কী! একদল কালিঝুলি মাখা, শীর্ণ মানুষ এদিকেই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এগিয়ে আসছে। না, ঠিক পুরোদস্তুর মানুষ বলা যায় না। একদল শিশু হাঁটতে হাঁটতে আসছে এদিকেই। ভয়ে জড়সড়। দেখলে মনে হয়, এগোনোর ইচ্ছে নেই। তবু কোনও অজানা কারণে টলতে টলতে এদিকেই আসছে তারা।

পুলিশবাহিনী স্তম্ভিত! তারা স্বপ্নেও ভাবেনি একজন গাঁট্টাগোট্টা অপরাধীর জায়গায় গোটা কুড়ি কঙ্কালসার শিশু শ্রমিক বেরিয়ে আসবে। একটা শিশু একেবারেই ছোট। এগিয়ে আসতে আসতেই আচমকা অবশ হয়ে পড়ে গেল সে। অফিসার দত্ত ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর সন্ধানী চোখ বাচ্চাটাকে ভাল করে জরিপ করল। না, কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। সম্ভবত দীর্ঘদিন অনাহার বা আধপেটা খাবার এবং প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রমের দরুন জীবনীশক্তির শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে সে। শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন অফিসার। ততক্ষণে বাকি শিশুরা ঘিরে ধরেছে তাকে। সকলের চোখেই খিদে, শ্রান্তি স্পষ্ট।

"এদের সকলের বয়স চোদ্দো বছরের নীচে।" অফিসার দত্ত দাঁতে দাঁত পিষলেন, "কিছুতেই শুধরোবে না শুয়োরের বাচ্চাগুলো। আইন-কানুনের নীচে বেআইনি কাজ করে চলেছে। ধরা পড়ার ভয়ও নেই। এতগুলো চাইল্ড লেবার এখানে কাজ করছে, অথচ পুলিশ বা প্রশাসন কেউ কিছু জানে না! অসম্ভব!"

পিছন থেকে এবার আর-একজন এগিয়ে আসে, "বাচ্চাগুলোকে কী করব স্যার?"

"অবস্থা দেখেছ?" তিনি অসহ্য রাগে হিসহিস করে উঠলেন, "আপাতত হাসপাতালে ভরতি করতে হবে। তারপর একটু সুস্থ হলে কোনও নামকরা এনজিও'র হাতে তুলে দিতে হবে। তুমি ওদের নিয়ে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে চলে যাও। দরকার পড়লে দুটো গাড়ি নিয়ে যাও।"

"সরে যাও! সরে যাও!"

হঠাৎ একটা মেয়েলি শাণিত গলার চিৎকার ভেসে এল। সকলেই বিস্মিত হয়ে দেখল, এক উন্মাদিনী বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে আসছে ফ্যাক্টরির দিক থেকে। আন্নাকালী! তার দু'চোখ বিস্ফারিত! পাগলের মতো কাঁদছে। চিৎকার করে বলছে, "সব শেষ হয়ে যাবে! ও সব শেষ করে দেবে! সরে যাও! সরে যাও!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কান ফাটার উপক্রম! পুলিশবাহিনী তড়িৎগতিতে মাটির উপরে শুয়ে পড়েছে। বাচ্চাগুলোও ভয়ে হাঁটু গেড়ে, মাথা ঢেকে বসে কাঁপছে। বাজির ফ্যাক্টরিতে তখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। গগনচুম্বী শিখা লকলকিয়ে উঠছে। আন্না একবার পিছন ফিরে ফ্যাক্টরির অবস্থা দেখল। পরক্ষণেই কপালে করাঘাত করতে করতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এর অনতিদূরে দাঁড়িয়ে পাঁচু সব দেখছিল। বিস্ফোরণের দৃশ্য সে-ও দেখেছে। কোনওমতে স্খলিত, অস্ফুট গলায় বলল, "রাকা!"

অফিসার পিনাকী দত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন ফ্যাক্টরিকে আগুন সাপটে ধরেছে। তাঁর বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট!

একমাত্র আন্না জানত যে রাকা মরেনি! তাকে যন্ত্রণা দিয়ে ফ্যাক্টরি থেকে বেরোনোর গোপন পথ জেনে নিয়েছিল সে। ফ্যাক্টরির ঠিক নীচ দিয়েই চলে গিয়েছে ড্রেনেজ সিস্টেম, যাকে ইংরেজিতে বলে, sewer। কোনও কারণে ফ্যাক্টরিতে পুলিশ রেড পড়লে ওই রাস্তাতেই শিশুশ্রমিকদের বের করে নেওয়া হত।

এখন সেই পয়ঃপ্রণালীর নোংরা থকথকে কাদা ও দুর্গন্ধময় জল ভেঙে জীবনের দিকে দৌড়োচ্ছে রাকা। সেই জীবন, যেখানে একটা ছোট্ট মানুষ তার পথ চেয়ে বসে আছে। এর আগে কোনওদিন কেউ তার জন্য এমন ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করেনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পালটেছে। অপেক্ষা করছে, কেউ অপেক্ষা করছে।

॥ ১৫ ॥

একটা ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ঢেউয়ের মতো এসে পড়ল আরও একটা ঘটনা। বাবু মণ্ডলের ইন্টারভিউ এমনিতেই শহরকে গরম করে রেখেছিল। সেই আগুনের উপর ছাই পড়ার বদলে বরং ঘৃতাহুতি হল। ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে একদল শিশুশ্রমিককে ভরতি করেছে পুলিশ। একটি বাজির কারখানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের। বারুদ ও বাজির মালমশলায় তাদের ফুসফুসের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ছাড়াও ভরতি হয়েছে কিছু যৌনদাসী। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ঘণ্টায়-ঘণ্টায় তাদের বক্তব্য শোনাচ্ছে।

অন্যদিকে ওই হাসপাতালেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে একটি মারাত্মক জখম শিশু। আইসিইউ-তে অচেতন অবস্থায় এখনও শ্বাস ফেলছে ছোট্ট মানুষটা। একটি তরুণী মেয়ে তাকে ভরতি করে দিয়ে গিয়েছে। ডাক্তাররা শিশুটিকে পরীক্ষা করে হতবাক। তার সর্বাঙ্গ ভরতি বাজির মালমশলা। পোড়া চামড়ার উপরে তখনও চাপ-চাপ বারুদ লেগে আছে। ইনফেকশন ক্রমশ ছড়াচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে খবর দেয়। কিন্তু যে মেয়েটি আহত শিশুকে কোলে নিয়ে এসেছিল, সে ততক্ষণে নিরুদ্দেশ। বিল মিটিয়ে দিয়েই সে সকলের অগোচরে কোথায় চলে গিয়েছে, তা কেউ জানে না। ফর্মও ফিল-আপ করেনি। শিশুটির পরিচয় সম্পর্কে এখনও কেউ কিছু জানতে পারেনি। ডাক্তাররা বাধ্য হয়েই অনেক ভেবেচিন্তে নিজেরাই তার নাম রেখেছেন, বেবি নক্ষত্র।

জনগণ আবার খেপে উঠল। বেশ কয়েকটা বাজির কারখানায় চলল ভাঙচুর। খবরের কাগজে ও চ্যানেলে বারবার ভর্ৎসিত হতে হতে পুলিশ উঠে পড়ে লাগল। ফলস্বরূপ কয়েকটি বাজি ও জুতোর কারখানা থেকে মুক্তি পেল বহু বেআইনি শিশু শ্রমিক। নামজাদা এনজিওগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আশ্রয় দিল। ভাগ্যবানেরা পুলিশ ও এনজিওর তৎপরতায় খুঁজে পেল নিজেদের পরিবার। নিউজ চ্যানেলের ক্যামেরায় সেই দৃশ্য দেখে আবেগে, আনন্দে কাঁদল মানুষ।

অন্যদিকে কিছু সংগঠন ও প্রতিবাদী মানুষের দল নীরবে মোমবাতি মিছিলে নামলেন। বেবি নক্ষত্রের জন্য পথে নামল জনগণ। দিন নেই, রাত নেই, হাসপাতালের গেটের সামনে উৎসুক মানুষের ভিড় ভেঙে পড়ছে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সংবাদমাধ্যমকে বেবি নক্ষত্রের অবস্থা জানিয়ে মেডিক্যাল বুলেটিন দিচ্ছেন ডাক্তাররা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সরকার তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। বেবি নক্ষত্রের আরোগ্য কামনায় ভিড় উপচে পড়ল মন্দির, মসজিদ, গির্জায়। সব ধর্মের, সব বর্ণের মানুষ প্রাণপণে শিশুটির আরোগ্য প্রার্থনা করছেন তাঁদের আরাধ্য দেবতার কাছে। এমন দৃশ্য আর কবে দেখেছে তিলোত্তমা! হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-শিখ নির্বিশেষে পরমেশ্বরের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কাছে দু'হাত পেতে বেবি নক্ষত্রের প্রাণভিক্ষা চাইছে। একটি নাম-গোত্রহীন শিশু এই মুহূর্তে সকলের আত্মীয়।

সুস্মিতা নিজের কেবিনে বসে টিভি সেটে গোটা ঘটনাটাই নির্বাক হয়ে দেখছিলেন। সত্যিই কি প্রার্থনায় কিছু হয়? এই লোকগুলো দিনরাত এক করে হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শীতের কামড় উপেক্ষা করে বারবার খবর নিচ্ছে, ওরা কে হয় ওই শিশুটির? তবে কেন এক অনাত্মীয়, অজ্ঞাতকুলশীল শিশুর জন্য অটল বিশ্বাসে উপরওলার দরবারে হাত পাতছে?

অন্যদিকে আন্নাকালীর বাজির ফ্যাক্টরির অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য দেখাচ্ছে টিভি চ্যানেলগুলো। ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছোনোর আগেই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গোটা কারখানা। একটু আগেই এনকাউন্টার এক্সপার্ট অফিসার মান্না ফোন করেছিলেন। তাঁদের ধারণা যে রাকেশ নিয়োগী সম্ভবত বিস্ফোরণেই মারা গিয়েছে। এমনকী অফিসার দত্ত হয়তো রাকেশ নিয়োগীর ফাইলও বন্ধ করে দেবেন।

সুস্মিতার কথাটা বিশ্বাস হয়নি। রাকা অত কাঁচা কাজ করার লোক নয়। নিজের মেয়ের খোঁজ করছে সে। এত সহজে মরবে না। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "আপনারা কি ফ্যাক্টরির মধ্যে কোনও মৃতদেহ পেয়েছেন? অথবা ছিন্নভিন্ন কোনও দেহাংশ?"

"না, ম্যাডাম।"

সুস্মিতা হাসলেন, "তা হলে রাকেশ নিয়োগী মারা যায়নি। সে এত বড় মূর্খ নয় যে, যে গাছের ডালে বসবে, সেই ডালটাকেই কাটবে। ওই কারখানা থেকে বেরোনোর নিশ্চয়ই অন্য কোনও রাস্তা আছে।"

"কিন্তু আমরা তো তেমন কিছু শুনিনি ম্যাডাম! তেমন কিছু জানিও না।"

"আপনারা না জানলেও আন্না জানে। ভয়ে মুখ খুলছে না। একটু চাপ দিলেই বলে দেবে।"

অফিসার মান্না একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বললেন, "ম্যাডাম, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অর্কপ্রভ স্যারের কথায় উপরমহল আমায় ইনভেস্টিগেটিং টিমে ঢুকিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এখনও পিনাকী দত্ত। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে কো-অপারেট করছেন না। নিজের মতো করেই কেসটাকে চালাচ্ছেন।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুস্মিতার মুখে বঙ্কিম হাসির রেখা ভেসে উঠল, "তার মানে আপনি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হলে সবদিক থেকেই রক্ষা হয়, তাই তো?"

অফিসার মান্না চুপ করে থাকেন। মৌনং সম্মতিলক্ষণম। তিনি ফের বললেন, "আপনি বোধহয় আসামিদের গ্রেফতার করার থিয়োরিতে বিশ্বাসী নন।"

"না।"

"বেশ। দুটো দিন অপেক্ষা করুন। আপনি খুব তাড়াতাড়িই এই কেসের তদন্তকারী অফিসার হয়ে যাবেন। সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।" তিনি দৃঢ়স্বরে জানালেন, "কিন্তু থিয়োরি যাই হোক, আমার রেজাল্ট চাই।"

"হয়ে যাবে ম্যাডাম।"

ফোন কেটে ফের টেলিভিশনের পরদায় চোখ রেখেছেন সুস্মিতা। পরদায় এখনও বারবার ভেসে উঠছে বেবি নক্ষত্রের ক্ষতবিক্ষত দেহ। নাকে নল লাগানো অচেতন শিশু। তার আরোগ্যকামনায় হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের উদ্বিগ্ন মুখ। টিভিটা অফ করে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। টাকায় সব কেনা যায়। কিন্তু এই আন্তরিক, আকুল প্রার্থনা কেনা যায় না। আজ এই শিশুটির উপর যেভাবে প্রার্থনার বর্ষণ হচ্ছে, তার এক শতাংশও যদি টিটোর উপর হত! তার চিকিৎসায় কোনও ত্রুটি রাখেননি সুস্মিতা। নামকরা বেসরকারি নার্সিংহোমে তার চিকিৎসা চলছে। ডাক্তাররা পাঁচজনের মেডিক্যাল টিম তৈরি করেছেন। ডাক্তার ঘোষ আশ্বস্ত করেছেন, প্রয়োজন পড়লে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনাবেন তাঁরা।

সব আছে, কিন্তু প্রার্থনা নেই। সুস্মিতা কখনও ঈশ্বরের দরবারে যাননি। এখনও যাবেন না। অর্কপ্রভ ওসব বিশ্বাসই করেন না। বরং উলটে বলেছেন, "মেনে নেওয়ার চেষ্টা করো মিতা। টিটোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কোনওদিনই সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল না। এই দিনটা আমাদের দেখতেই হত। শুধু টাইম ফ্যাক্টর।"

'আমাদের!' এটা কি গৌরবে বহুবচন! এতদিন অর্কপ্রভ একা 'আমি'ই ছিলেন। সুস্মিতার অস্তিত্ব ছিল না। হঠাৎ করে 'আমি' থেকে শব্দটা 'আমাদের' হল কী করে!

টিটোর রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতেই ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল ডাক্তার ঘোষের। সুস্মিতা সভয়ে লক্ষ করেন, তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট। এর মধ্যে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অবশ্য টিটোর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। সে খেতে পারছে না। অনেক যত্ন করে তৈরি করা খিচুড়িও বমি করে উগরে দিচ্ছে। জ্বর একবার বাড়ছে, একবার কমছে। অবশেষে তার চোখ যখন হলুদাভ হয়ে উঠল, তখন প্রমাদ গুনলেন তিনি।

ডাক্তার ঘোষ চিন্তিতমুখে রিপোর্টগুলো সামনে রেখে দিয়েছেন। সস্নেহ কণ্ঠস্বরে বললেন, "দেখুন, সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই। লেট্‌স ফেস দ্য ট্রুথ। টিটোর ইউরিনারি ইনফেকশন অনেক দূর এগিয়েছে। কিডনি অ্যাফেক্টেড। এমনকী লিভারও আবার ইনফেক্টেড হয়েছে। গলব্লাডারে স্টোন আছে কিনা সেটাও এখন দেখা দরকার। আপনারা জানেন যে, টিটোর প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম। আমরা চাই না আস্তে আস্তে ব্যাপারটা মাল্টিপল অর্গান ফেইলিওরের দিকে যাক। চান্স না নিয়ে এখনই হসপিটালাইজড করে দিন। উই উইল ডু আওয়ার বেস্ট।"

সুস্মিতা নিষ্পলকে তাকিয়েছিলেন ডাক্তারের দিকে। টিটোকে নার্সিংহোমে ভরতি করতে হবে! আজ পর্যন্ত সে কখনও মাকে ছেড়ে থাকেনি। আগে বেশ কয়েকবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও বাড়িতেই ট্রিটমেন্ট হয়েছে তার। ওইটুকু বাচ্চা কী করে থাকবে এখানে? সিস্টাররা তার গায়ে জোর করে ইঞ্জেকশন ফোটাবে। ওরা কেউ মা নয়! ওরা রোবটের মতো সহানুভূতিহীন। চ্যানেলের নিড্‌লটা ঘচাং করে ঢুকিয়ে দেবে শিরার মধ্যে। কী করে সহ্য করবে টিটো? পাগলের মতো খুঁজবে শেষ অবলম্বন মাকে! কিন্তু...

"আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারি ডক্টর?" জীবনে এই প্রথম কাউকে অনুনয় করলেন তিনি, "আপনি যদি পারমিশন দেন..."

"নো মিসেস অধিকারী।" ডাক্তার ঘোষ মাথা নাড়েন, "অনেস্টলি স্পিকিং, আমি আপনাকে খুব ভাল করে চিনি। আপনি থাকলে টিটোর ট্রিটমেন্টে অসুবিধে হবে। ইউ নো মিসেস অধিকারী, ট্রিটমেন্টের কিছু পার্ট আসুরিক হয়। আই মিন, সিস্টার-ডাক্তারদের পেশেন্টের ভালর জন্যই একটু নিষ্ঠুর হতে হয়। টিটো কাঁদবে, চেঁচাবে, হাত থেকে নল খুলে ফেলতে চাইবে। টানাহেঁচড়ায় হয়তো চ্যানেল থেকে ব্লাডও বেরিয়ে আসতে পারে। আপনি সহ্য করতে পারবেন না। চিকিৎসায় বাধা দেবেন। আই কান্ট অ্যালাউ দ্যাট।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুস্মিতা ডাক্তার ঘোষের সমস্যা বুঝতে পারেন। দৃশ্যটা কল্পনা করেই তাঁর প্রাণ কাঁপছে। কোনওমতে একটু ভেবে বলেন, "তবে কি ম্যাগি থাকতে পারে? ম্যাগি থাকলে ও একটু সাহস পাবে।"

"শিয়োর।" তিনি হাসলেন, "ম্যাগি থাকতে পারে, অর্কপ্রভও থাকতে পারেন। ওঁরা কষ্ট পেলেও সহ্য করে নেবেন। কিন্তু নট ইউ ম্যাম। তা ছাড়া আপনি ভিজিটিং আওয়ার্সে তো ছেলেকে দেখতেই পাবেন।"

অর্কপ্রভ থাকবেন! তা হলেই হয়েছে। সুস্মিতা ম্যাগিকেই বেছে নিলেন। টিটো ভরতি হওয়ার সময় খুব আপত্তি জানিয়েছিল। সে মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু বন্য জন্তুর মতো হাতের সামনে যাকে পেয়েছে, কামড়ে দিয়েছে। হাত-পা ছুড়ে প্রতিবাদ করেছে। ম্যাগিকে তো আঁচড়ে-কামড়ে দিতেও বাকি রাখেনি। শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিল মায়ের আঁচল। কিছুতেই ছাড়বে না। কিছুতেই মাকে চোখের আড়ালে যেতে দেবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত ডাক্তার-সিস্টার-ওয়ার্ডবয়রা বলপ্রয়োগ করে ভেঙে দেয় সে বন্ধন। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছিল টিটো। এত জোরে চেপে ধরেছিল মায়ের হাত যে, তার বড় বড় নখে কেটে গিয়েছিল সুস্মিতার কবজি। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে দেখে সিস্টার এগিয়ে আসে, "আপনার হাত যে কেটে গিয়েছে! ব্যান্ডেজ করে দেব?"

ক্ষতস্থান থেকে তখনও বিন্দু বিন্দু রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। টিটোর গমনপথের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তস্বরে জানিয়েছিলেন, "না, থাক।"

"রক্ত পড়ছে যে!"

সুস্মিতা শীতল, নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকালেন, "পড়ুক!"

তিনি কাঁদতে পারেননি। সেই মুহূর্তে আর পাঁচটা মায়ের মতো মুখে আঁচল গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু এক ফোঁটা জলও চোখ বেয়ে পড়েনি। বরং হাতের ক্ষত থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত অশ্রুর মতো টুপটাপ করে ঝরে পড়ছিল।

আজ সকালে ভিজিটিং আওয়ার্সে টিটোকে দেখে তাঁর বড় ভয় লেগেছে। কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ছেলেটা। যখন নার্সিংহোমে ভরতি হয়েছিল, তখনও তেজ ছিল। অথচ আজ ভীষণ নিষ্প্রভ, ভীষণ পিঙ্গল! যেন চোখের সামনেই একটু-একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে পোকা ধরা ফুল। যেমন করে শুকিয়ে যায় রজনীগন্ধার মালা। কাউকে বলতে পারেননি সুস্মিতা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কিন্তু আজ টিটোকে দেখে শুকনো রজনীগন্ধার মালা বলেই মনে হচ্ছিল। কোথায় তার সেই জেদ! কোথায় হম্বিতম্বি! শুধু করুণ ছলছলে দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখেছিল মাকে। তারপর অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অনেক বুঝিয়েও তাকে এদিকে ফেরানো যায়নি। কেন তাকাবে সে মায়ের দিকে? গত কয়েক ঘণ্টা ধরে তার উপর যে অত্যাচার চলছে তার হিসেব নিতে মা তো একবারও আসেনি! তার হাতে ডাক্তাররা জোর করে নল গুঁজে দিয়েছে। ক্যাথিটার লাগাতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে টিটো। রক্ত বেরিয়েছে ক্যাথিটারের নল দিয়ে। তার সে কষ্টের কথা কি মা জানে না? কই, তখন তো আসেনি! তবে এখন কেন?

সুস্মিতা সেই নীরব প্রত্যাখ্যানের সামনে কুঁকড়ে গিয়েছেন। জীবনে আর কেউ তাকে দুঃখ দিতে পারে না, যতটা টিটো পারে। কষ্ট হলেও মনকে বুঝিয়েছেন। এখন নিজেকে একটু শক্ত করতেই হবে। টিটোর ভালর জন্যই।

"মামণি!"

সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকান সুস্মিতা। একটা দুষ্টুমুখ কেবিনের দরজা খুলে উঁকি মারছে। একটু অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি। কিন্তু অস্বাভাবিক বলেই বড় আপন। সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের আজকাল সহ্য হয় না। তাদের সামান্যতম দুষ্টুমিকেও জঘন্যতম অপরাধ বলে মনে হয়। শিশুরাও ভয় পায় তাকে। শুধু শিশুরা কেন? এই অনাথ আশ্রমের কারও সাধ্য নেই বিনা অনুমতিতে তাঁর কেবিনে ঢোকার। অথচ এই মেয়েটি দিব্যি দরজা খুলে লাফঝাঁপ মেরে ঢুকে পড়ল। তার পিছন পিছন রুনা।

"আরে... আরে!" রুনা বিপন্ন গলায় বলে, "এভাবে বড় ম্যাডামের ঘরে ঢোকে না!"

"কে বড় ম্যাডাম?" মেয়েটি হেসে আঙুল তুলে সুস্মিতাকে দেখায়, "ও? ও তো মামণি!"

সুস্মিতা হেসে ফেললেন। রুনা তার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সুস্মিতার মুখে কিন্তু কোনও বিরক্তি নেই। বরং স্বাভাবিক মাতৃস্নেহে ঝলমল করছে তাঁর মুখ। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কী হল? আবার কী হয়েছে?"

মেয়েটির মুখে এবার বিষণ্ণতা। সে মুখ ব্যাজার করে মাথা চুলকাচ্ছে, "মামণি, ওরা ভুলুকে ভিতরে আসতে দিচ্ছে না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এবার রুনার দিকে তাকালেন। রুনা বিব্রত হয়ে বলল, "মহা মুশকিল ম্যাম, এখন মহারানির হুকুম হয়েছে যে, ওই কুকুরটাকে ভিতরে আসতে দিতে হবে। রাত্তিরবেলা নাকি ওর ঠান্ডা লাগে।"

"বা রে!" মেয়েটি জানায়, "আমাদের সকলের ঠান্ডা লাগে, আর ওর লাগে না? আমরা ঘরে থাকি, চাদর গায়ে দিই। ভুলুর কি ঘর আছে? ও কি চাদর গায়ে দিতে পারে? বলো মামণি, ভুলু কুকুর বলে কি মানুষ নয়?"

সুস্মিতা স্বভাববিরুদ্ধভাবেই ফিক করে হেসে ফেলেছেন। রুনা অবাক! আর কেউ জানুক না জানুক, সে জানে এই মানুষটা কী পরিমাণ কঠিন! প্রয়োজনে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন এই মহিলা। অথচ এই মেয়েটি যে কী জাদু করেছে কে জানে! এই মেয়েটাকে দেখলেই ম্যাডামের মুখ আর মেজাজ অদ্ভুতভাবে পালটে যায়। তখন তাঁকে আর চিনতে পারে না রুনা।

সুস্মিতা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন বাচ্চা মেয়েটির মুখ। সে স্পর্শে নিখাদ মাতৃত্ব। তার গাল টিপে আদর করে বললেন, "হুকুম যখন হয়েছে, তখন তামিল তো করতেই হবে।"

বিস্ময়ে রুনার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, "কিন্তু ম্যাম... একটা কুকুর... এখানে!"

কচি গলায় ধ্বনিত হল তীব্র প্রতিবাদ, "কুকুর না, ভুলু।"

"হ্যাঁ, ভুলু!" সে আমতা-আমতা করে বলে, "কিন্তু ভুলু অনাথ আশ্রমের ঘরে থাকবে কী করে? কিচেনে ঢুকে পড়তে পারে। যাকে-তাকে কামড়ে দিতে পারে। খাবারে মুখ দিতে পারে।"

"বেঁধে রাখলে ওসব কিছুই হবে না। কুকুরটাকে আমি দেখেছি। ও ফেরোশাস নয়। তেমন হলে নিয়ম করে ইঞ্জেকশন দিতে হবে।"

সুস্মিতা স্মিত হেসে বলেন, "তা ছাড়া কুকুরদের নিজের বাটি থেকে খাওয়ার অভ্যেস করালে তারা আর যেখানে-সেখানে মুখ দেয় না। বিকেলে আমি টিটোকে দেখতে যাব। ফেরার পথে চেন, খাবার আর বাটি কিনে আনব।"

"আর-একটা চাদর।" ফের হুকুম হল, "ভুলুর চাদর, সোয়েটার কিচ্ছু নেই।"

"বেশ। তাই হবে।" সুস্মিতা হাসলেন, "এখন খুশি তো?"

মেয়েটি ভারী খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। তিনি মেয়েটিকে দেখছেন। কী

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

নিষ্পাপ! ও ব্যঙ্গ করতে জানে না। বিদ্রূপ করতে জানে না। অক্ষমের ক্ষমতার উপরে হাসতে জানে না। ওর ভালবাসা খাঁটি মধুর মতোই দু'চোখে টলটল করে। অন্যান্য শিশুরা এই বয়সেই দুনিয়াদারি শিখে যায়। এ মেয়ে আজও সেসব শেখেনি। ঈশ্বর ওকে বদবুদ্ধি শেখার সুযোগ দেননি।

ভাবতে ভাবতেই তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছেন। একটু বড় হওয়ার পরে টিটোর কোনও বন্ধু ছিল না। অল্পবয়সে তার সমবয়সি সুস্থ বন্ধুরা তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। টিটোকে উত্ত্যক্ত করত। সে রেগে গিয়ে তারস্বরে কাঁদত। হিস্টেরিক হয়ে পড়ত। তার এই কষ্ট দেখে মজা পেত ওরা। চোখের সামনে এই অত্যাচার দেখে সহ্য করতে পারতেন না সুস্মিতা। পৃথিবীর সমস্ত সুস্থ-সবল শিশুদের উপর অদ্ভুত আক্রোশ জন্মেছিল তাঁর। শিশুরা ভীষণ নিষ্ঠুর হয়! অসম্ভব নিষ্ঠুর!

অথচ এই মেয়েটার মায়াবী চোখদুটো দেখলে বড় লোভ হয় তাঁর। ও কি টিটোর বন্ধু হতে পারে না? তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু অন্তরে কোথাও একটা আশঙ্কা বাসা বাঁধছে, হয়তো টিটো আর ফিরবে না। মা হয়ে এই সময়ে তাকে কি একটা বন্ধু উপহার দিতে পারেন না তিনি? সেই বন্ধু, যে পাশে বসে থাকবে। টিটোর অক্ষমতা নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে না। তার জন্য প্রার্থনা করবে।

"শোনো, তোমার নাম কী?"

মেয়েটা ভারী খুশি হয়ে ঝুঁটি দুলিয়ে সুর করে উত্তর দেয়, "আমার নাম? খুশি!"

"খুশি।" তিনি মেয়েটার মাথায় হাত রাখেন, "আজ বিকেলে একটা জায়গায় যাবে আমার সঙ্গে?"

মেয়েটা জানতেও চাইল না যে কোথায় যেতে হবে। ভারী খুশি হয়ে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"তোমার একটা বন্ধুর খুব শরীর খারাপ। তুমি কি একবার গডকে বলে দেবে তাকে ভাল করে দিতে?"

"আমার বন্ধু?" সে মাথা ঝাঁকাল, "হ্যাঁ। আমি গডকে বলে দেব। কিন্তু বন্ধুটা কোথায়?"

তার চিবুক স্পর্শ করেছেন সুস্মিতা, "বন্ধুটার শরীর খারাপ তো! তাই হাসপাতালে ভরতি। আজ বিকেলেই দেখতে পাবে।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"আচ্ছা, আমি এখন যাই। ভুলুকে বলে আসি, বিকেলবেলা আমি বেড়াতে যাব।"

সে প্রজাপতির মতো নাচতে নাচতে চলে গেল। স্মিত হাসি মুখে মেখে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছেন সুস্মিতা। রুনা তখনও একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তার কিছু বক্তব্য আছে।

শান্ত চোখদুটো তার দিকে তুলে তাকিয়েছেন তিনি, "কিছু বলবে?"

রুনা উত্তর না দিয়ে কেবিনের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। সুস্মিতা সচকিত হয়ে উঠেছেন। রুনা দরজা বন্ধ করছে, অর্থাৎ কাজের কথা এবং কথাটা গোপনীয়।

দরজা বন্ধ করে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সুস্মিতার দিকে। গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে বলল, "ম্যাম, মুম্বইয়ের একটা অফার আছে। আট থেকে চোদ্দো বছরের দশটা মেয়ে চাই। ম্যাক ফোন করেছিল। আপনাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না তাই..."

"কিন্তু এখন ডিল করা রিস্কি।" সুস্মিতা একটু ভেবে বললেন, "উঁহু, হবে না। এখন পরিস্থিতি গরম। ওকে বারণ করে দাও।"

"ম্যাম।" রুনা জানায়, "আমিও বারণ করেছিলাম। কিন্তু ম্যাক শুনছে না। দরকার পড়লে চারগুণ রেট দেবে। কিন্তু ওর খুব প্রয়োজন। আর্জেন্ট।"

সুস্মিতা আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন। অফারটা লোভনীয় ঠিকই। কিন্তু এতগুলো এই বয়সের মেয়ে পাওয়াও মুশকিল। তার অনাথ আশ্রমে এই মুহূর্তে ওই এজগ্রুপের মেয়ে কমই আছে। মেরেকেটে পাঁচ-ছয় জন হবে। বাকিরা এখনও অনেক ছোট।

"আমি আমাদের ডিলারদের সঙ্গে কথা বলেছি।" সুস্মিতার নীরবতায় উৎসাহিত হয়ে রুনা বলতে থাকে, "ওরাও কিছু সাপ্লাই দেবে। কিন্তু প্রবলেম হল, সব মিলিয়েও একটা মেয়ে কম পড়ছে। আমি ভাবছিলাম..." সে আকস্মিকভাবে চুপ করে যায়।

"কী ভাবছিলে?" সুস্মিতা উৎসুক।

"আমি ভাবছিলাম..." রুনা আমতা আমতা করে বলল, "এই মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলে হয় না? ওর শুধু মাথাটা খারাপ। বডি পার্টস তো সব ঠিকঠাক আছে। বয়সটাও মানানসই। দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যাবে।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"শাট আপ!" ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠলেন সুস্মিতা। ছোবল মারার মতো তর্জনী তুলে বললেন, "খবরদার! না, একদম না!"

স্তম্ভিত রুনা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুস্মিতার মুখের প্রতিটা পেশি তখনও থরথর করে কাঁপছে। তিনি হিসহিস করে বললেন, "দ্বিতীয়বার এ কথা তোমার মুখে শুনতে চাই না! বেরিয়ে যাও এখনই। গেট লস্ট!"

রুনা অবাক! ভেবেই পেল না কী অপরাধ সে করেছে। মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ ১৬ ॥

একটা ছোট্ট মুখ উৎসুক হয়ে তাকিয়েছিল জানালার বাইরে। অনেকটা রূপকথার 'রাপুনজেল'-এর মতো সতৃষ্ণ তার চেয়ে থাকা। 'রাপুনজেল'-এর মতোই এক বহুতল অট্টালিকার চারশো এক নম্বর ফ্ল্যাটে সে বন্দি। বাইরে যেতে খুব ইচ্ছে করে। অথচ নিরুপায়।

মেয়েটার বড্ড শীত করছিল। ঘরে ব্ল্যাঙ্কেট আছে। চাদর, সোয়েটার সবই আছে। কিন্তু সবই তালাবন্দি। পাছে সে গায়ে দেয়, সেই আশঙ্কায় বাড়ির মালকিন নিজের ছেলে-মেয়ের সমস্ত গরম জামা ওয়ার্ডরোবে পুরে তালা বন্ধ করে দিয়েছেন। ওরা দশদিনের জন্য পুরী বেড়াতে গিয়েছে। সমুদ্রের গরম হাওয়ায় ছুটি কাটিয়ে তবে ফিরবে। যাওয়ার সময় টেলিফোন কানেকশন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখে গিয়েছে। ফ্ল্যাটের বেশিরভাগ ঘর এখন লক করা। কেবল কানেকশন বিচ্ছিন্ন। বাড়ির ঝি তাদের অনুপস্থিতিতে আয়েশ করে টিভি দেখবে, তা পছন্দ নয় মালকিনের।

মেয়েটা তার জটপড়া কোঁকড়া চুলে মুখ ঢেকে উদাস দৃষ্টিতে দেখছিল সন্ধে নেমে আসা। এখনও বাইরের পার্কে তারই বয়সি ছেলে-মেয়েরা লাল, নীল, কমলা পশমি সোয়েটার পরে ব্যাডমিন্টন কোর্টে ব্যাডমিন্টন খেলছে। চতুর্দিক ফ্লাডলাইটের আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের মায়েরা গর্বিত মুখে বসে খেলা দেখছেন। তার সঙ্গেই চলছে টুকটাক পাপড়ি চাট বা চিজ্ঞ পপকর্ন।

পেটের মধ্যে খিদের কামড়টা ফের ফিরে এসেছে। মেয়েটা শুকনো ফাটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ঠোঁট একবার চেটে নিল। খিদে পেলে শীত বোধহয় বেশি লাগে। ঠান্ডা মার্বেলের মেঝেতে বসে হাঁটুদুটোর কাঁপুনি টের পায় সে। ঘরে সোফা আছে। কিন্তু বসা বারণ। মালকিন চোখ রাঙিয়ে তর্জনী তুলে বলে গিয়েছেন, "আমরা নেই বলে যেখানে-সেখানে বসবি না। যদি ফিরে এসে বুঝতে পারি তুই সোফায় বসেছিলি, তবে চোখ গেলে দেব।"

বাড়ির কর্তার অল্পস্বল্প কাণ্ডজ্ঞান আছে। তিনি দাড়ি কামাতে কামাতেই বললেন, "আহ, ওকে এমনভাবে বলছ কেন? না হয় একটু সোফাতে বসলই। এই শীতে কোথায় বসবে ও? মাটিতে?"

"হ্যাঁ। মাটিতেই বসবে, শোবে, খাবে।" ভদ্রমহিলা গর্জন করে ওঠেন, "চেহারার ছিরি দেখেছ? নোংরার হদ্দ! মাথার চুলে উকুনের গুষ্টি ডিম পাড়ছে। এর পর ওই উকুন সোফায়, বিছানায়, সর্বত্র ছড়াবে! তখন কী হবে ভেবে দেখেছ?"

"তা বলে বাচ্চা মেয়েটা এই শীতে ঠান্ডা মেঝেতে শোবে!" কর্তা এক গালে শেভিংক্রিমের ফেনা দিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন, "কী বলছ!"

"তোমার এত দরদ কীসের?" মহিলা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জরিপ করছেন, "ওকে কোলে শোওয়াতে চাও?"

এর পর আর কোনও কথাই হয় না। বাচ্চা মেয়েটা কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মালকিনের দিকে। হ্যাঁ, ওর গায়ে নোংরা, মাথায় নোংরা। কিন্তু তার জন্য কি ও নিজে দায়ী? আন্নাকালী তাকে এখানে পাঠানোর আগে বলেছিল, "যা, তোর কপাল খুলল। বড় ঘরে যাচ্ছিস। ওদের বাড়ির মেয়ের মতোই থাকবি। এখন ওই বাড়িটাই তোর বাড়ি।" সেই কথাটাকেই বেদবাক্য ভেবেছিল সে। ঝকঝকে সাদা বাথরুমে ঢুকে চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল তার। কত রকম সাবান! কত রকম মাখার জিনিস! বড় সাধ হয়েছিল গোলাপি রঙের সাবানটা একটু মেখে দেখবে। খুব আনন্দে সাবানও মেখেছিল।

কিন্তু পরিণতি হল মারাত্মক! মালকিন জানতে পেরে তার কচি হাত মুচড়ে দিয়েছিল। বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দোপুরুষের বাপান্ত করতে করতে ভীষণ মার মেরেছিল। রাগে মারতে মারতে বলছিল মহিলা, "সাবান মাখার খুব শখ? বাথরুমটা নোংরা করে দিলি। এখন ওই টয়লেটে কে যাবে হারামজাদি? কে মাখবে ওই সাবান? সাবানটার দাম জানিস? ওটা বিদেশি সাবান।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জানিস, টয়লেটের একটা পাথরের দাম কত? তোকে বেচলেও অত টাকা আসবে না। আর তুই টয়লেটটার সর্বনাশ করলি?"

কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে হরির লুটের বাতাসার মতো মার। কর্তা এসে টেনে সরিয়ে না নিলে হয়তো সেদিনই মরে যেত মেয়েটা। তারপর থেকে তার টয়লেটে ঢোকা নিষিদ্ধ হল। প্রয়োজনীয় কাজ সারতে হলে একতলায় দারোয়ানদের জন্য বরাদ্দ বাথরুমেই যায়।

এবারও যাওয়ার আগে মেন টয়লেটটা লক করে দিয়েছেন বাড়ির কর্ত্রী। বলা যায় না, যদি খোলা পেয়ে নোংরা করে রাখে। ছোট খুপরির মতো বাথরুমটা অবশ্য দয়া করে খোলা রেখে গিয়েছেন। অসুবিধে হয় না। মূল অসুবিধে দুটো। বড় খিদে পায় তার আর ভীষণ শীত করে। ফ্রিজে খাওয়ার মতো বিশেষ কিছু নেই। প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। থাকার মধ্যে আছে গোটা কয়েক কাঁচা ডিম। কিন্তু ডিম কী করে রান্না করে খেতে হয় তা জানা নেই আট বছরের শিশুর। জানা থাকলেও বিশেষ সুবিধে হত না। কারণ গ্যাস, ইন্ডাকশন, ওভেন, সবই নিষ্ক্রিয় করে গিয়েছে ওরা।

গত তিনদিন ধরে সে খিদের জ্বালায় একটার পর একটা কাঁচা ডিম ভেঙে খেয়ে গিয়েছে। আর খেয়েছে কলের জল। ওই একটা জিনিসেই কোনওভাবে তালা লাগানো যায়নি। রান্নাঘরের কল খুললেই ঝরঝর করে জল পড়ে। খিদে পেলেই সে পেট ভরে জল খেয়ে নেয়। কিচেনে খাবার-দাবার তেমন কিছু নেই। বাসনগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দেখেছে, প্রায় সবই ফাঁকা। শুধু ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো একটা কৌটোর তলানিতে একটু আটা পড়েছিল। রুটি করতে জানে না। তাই জলে গুলে খেয়েছে। গত দু'দিন ধরে এইরকম মেনুই কপালে জুটেছে তার। আর গতকাল স্রেফ জল।

পেটের ভিতরটা আবার মুচড়ে ওঠে। ফ্রিজে আর ডিম বাকি নেই। আটাও নেই। বেরিয়ে গিয়ে যে কিনে আনবে সে উপায়ও নেই। প্রথমত, ঘরে কোথায় টাকা থাকে তা তার অজানা। অবশ্য জানা থেকেও লাভ ছিল না। চুরির ভয়ে টাকাপয়সার আলমারিতেও নির্ঘাত তালা পড়েছে। দ্বিতীয়ত, এ বাড়ি ছেড়ে বেরোবে কী করে? তাকে সুদ্ধ তো ফ্ল্যাটে তালাবন্দি করে বেড়াতে চলে গিয়েছে ওরা। তাই উপবাসী থাকা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই।

খিদেয় তার গোটা শরীর ঝিমঝিম করছিল। তাই উঠে গিয়ে ফের রান্নাঘরের কল খুলল। আঁজলা ভরে যতখানি জল খাওয়া যায়, খেয়ে নিল

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সে। মাথাটা মাঝেমধ্যে চক্কর দিয়ে উঠছে। এমনিতেও ভরপেট খাবার তার কপালে কখনও জোটেনি। এ বাড়ির গিন্নি শাড়ি, গয়না, পার্টি বা অন্যান্য ব্যাপারে উদারহস্ত হলেও কাজের মেয়েকে দুটোর বেশি রুটি খোরাকি দিতে চান না। শেষ কবে ভাত খেয়েছিল মনে নেই। ডাইনিং টেবিলের নীচে বসে, শুকনো রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে লক্ষ করেছে এ বাড়ির ছেলে-মেয়ের থালায় উপচে পড়ছে জুঁইফুলের মতো বাসমতী চালের ভাত। ওরা খেয়ে শেষও করতে পারে না। অর্ধেকের উপর ভাত অভুক্ত অবস্থায় এঁটো থালায় পড়ে থাকে। খুব ইচ্ছে করে হামলে পড়ে থালার উপরে। যেটুকু ঝোল মাখা ভাত পড়ে আছে, চেটেপুটে শেষ করে ফেলে। সে উদগ্র, হাভাতের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকে অভুক্ত ভাতের দলা এঁটোকাঁটার সঙ্গে চলে গেল ডাস্টবিনে। ব্যর্থ, লোলুপ দৃষ্টি ভাতের গা চেটে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফিরে আসে।

এখানে ভাত তেমন না জুটলেও মার জোটে যথেষ্ট। ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বা মুছতে গিয়ে কখনও চোখ আটকে যায় এলইডি টিভি সেটে। তখন হয়তো বড়দাদা তথা এই বাড়ির বড় ছেলে মনোযোগ দিয়ে কার্টুন নেটওয়ার্ক বা পোগো চ্যানেল দেখছে। আট বছরের শিশুর চোখও আটকে যায় রঙিন কল্পলোকের দুনিয়ায়। যেখানে টম নামের বিড়ালটা জেরি নামের ইঁদুরটার পিছনে পাঁই পাঁই করে দৌড়োচ্ছে। কিংবা ইঁদুরটা ধপাস করে একটা বেলনচাকি বসিয়ে দিচ্ছে বিড়ালটার মাথায়। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে ছোট্ট মেয়েটা হাঁ করে দেখতে থাকে ইঁদুর-বিড়ালের খুনসুটি। দেখতে দেখতেই আপনমনে কলকলিয়ে হেসে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গেই নরম গালে একটা চটাস করে চড়! গিন্নি চড়া সুরে বলে, "তোকে ঘর মুছতে বললাম না! তুই সেসব ফেলে টিভি দেখছিস? আমার নবাবনন্দিনী রে!"

কখনও গরম খাবারের পাত্র টেবিলে রাখতে গিয়ে ছেঁকা খায় মেয়েটা। অসাবধানে হাত থেকে পড়ে যায় বাটি। অথবা রাতে সকলের খাওয়ার পাট চুকে গেলে ঘুমচোখে ঢুলতে ঢুলতে বাসন মেজে রাখতে দেরি হয়ে যায়। কর্তা, গিন্নি, তাদের ছেলে-মেয়ের হাজার রকমের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে খেই হারিয়ে ফেলে আট বছরের শিশু। ছোট-বড়, সব রকমের ত্রুটির একটাই উত্তর, প্রচণ্ড মার! কপালে কালশিটে। হাতে, গায়ে দাগড়া-দাগড়া লাল দাগ। কর্তা ছাড়া এ বাড়ির সকলেই অল্পবিস্তর তার উপর হাত সাফাই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করে। কর্তা মানুষটা তুলনামূলক ভাল। কিন্তু তার বক্তব্যের কোনও দাম আছে বলে মনে হয় না। তবু মাঝেমধ্যেই বিড়বিড় করে বলেন, "আহ! বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তোমরা। সবকিছুর একটা লিমিট আছে।"

"তুমি চুপ করো।" মহিলা খেঁকিয়ে ওঠেন, 'মাস গেলে আন্নাকে কি এমনি-এমনি টাকা দিই?"

ভদ্রলোক বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকান, "তা হলে আন্নাকে বলো বড়সড় মেয়ে পাঠাতে। একটা আট বছরের মেয়ে কি এত কাজ করতে পারে? আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার।"

"আহ্লাদ!" ঝাঁঝালো সুরে জবাব এল, "বড় মেয়েকে যদি কাজের লোক রাখতে চাও, তবে কত টাকা দিতে হবে ধারণা আছে? সেন্টারে যদি চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোকের দরবার করো, তবে মাসে ছ'হাজার-সাত হাজার টাকার কমে লোক দেবে না। দু'হাজারে সর্বক্ষণের লোক গোটা কলকাতা চষে কোথাও পাবে না। একমাত্র আন্নাই ভরসা। তা ছাড়া তোমারই বা এত দরদ কীসের? বাচ্চার বদলে ধিঙ্গি মেয়ে হলে বুঝি সুবিধে হয়?"

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। ভদ্রলোক মৌনতা অবলম্বন করলেন।

মেয়েটার মাথা ঘুরছে। সে কোনওমতে অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছে মার্বেলের ঠান্ডা মেঝের উপরে। আগে মেঝেতে কার্পেট পাতা থাকত। দিব্যি মোটা কাশ্মীরি কার্পেট। কিন্তু সেটাও এখন ঢুকে পড়েছে আলমারির গর্ভে। মেঝেতে বসে হি-হি করে কাঁপছিল মেয়েটা। বড় শীত! তার চেয়েও বড় খিদে! ভীষণ ভীষণ খিদে! রান্নার দিদি ফুলমণি জানে যে ও একা আছে বাড়িতে। অথচ সে আসবে না। দশদিনের জন্য তাকে ছুটি দিয়েছে ওরা। সে চুপিচুপি সরল বিশ্বাসে ফুলমণিকে বলেছিল, "দিদি, তুমি না এলে আমি থাকব কী করে? খাব কী?"

ফুলমণি কড়াইতে তেল ঢেলে ভুরু কোঁচকায়, "কেন? তুই এখানে একা থাকবি নাকি? ওরা তোকে নিয়ে যাবে না?"

"না।"

ব্যস, আর যায় কোথায়! ফুলমণি সরাসরি উপরমহলে গিয়ে হাজির, "বউদি, ওই মেয়েটার জন্য কি আমায় দু'বেলা আসতে হবে? তবে কিন্তু ওভারটাইম দিতে হবে।"

"কে বলেছে ওই মেয়েটার জন্য তোকে আসতে হবে? দশদিনের ছুটি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দিলাম না? দশদিন তুই বাড়ির ঝিকে পোলাও, মাংস খাওয়াবি আর ওভারটাইম দেব আমরা? শখ কত!"

"তা হলে ওই দশদিন ও খাবে কী?"

"তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।" নাকের সামনে মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে বললেন তিনি, "যা কপালে জুটবে খাবে। তোর আলুনি পিরিত দেখিয়ে কাজ নেই।"

ভাবতেই কেঁদে ফেলল মেয়েটা। প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে তার। বমিও পাচ্ছে। সকাল থেকে বেশ কয়েকবার বমিও করেছে। কিন্তু জল ছাড়া আর কিছুই ওঠেনি। পেটে কিছু থাকলে তো উঠবে! তিনদিনেই এই অবস্থা! এভাবে আরও সাতদিন কাটবে কী করে? আলতো করে সে হাতের তেলোটা পেটে রাখল। পেটের ভিতরে আগুন জ্বলছে। খিদে কোনও নিয়ম মানে না। পরিস্থিতির শাসন মানে না। তার উপর পাশের ফ্ল্যাটে বোধহয় পাঁঠার মাংস রান্না হচ্ছে। তার সৌরভ বারবার এসে ধাক্কা মারছে নাকে। পাশের ফ্ল্যাটের ছোটদাদাও জানে যে, সে বাড়িতে একা আছে। কাল অনেক কষ্টে চাবির ফুটোয় মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে ডেকেছিল, "ছোড়দা, ও ছোড়দা!"

ছোড়দা তখন স্কুল থেকে ফিরেছে। সবে নিজেদের ফ্ল্যাটের ডোরবেল টিপতে যাবে। এমন সময় আচমকা বন্ধ দরজার ওপ্রান্ত থেকে ফিসফিসে ডাক শুনে ঘাবড়ে গিয়েছে। এগোবে কি এগোবে না ভাবছিল। তার আগেই ফের ডাকল মেয়েটা, "ছোড়দা, আমি।"

ছোড়দা এগিয়ে এল। কৌতূহলী হয়ে কি-হোলে চোখ ঠেকাতেই গোটা ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। অবাক হয়ে বলল, "তুই? তুই আঙ্কল-আন্টিদের সঙ্গে বেড়াতে যাসনি?"

"না। আমার খুব খিদে পেয়েছে ছোড়দা। এখানে খাওয়ার কিছু নেই। আমায় কিছু খেতে দেবে?"

ছোড়দা কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। সে উত্তর দেওয়ার আগেই পিছন পিছন তার মা এসে হাজির। ছেলে অন্যের বাড়ির কি-হোলে নাক ঠেকিয়ে বসে আছে দেখে অবাক হলেন।

"বাবি? ওখানে কী করছ?" তিনি ধমক দেন, "কতবার বলেছি এভাবে পিপিং-টমগিরি করতে নেই! ব্যাড ম্যানার! চলে এসো এক্ষুনি।"

"মা!" ছোড়দা মায়ের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বলে, "সানিয়াল

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আঙ্কল-আন্টিরা না ওদের হাউসমেডকে বাড়িতে তালাবন্ধ করে রেখেই চলে গিয়েছে। ওর খাওয়ার জন্য কিছু রেখেও যায়নি। ওর খুব খিদে পেয়েছে। ওকে কিছু খেতে দেবে?"

মায়ের প্লাক করা প্রায় অদৃশ্য ভুরু বিস্ময়ে কপালে উঠে গেল। কোনওমতে বললেন, "মানে?"

"মানে ওদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে তাকে ফেলে রেখে ওরা চলে গিয়েছে! ও ফ্ল্যাটেই রয়েছে। ওর খুব খিদে পেয়েছে মা।"

"পাক।" তিনি ছেলের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলেন, "অন্যের ব্যাপার নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। সামনে পরীক্ষা না?"

"কিন্তু মা!" ছোড়দা তবু কাতর আবেদন রাখে, "ওর যে খিদে পেয়েছে। খেতে চাইছে। যদি না খেতে পেয়ে মরে যায়!"

"মরে গেলে যাবে।" মা তার আবেদনে কর্ণপাত করেন না, "সেটা সানিয়াল আঙ্কল-আন্টির প্রবলেম। আমাদের প্রবলেম নয়। তোমার জন্য অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে শেষে বিপদে পড়ি আর কী! ও তোমার বোন নয় যে, ওর জন্য তোমায় ভাবতে হবে। গতবারের এগজামে ফাইভ পার্সেন্ট কম হয়েছিল, মনে আছে? এবার পার্সেন্টেজ না বাড়লে বাবা রক্ষে রাখবে না।"

বলতে বলতেই এমন করে ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন যেন কেউ খাবার নয়, তার কিংবা তার ছেলের আস্ত লিভারটাই চেয়ে বসেছে!

তারপর থেকে আর চেষ্টা করেনি মেয়েটা। চেষ্টা করে লাভ নেই। অভিজাত হাউজিং-এর নিয়মই বোধহয় এমন। এরা পরস্পরকে দেখলে 'হাই-হ্যালো' করে। আড়চোখে মাপতে থাকে একে অপরের পোশাকের স্ট্যান্ডার্ড। স্বার্থের প্রয়োজনে বত্রিশ পাটি বের করে একে অপরের নির্লজ্জ প্রশংসা করে। আর পিছনে এসে কূটকচালি শুরু করে দেয়। এর চেয়ে বেশি কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মেয়েটা জানালায় মুখ রেখে, দু'হাতে পেট চেপে ক্রমাগত অসহায়ভাবে কাঁদতেই থাকে। সে কারও বোন নয়, কারও মেয়ে নয়, এখানে তার আপন কেউ নেই। কে মাথা ঘামাবে তাকে নিয়ে? কিংবা তার খিদে নিয়ে? দুনিয়ার বয়েই গিয়েছে!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

যখন বাচ্চা মেয়েটা পাঁচতলার জানালা দিয়ে হতাশ দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়েছিল, ঠিক তখনই হাউজিং-এর পেল্লায় গেটে এসে দাঁড়াল একটা দীর্ঘদেহী মানুষ। পকেট থেকে ছবি বের করে ওয়াচম্যানের নাকের সামনে ধরে গম্ভীর গলায় বলল, "এই মেয়েটা কি এখানে কাজ করে?"

ওয়াচম্যান বিরক্তিমাখা দৃষ্টি ছুড়ে দেয়, "জানি না! কত মেয়ে এখানে কাজ করে! সকলকে চিনে রাখতে হবে নাকি?"

লোকটা মুখ দিয়ে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ করল। চোয়ালের হাড় কয়েকবার ওঠানামা করল। পরক্ষণেই বিদ্যুৎগতিতে তার সবল হাত ওয়াচম্যানের টুঁটি টিপে ধরেছে, "শালা, সোজাসুজি জবাব দিবি? না তোর গোটা থোবড়াই মেরামত করব?"

লোকটা দৈর্ঘ্যে ওয়াচম্যানের চেয়ে অন্তত একহাত লম্বা। তার হাতের জোরটাও মোক্ষম। হাত তো নয়, বাঘের থাবা! ওয়াচম্যানের শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছিল। কোনওমতে বলল, "আর একবার... আর একবার দেখতে হবে।"

দশাসই মানুষটা ছেড়ে দিল তাকে। ফোটোটা তার নাকের সামনে ধরে বলল, "আমি খবর না পেয়ে এখানে আসিনি। এই মেয়েটা এখানে কাজ করে। এখানকার অনেক লোকই ছবি দেখে ওকে চিনেছে। তুই শুধু বল যে, কোথায় কাজ করে। খেজুর করার সময় আমার হাতে একদম নেই।"

ওয়াচম্যান প্রাণের দায়ে প্রায় উলটে পড়েছে ছবিটার উপরে। দু'চোখ বড়বড় করে দেখতে-দেখতে বলল, "এই মেয়েটা কিনা জানি না। তবে অনেকটা এরকম দেখতে একটা মেয়ে কাজ করে বি ব্লকের চারশো এক নম্বর ফ্ল্যাটে। সান্যালসাহেবের বাড়িতে।"

"বি ব্লকটা কোথায়?" ওয়াচম্যান আমতা আমতা করে বলে, "এভাবে ঢোকা যায় না। আপনাকে নাম-ধাম এন্ট্রি করাতে হবে। তা ছাড়া, এখন ওই ফ্ল্যাটে কেউ নেই।"

লোকটার কপালে ভাঁজ পড়ল, "কেউ নেই?"

"না। ওরা বেড়াতে গিয়েছে।"

দীর্ঘদেহী মানুষটার বুক ভেঙে হতাশার নিশ্বাস পড়ে। এত কাছে এসেও ফসকে গেল! আস্তে-আস্তে মানুষটা গেটের বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

"আঙ্কল!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চলে যেতে গিয়েও যাওয়া হল না। একটা কচি গলার স্বরে ফিরে তাকায় সে। একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়োতে-দৌড়োতে তার দিকেই আসছে।

"আঙ্কল, তুমি কি সানিয়াল আঙ্কলের বাড়ির হাউসমেড মেয়েটাকে খুঁজছ?"

লোকটা কৌতূহলী হয়ে বলে, "হ্যাঁ।"

বাচ্চা ছেলেটা গড়গড় করে এক নিশ্বাসে বলে যায়, "মেয়েটা কোথাও যায়নি। ওরা ওকে ফ্ল্যাটে তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে চলে গিয়েছে। জানো, ওর জন্য একটুও খাবার রেখে যায়নি! ও কাল আমার কাছে খাবার চাইছিল। ওর খুব খিদে পেয়েছিল, তাই..."

লোকটার ফরসা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। নীচের ঠোঁট সজোরে কামড়ে ধরে বলল, "তুমি আমায় ওদের ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দিতে পারবে বাবু?"

"হ্যাঁ।" ছেলেটা মাথা নাড়ে, "সানিয়াল আঙ্কলরা তো আমাদের নেবার। পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। তুমি এসো। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

পিছন থেকে বাগড়া দেয় ওয়াচম্যান, "এভাবে আপনি ভিতরে ঢুকতে পারেন না। সোসাইটির নিয়ম নেই। সাইন করতে হবে। রেকর্ড রাখতে হবে। তা ছাড়া সেক্রেটারির পারমিশন ছাড়া..."

সে বাচ্চা ছেলেটার দিকে ফিরল, "তুমি এগোও বাবু। আমি এখনই আসছি।"

"ওকে।" ছেলেটা মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড়ে গেল লিফ্‌টের দিকে।

"আপনি পারমিশন ছাড়া ঢুকতে পারবেন না।" ওয়াচম্যান আমতা আমতা করে, "সেক্রেটারি সাহেবের মানা আছে।"

"তাই?"

আর কোনও কথা না বলে সে কোমরের বেল্ট থেকে একটা বন্দুক বের করে আনে। দেশি বন্দুক তথা দেশি কাট্টা! কিন্তু একবার কথা বলে উঠলে বিলাতিকেও রেয়াত করে না। এফেক্টও বিলাতির চেয়ে কিছু কম হয় না।

"কোথায় সাইন করব? কপালে? না বুকে করলেও চলবে?" বন্দুকটা উর্দিপরা প্রহরীর দিকে তাক করেছে সে। রাগে পাথর হয়ে যাওয়া মুখ থেকে শব্দগুলো বেরিয়ে এল, "বেশি কথা বললে স্রেফ উপরওয়ালার কাছে পাঠিয়ে দেব। পারমিশন লাগবে না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ভয়ে প্রায় ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওয়াচম্যান। লোকটা তার দিকে একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গে চলে গেল। ওয়াচম্যান প্রথমে ভেবে পায় না কী করা উচিত। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দৌড় লাগায় সেক্রেটারির ফ্ল্যাটের দিকে। স্যারকে বলতেই হবে লোকটার কথা। ওর হাতে বন্দুক আছে। এখনই পুলিশ ডাকতে হবে।

"এসো আঙ্কল।"

বাচ্চা ছেলেটা রাকাকে নিয়ে গেল ফোর্থ ফ্লোরে। লিফ্‌ট দ্রুতগতিতে একটার পর একটা ফ্লোর পেরোচ্ছে। কিন্তু রাকার মনে হচ্ছিল বহু আলোকবর্ষ পেরিয়ে যাচ্ছে সে। মাত্র কয়েকটাই তো ফ্লোর! তবু এত দেরি হচ্ছে কেন? মনের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা। পারলে সে লিফ্‌টটাকেই নীচ থেকে একটা মোক্ষম ঠেলা মারে। এক, দুই, তিন... চার, এখনও আসছে না কেন? চারশো এক নম্বর ফ্ল্যাটটা খুঁজে পাবে তো? যদি না পায়?

এই সব উদ্ভট চিন্তার সঙ্গে আরও একটা চিন্তা মনে উদয় হল। কেমন দেখতে হয়েছে মেয়েটা? কত দিন না খেয়ে আছে? ভাবতে ভাবতেই তার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে। একটা বাচ্চা মেয়েকে এমন নিষ্ঠুরের মতো ফেলে রেখে যারা চলে যায়, তারা কি আদৌ মানুষ? রাকার হাতের আঙুলগুলো অদৃশ্য কোনও ব্যক্তির গলা টিপে ধরতে চায়। পারলে যেন এখনই ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে লোকগুলোকে।

অবশেষে লিফ্‌ট ফোর্থ ফ্লোরে থামল। দরজা খুলে যেতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রাকা। সে জানে তার হাতে বিশেষ সময় নেই। এতক্ষণে হয়তো ওয়াচম্যান পুলিশে খবর দিতে ছুটেছে। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

"আঙ্কল!" বাচ্চা ছেলেটা আঙুল তুলে একটা ফ্ল্যাটের দিকে নির্দেশ করে, "ওই ফ্ল্যাটটা!"

রাকার বুকের ভিতরে দামামা বেজে উঠল। ওইখানে... ওইখানে আছে তার সন্তান। তার আত্মজা। কেমন আছে সে? রাকাকে কি চিনতে পারবে? রক্তের টান কি চিনিয়ে দেবে তার জন্মদাতাকে?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ফ্ল্যাটটা বাইরে থেকে লক করা। চাবি নিয়ে বাড়ির লোকেরা চলে গিয়েছে। ডুপ্লিকেট চাবি হাউজিং-এর সেক্রেটারির কাছে থাকতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সময় বা সুযোগ নেই।

রাকা একমুহূর্ত ভাবল। তারপর বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসল, "থ্যাঙ্কস বাবুসোনা। তুমি এখন যাও। নয়তো তোমার বাড়ির লোক বকবে।"

"ওকে আঙ্কল।" ছেলেটি কথা না বাড়িয়ে চলে যায়। সতর্ক চোখে তার চলে যাওয়া দেখল রাকা। কারণ এখন সে যা করতে চলেছে, সেই বাচ্চা ছেলেটার দেখা উচিত নয়। আগে তার এত উচিত-অনুচিত বোধ ছিল না। কিন্তু পুরুষ যখন 'বাবা' হয়, তখন প্রকৃতির নিয়মেই তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন অজান্তেই হয়ে যায়। একটা ক্রুর অংশ আকস্মিকভাবেই মন থেকে খসে পড়ে, আর অন্য একটা কোমল অংশ জন্ম নেয়।

সে ফ্ল্যাটের তালাটা দেখল। ধাতব তার দিয়ে খোলা যেতেই পারে। কিন্তু অত সময় নেই। রাকা ফের বন্দুকটা বের করে এনেছে। তালা খোলার সবচেয়ে সরল চাবি। ট্রিগারে একটা আলতো চাপ। পরক্ষণেই তালাসুদ্ধ দরজার খানিকটা অংশ উড়ে গেল।

"ডাকাত!"

উলটোদিকের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা কানফাটানো আওয়াজ শুনে সভয়ে দরজা ফাঁক করে উঁকি মারলেন। রাকা দেশি বন্দুকটা হাতে নিয়েই তার দিকে মুখ ফেরায়। সঙ্গে সঙ্গে দমাস করে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভিতর থেকে ভেসে এল পরিত্রাহি চিৎকার, 'ডাকাত! ডাকাত!"

রাকা বুঝল তার সময় ক্রমশই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। আগামী এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে না পারলে সে ধরা পড়ে যাবে। দরজাটা খুলেই গিয়েছিল। সে তড়িৎগতিতে ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে পড়ে। কোথায়? কোথায় সে? রাকার হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করে উঠেছে। মনে হচ্ছে মেয়েটাকে দেখার আগেই হয়তো থেমে যাবে তার হৃৎস্পন্দন। আত্মজার মুখ স্পর্শ করার আগেই তার আঙুলগুলো অবশ, অসাড় হয়ে যাবে। ভীষণ উত্তেজনায় তার প্রতিটা স্নায়ু, প্রতিটি শিরা-উপশিরা কাঁপছে। এই মুহূর্তে যদি মৃত্যুও তার আত্মজার রূপ ধরে এগিয়ে আসতে চায়, দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নেবে রাকা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ফ্ল্যাটের ভিতরটা অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে সে আলো জ্বালায়। কই? কেউ নেই তো! রাকার সতৃষ্ণ, সন্ধানী চোখ আঁতিপাতি করে খুঁজে চলেছে একটা ছোট মুখকে। যার তিন বছর আগের ছবি বুকে বয়ে চলেছে সে। কিন্তু আসল মানুষটা কোথায়?

ভাল করে উঁকিঝুঁকি মারতেই চোখে পড়ল একটা ছোট্ট মাথা ডাইনিং টেবিলের উলটোদিক থেকে উঁকি মারছে। বাকি দেহটা গুঁড়িসুড়ি মেরে টেবিলের নীচে লুকিয়ে আছে। রাকা তড়িৎগতিতে সেদিকেই এগিয়ে গেল। শিশুটি তাকে এগিয়ে যেতে দেখেই পালানোর চেষ্টা করছিল। সে খপ করে ধরে ফেলেছে পুঁচকে মানুষটাকে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে দু'চোখ দিয়ে গিলছিল তাকে। এই কি সে? দেখতে অনেকটা তেমনই লাগছে। ছবির মুখের সঙ্গে বেশ মিল। যদিও হুবহু নয়। তবু মনে হয় ওই সে! তিন বছরে মুখের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। তবু...

"ছেড়ে দাও!" মেয়েটা কচি কচি হাত দিয়ে রাকার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার এই অসম যুদ্ধ দেখে হাসি পেয়ে গেল রাকার। পুত্রী পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তেজ দ্যাখো মেয়ের! সে আরও জোরে তাকে চেপে ধরেছে বুকে। তার উসকোখুসকো চুলে মুখ ঘষছে, নাক ঘষছে। তার দেহের সৌরভ বারবার প্রাণ ভরে নিচ্ছে। এখন রাকার মনে আর পুলিশের ভয় নেই। বিশুরাও তাকে আর ভয় দেখাতে পারবে না।

"ছেড়ে দাও আমায়।" মেয়েটা ছটফট করে উঠেছে, "তুমি দুষ্টু লোক!"

রাকা ব্যথিত, বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল মেয়েকে। স্খলিত গলায় বলল, "দুষ্টু লোক! মা... আমি..."

"তোমার হাতে ওটা কী?" মেয়ের দু'চোখে ভয়, "তুমি কি আমায় মারবে?"

মর্মযন্ত্রণায় মরে গেল রাকা! হাতের বন্দুকটা মেয়েটার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। আকুলভাবে তাকে আদর করতে করতে বলল, "ওটা কিছু নয়! ওটা আর কোনওদিন ধরব না আমি মা! আমি তোকে নিতে এসেছি, আমি তোর বাবা..."

"তুমি আমার বাবাকে চেনো?" মেয়েটার বিস্ময়, "বাবা কি আমায় দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে? দেশে আমার ভাই আছে। বোন আছে। আমি কি দেশে যাব?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাকা থমকে গেল। বুকের ভিতরে তীব্র আবেগ হাড়-পাঁজরা ভাঙার উপক্রম করছে। তবু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

"আমি বাবার কাছে নালিশ করে দেব। আন্নামাসি আমায় পড়ায়নি। স্কুলেও যেতে দেয়নি। শুধু মেরেছে আর কাজ করিয়েছে।" মেয়েটা এবার রাকার বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছে, "জানো, এরা আমায় ঠিকমতো খেতে দেয় না। খালি মারে আর কাজ করায়। আমি বাবাকে সব বলে দেব। মায়ের কাছে নালিশ করব।"

রাকা স্তম্ভিত। কোনওমতে সংবিৎ ফিরে পেয়ে মেয়েটার মুখ ভাল করে দেখল। হ্যাঁ, ছবির সঙ্গে মুখের আদল মেলে ঠিকই, কিন্তু এ মেয়ে সে নয়! প্রথম দর্শনে বুঝতে পারেনি। ভাল করে দেখে টের পেল, না অনেক তফাত আছে। ফোটোর মুখে চিবুকের কাছে একটা আঁচিল আছে। এই মেয়েটির চিবুকে কোনও আঁচিল নেই। তা ছাড়া ছবির মুখটায় ঠোঁটটা বেশ পুরু, কপাল সামান্য উঁচু। অবিকল রাকার মতো কপাল আর ঠোঁটের গড়ন। এই মেয়ের ঠোঁট পাতলা।

তার হৃৎপিণ্ডে প্রবল যন্ত্রণা! মনে হল হতাশায় অবশ হয়ে পড়ে যাবে। অন্তরমহলে আবার বুভুক্ষু আত্মার কান্না শুনতে পেল রাকা। সে কাঁদছে আর কপাল ঠুকছে, "এ নয়! এ নয়! এ যে সে নয়!"

মেয়েটা তখনও প্রবল কষ্টে কেঁদে চলেছে। অসাড় রাকার কাঁধে মুখ রেখে বলছে, "আমি এখানে থাকব না। আমায় বাবা-মা'র কাছে নিয়ে চলো। আমি গ্রামেই থাকব... বাবা-মা'র কাছে..."

মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। তবু রাকা অতিকষ্টে বলল, "তোর... তোমার বাবা-মা কোথায় থাকেন?"

এক প্রত্যন্ত গ্রামের নাম বলল মেয়েটি। তার বাপ-মা অত্যন্ত নিম্নবিত্ত মানুষ। এই মেয়েটিই তাদের বড় সন্তান। আন্নাকালী তার গ্রামতুতো পিসি হয়। আন্নার কথায় নিরীহ সরল মানুষগুলো দু'বছর আগে বড় মেয়েটাকে আন্নার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল কলকাতায়। ভেবেছিল, আন্না সযত্নে মানুষ করবে তাদের মেয়েকে। কলকাতায় এলে আন্নার তত্ত্বাবধানে সে ভাল স্কুলে পড়বে, ভাল খাবে দাবে, যত্নে থাকবে। তেমনই স্বপ্ন দেখিয়েছিল আন্নাকালী। বাবা-মায়ের হাতে পয়সা নেই যে, কলকাতায় এসে মেয়েকে দেখে যাবে। ন'মাসে-ছ'মাসে আন্নাকালীকে একবার ফোন করে তারা। আন্নাও কুমিরছানা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দেখানোর মতো করে মেয়ের উন্নতির গল্প করে। অথচ সেই মেয়ে কিছুদিন বাজির ফ্যাক্টরিতে ফাইফরমাশ খাটত। তারপর এসে পৌঁছোল এখানে। বাবুদের বাড়িতে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে।

রাকা আস্তে আস্তে গোটা গল্পটাই বুঝল। টোপ ফেলে বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে শিশু আনিয়েছে আন্না। তার বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মেয়েটাকে পুলিশ বা এনজিও'র হাতে তুলে দিলে হয়তো ও বাড়ি ফিরতে পারবে। কিন্তু তার কী হবে? শেষ আশাটুকুও যে ধুক করে নিভে গেল। এখন আন্নাকালীকেও চেপে ধরার উপায় নেই।

সে নিজের হতাশা চেপে মেয়েটাকে সযত্নে বুকে তুলে নেয়। সস্নেহ কণ্ঠে বলে, "চলো, আগে তোমাকে কিছু খাওয়াই। তারপর বাড়ি পৌঁছে দেব। কেমন?"

শিশুটি সরল বিশ্বাসে মাথা নাড়ে। রাকা তাকে কোলে নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিতরে এখন কোনও শব্দ নেই। রাকা ঠোঁট কামড়ায়। ডাকাতের ভয়ে পালিয়ে গেল নাকি? সে জোরে জোরে ডোরবেল বাজায়। তবু কোনও সাড়া নেই। সে অধৈর্য হয়ে এবার নক করে।

এতক্ষণে ভিতরে চাপা কথাবার্তা শুনতে পেল সে। এক পুরুষকণ্ঠ বলছে, "দরজা খুলে দাও। হাতে বন্দুক আছে। নয়তো দরজা ভেঙে ঢুকে যাবে। ওদের চটানো ঠিক নয়। কথা বলবে কম, গুলি চালাবে বেশি। যা যা নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যেতে দাও। বাধা দিয়ো না।"

কাঁপা-কাঁপা মহিলাকণ্ঠ বলল, "কিন্তু বাবির যদি ক্ষতি করে?"

"কো-অপারেট না করলে আরও বেশি ক্ষতি করবে। দরজাটা খুলে দাও।"

এবার আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। ভদ্রমহিলা কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলেন। দু'হাত জোড় করে বললেন, "আপনার যা-যা নেওয়ার নিয়ে যান। সব কিছু নিয়ে যান! কেউ বাধা দেবে না! প্লিজ আমার স্বামী বা ছেলের কোনও ক্ষতি করবেন না।"

রাকা একবার গনগনে দৃষ্টিতে মহিলাকে দেখে নেয়। এই মহিলার ছেলে জানত যে, পাশের ফ্ল্যাটে একটি শিশু অনাহারে শুকিয়ে মরছে। সুতরাং মহিলাও নিশ্চয়ই জানতেন। অথচ কিচ্ছু করেননি। আর কিছু না পারুন, ফ্ল্যাটের সেক্রেটারিকে ডাকতে পারতেন। পুলিশে খবর দিতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পারতেন। এখন নিজের মাথার উপর খাঁড়াটা নেমে এসেছে বলে হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা করছেন। এখন পুলিশের কথা মনে পড়ছে। নিজের সন্তানের বদলে সব কিছু দিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি। অথচ একটা শিশুর আর্ত প্রার্থনায় দু'মুঠো ভাত দেওয়া গেল না! আশ্চর্য মানুষের স্বার্থপরতা!

সে কথা না বাড়িয়ে মেয়েটাকে কোলে করে ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সামনেই পড়ে আছে দামি দামি ফার্নিচার, ফ্রিজ, এসি, টিভি, ল্যাপটপ, গোটা তিনেক রীতিমতো দামি মোবাইল ফোন। দামি-দামি শো-পিস। ভদ্রলোক একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছেন ছেলেকে। কিন্তু কোনওদিকে ফিরেও তাকাল না রাকা। শিশুটিকে চেয়ারে বসিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "বাড়িতে খাবার দাবার কিছু আছে?"

বন্দুকের ভয়েই কি না কে জানে, মহিলা গড়গড় করে অবিকল হোটেলের বয়ের ভঙ্গিতে বলে গেলেন, "আছে তো! ভাত আছে, রুটি আছে, ফুলকপির তরকারি, পাঁঠার মাংস..."

"আমি মেনু জানতে চাইনি।" রাকা হুকুমের ভঙ্গিতে বলে, "যা-যা আছে সব থালাভরতি করে নিয়ে আসুন। এই মেয়েটা খাবে।"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কিচেনের দিকে চলে গেলেন মহিলা। অনতিবিলম্বেই এসে হাজির হল থালাভরতি খাবার। মেয়েটা চোখ গোলগোল করে দেখছে। এসব জিনিস তার জন্য? এসব জিনিস সে খাবে? এখনও বিশ্বাস হয় না তার! রাকা সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখে, "নিজে খেতে পারবে, না আমি খাইয়ে দেব?"

শিশুটি তখন জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে খাবারের থালা দেখছে। এত খাবার? তার তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে দামি ডিশে সাজানো শিউলিফুলের মতো সাদা ভাত এসেছে শুধু তার জন্য। সে একমুহূর্তও দেরি না করে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল থালার উপর। বলা যায় না, এটা যদি স্বপ্ন হয়! যদি ভেঙে যায়? তার আগে একটু ভাতের স্বাদ নিতে চায় সে।

রাকা ভাসা ভাসা চোখে মেয়েটার খাওয়া দেখছিল। দু'হাতে ভাতের গ্রাস তুলে গপগপ করে মুখে দিচ্ছে। কতদিন খায়নি ও? তার দিকে তাকিয়ে একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা অনুভব করছিল। তার সন্তানও কি এমনভাবেই দুটো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ভাতের জন্য ঘাড়ধাক্কা খেয়ে মরছে? এই মেয়েটা ফিরে যাবে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। কিন্তু...

প্লেটের ভাত মুহূর্তে শেষ! সে ক্ষুধার্ত চোখ তুলে তাকায়। বোধহয় আরও একটু খেতে চায়।

"আর-একটু খাবে?" রাকা কড়া গলায় ফের হুকুম করে, "আর-একটু ভাত নিয়ে আসুন ম্যাডাম। সঙ্গে মাংস। একটু বেশি করেই আনুন।"

মুহূর্তের মধ্যে আবার হাজির হল প্লেটভরতি ভাত আর মাংসের ঝোল। মেয়েটা আগেরবার গপগপ করে খাচ্ছিল। এখন তৃপ্তি করে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। খেতে খেতে রাকার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসছেও। রাকা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মুহূর্তে ওর মুখের হাসিটার চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে? এমন স্বর্গীয় হাসি কি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীও হাসতে পারেন?

"হ্যান্ডস আপ!"

পিছনে একরাশ ভারী বুটের শব্দ। একদল উর্দিধারী মানুষ তার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে। পুলিশ অফিসারের ভারী গলার হুমকি, "রাকেশ নিয়োগী! একদম চালাকি করার চেষ্টা করবে না! ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।"

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক এতক্ষণে হারিয়ে যাওয়া তেজ ফিরে পেয়েছেন। লাফিয়ে উঠে সমস্বরে বললেন, "এই লোকটা বন্দুক দেখিয়ে আমাদের ঘরে ডাকাতি করতে ঢুকেছে অফিসার! এক্ষুনি গ্রেফতার করুন ওকে। অ্যারেস্ট দিস বাস্টার্ড!"

রাকেশ অফিসার পিনাকী দত্তর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। সে জানত আজ পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই হবে। অনেক দেরি করে ফেলেছে সে। কিন্তু আর কী-ই বা করতে পারত?

"দু'মিনিট সময় দেবেন প্লিজ?" অফিসারের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "মেয়েটা আগে পেট ভরে খেয়ে নিক। দু'দিন ধরে ও কিছু খায়নি। ওর খাওয়া হয়ে গেলে নিশ্চয়ই যাব আপনাদের সঙ্গে। জাস্ট দু'মিনিট, প্লিজ?"

অফিসার দত্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে! এই কি সেই লোক, যার বিরুদ্ধে চাইল্ড ট্রাফিকিং-এর অভিযোগ এনেছেন সুস্মিতা অধিকারী! ওয়াচম্যান ও হাউজিং-এর সেক্রেটারি বলেছিলেন যে, লোকটার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কাছে বন্দুক আছে। কই? লোকটা তো সম্পূর্ণ নিরস্ত্র! এই কি সেই রাকেশ নিয়োগী? বিশ্বাস হয় না।

অফিসার মান্না তেড়েফুঁড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাকে থামিয়ে দিলেন তিনি। বাচ্চা মেয়েটার দিকে কোমলদৃষ্টিতে দেখে আস্তে আস্তে বললেন, "ঠিক আছে।"

॥ ১৭ ॥

মেঝের উপর বসে পেঁয়াজকলি কুটছিল রুক্মিণী। ভাত, মাছের ঝোল, পেঁয়াজকলি ভাজা দিয়ে তিনজনের খাওয়া ভালভাবেই হয়ে যাবে। বিল্টুটা পেঁয়াজকলি খেতে খুব ভালবাসে। আর মাছ-মাংস পেলে তো কথাই নেই! রুক্মিণী মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার খাওয়া দেখে। কিছুদিন আগে এই বিল্টুই জানত না যে, মাছ-মাংস দেখতে কেমন হয়। আর এখন তাকে দ্যাখো! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বায়নাক্কা শুরু হয়ে যায়। রাকেশ নামের লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "ও সান্তাক্লজ! আজ আমি ইলিশ মাছ খাব। তুমি রুক্মিণীদিদিকে বলো না ইলিশ মাছ আনতে।" অথবা আবদার করে, "আমি আজ জিলিপি খাব।"

রুক্মিণী আশঙ্কিত হয়। আপাতরুক্ষ মানুষটার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। এমনিতেই এখন টাকাপয়সার যথেষ্ট টানাটানি। রাকেশ শুধু নিজের কথা ভেবেই প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সে একা মানুষ। কোনও পিছুটান নেই। কৃচ্ছ্রসাধন করে, খেয়ে-না খেয়ে, বটতলায় রাত কাটিয়ে দিব্যি চালিয়ে দিতে পারত। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে যে তার একটি পরিবারও জুটবে, সে কথা কে জানত! অতএব আরও দুটি প্রাণীর জোয়াল টানতে গিয়ে তার সঞ্চিত অর্থে টান পড়ছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা আছে ঠিকই। কিন্তু টাকা তুলতে গেলেই ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই যে ক'টা টাকা আছে তা খুব ভেবেচিন্তে খরচ করতে হয়।

সেকথা ভেবেই কখনও কখনও রুক্মিণী আপত্তি করে। কিন্তু রাকেশের গোঁফের নীচে একটা প্রশান্ত হাসি ভেসে ওঠে। অদ্ভুতভাবে রুক্ষ মুখের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রেখাগুলো ভেঙেচুরে যায়। হেসে বলে, "বেশ তো, আজ না হয় ইলিশ মাছই হোক।"

"কিন্তু..."

রুক্মিণীকে থামিয়ে দেয় রাকা, "ছেলেমানুষ! এখনই তো ওর খাবার বয়স। আমরা ভাতে ভাত, শাক-ভাত খেয়ে নেব। তবু পারলে তিনশো গ্রাম ইলিশ মাছ আনবেন। আমার লাগবে না।"

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় রুক্মিণীর। তার বয়স ষোলো বছর। কিন্তু জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতা তাকে পুরোদস্তুর নারী বানিয়ে ছেড়েছে। কিছু দিন আগেও সে পেশাদার ভিখারি ছিল। যৌবন আসতে না আসতেই এক বুড়ো জমিদারের যৌনদাসী হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অথচ ভাগ্যের ফেরে এখন সে ঠিক কী হয়েছে বুঝে উঠতে পারে না। সমস্ত টাকাপয়সা এখন তার হেফাজতে থাকে। রাকা তার হাতেই খরচের ভার ছেড়ে দিয়েছে। সে সকাল সকাল নিজের হাতে বাজার করে। রাকার পক্ষে দিনের আলোয় বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক। তাই বাজারের দায়িত্ব রুক্মিণী সানন্দেই নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে। সকাল সকাল বাজার করে এসে কেরোসিন স্টোভে রান্না বসায়। তখনও বিল্টু বা রাকার ঘুম ভাঙে না। কোনওমতে একটা তরকারি আর রুটি বানিয়েই দু'জনকে ডেকে তোলে। রাকাকে চা দেয়। বিল্টুকে ঘুম থেকে টেনে তুললে প্রথমে সে একটু নাকিসুরে হাঁউমাউ করে আপত্তি জানায়। তারপর অবশ্য মুখ-টুখ ধুয়ে এসে দিব্যি লক্ষ্মী ছেলের মতো টিফিন খেতে বসে যায় তার সান্তাক্লজের সঙ্গে। পুরুষ মানুষটি যখন তরকারির তারিফ করে, কিংবা কুণ্ঠিতভাবে আরও একটু চেয়ে নেয়, তখন মনে হয় বিশ্বজয় করে ফেলেছে সে। এমন অনুভূতি তার আগে কখনও হয়নি। আন্নার ডেরাতেও তো কম রান্না করেনি। একে ঠিক কী বলে তা রুক্মিণী জানে না। শুধু জানে, এই যে একটি পুরুষ এবং একটি শিশু তার উপর খানিকটা হলেও নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, এই যে সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছেমতো দুটো মানুষের যত্ন আত্তি করছে, প্রয়োজনে নিজের মতামতও জানাচ্ছে, এটা বড়ই আনন্দের। সুহাসির মুখে একটা শব্দ শুনেছিল, 'সংসার'। একেই কি সংসার বলে?

ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগে। সুহাসি দুঃখ করে বলত, "নিজের পুরুষ, নিজের সন্তানের সুখ আলাদা রুক্মিণী। সে সুখ আমাদের কপালে লেখা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

নেই।" রুক্মিণীর অনুভূতি সুহাসির থেকে একটু অন্যরকম। সে এই মুহূর্তে যে পুরুষটির সঙ্গে এক ছাদের তলায় বসবাস করছে সে তার নিজের পুরুষ নয়। শিশুটিও তার রক্তের নয়। অথচ তা সত্ত্বেও একটা অখণ্ড সুখের স্বাদ পেয়েছে সে। সুখ হয়তো নিজে থেকে কখনও আসে না, সুখ তৈরি করে নিতে হয়। রুক্মিণী তৈরি করে নিয়েছে।

একই কথা বলেছিল পাঁচু নামের লোকটা। বলেছিল, "তুই তো পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে গেলি রাকা! সিকিভাগ বাবা আগেই হয়েছিলি। এবার দেখছি প্রায় আট-আনা হয়েছিস। এখন একশো শতাংশ প্রেমিক হতে পারিস কিনা দ্যাখ। তা হলেই ষোলোআনা গেরস্থ।"

রাকার ফরসামুখ লাল হয়ে গিয়েছিল, রাগে নয়, লজ্জায়। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, "পাঁচু। চুপ কর!"

পাঁচু লম্ফ মেরে উঠে দাঁড়ায়, "চুপ করব? এখন তো চুপ করার সময় নয়! এমনও দিনে তারে বলা যায়..."

"তুই থামবি?"

ভাবতেই আপনমনেই ফিক করে হেসে ফেলে সে। সেদিন লোকটার মুখ দেখার মতো হয়েছিল। বেচারির কান দুটো বিলিতি বেগুনের মতো লাল। বারবার অপ্রস্তুত মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করছিল। বলছিল, "আপনি কিছু মনে করবেন না। পাঁচুটা ওই রকমই। ওর কথা সিরিয়াসলি নেবেন না। চিরকালই ফিচেল। লোকটা কিন্তু খারাপ নয়"

লোকটা খারাপ নয়, সেকথা না বললেও চলত। এখন যে কালীঘাটের এক কামরার ঝুপড়িটায় তারা তিনজন রয়েছে, এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও পাঁচুই জোগাড় করে দিয়েছে। তবে লোকটার আসার টাইমিং-টা অদ্ভুত। কখনও মধ্যরাতে এসে উপস্থিত, কখনও ভোররাতে। এসেই হাঁক পাড়ে, "পেন্নাম হই গিন্নি মা, এক কাপ চা হবে?"

পাঁচুর মুখে এই 'গিন্নি মা' ডাকটা বড় পছন্দের রুক্মিণীর। আবার ডাকটা শুনলে লজ্জাও পায়। রাকা প্রতিবাদ করলেও পাঁচু শোনে না। রুক্মিণী ত্রস্তব্যস্ত হয়ে চা করতে চলে যায়। একটা অপরিসর ঘরের মধ্যেই একপাশে সামান্য বেড়ার পার্টিশন দেওয়া রান্নাঘর। কিন্তু সেখান থেকেই দেখতে পায় দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। পাঁচু একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে কী যেন এগিয়ে দেয়। তার সঙ্গে একটা সাদা খাম।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"এসব কেন করছিস পাঁচু?" রাকার বিব্রত স্বর, "তোর নিজেরই ঠিকমতো চলে না। আমাকে এত টাকা দেওয়ার কোনও মানে হয়?"

"চুপ কর!" পাঁচু বলল, "আমি যখন ছড়িয়ে ছত্রিশ করতাম, তখন কে সামাল দিত? আর আমি তো মস্ত লোক। একা থাকি। ম্যাডামের কোয়ার্টারে জমিয়ে বসে আছি। দু'বেলা অনাথ আশ্রমের অন্ন ধ্বংস করছি। আমার টাকা খরচ করার জায়গা কই? তুই এখন ফ্যামিলিম্যান হয়েছিস। নিজের কথা না ভাবিস, অন্য দু'জনের কথা ভাব।"

'ফ্যামিলিম্যান' শব্দটা শুনে রাকার গালদুটোয় রক্ত জমে। সে আর কথা না বাড়িয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে ভিতরের জিনিসটা বের করে আনে। জিনিসটা একটা দেশি বন্দুক। রুক্মিণী দেখেই চমকে ওঠে। হঠাৎ করে শীত লাগতে শুরু করে তার। লোকটা কী করতে চলেছে? মানুষ খুন করবে নাকি?

"বন্দুক!" রাকা বিস্মিত, "করেছিস কী?"

"দেশি কাট্টা।" পাঁচু ফিসফিস করে বলে, "রেখে দে। এর লাইসেন্স লাগে না। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য লাগতে পারে।"

সেদিন বন্দুক আর টাকার সঙ্গে একটা মোবাইল ফোনও দিয়ে গিয়েছিল পাঁচু। রেগুলার টাচে থাকা জরুরি। ওদিকে কী হচ্ছে তার আপডেট দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। পাঁচু চলে যাওয়ার পর বিব্রত মুখে রুক্মিণীর দিকে এগিয়ে এসেছিল রাকা। অপ্রস্তুত মুখে বলেছিল, "এগুলো লুকিয়ে রেখে দিন। বিল্টু যেন না দেখতে পায়।"

ওই একটা কথাতেই আতঙ্ক ও আশঙ্কা দুই-ই মন থেকে উবে গিয়েছিল তার। জীবনে গুন্ডা-বদমাশ তো কম দেখেনি সে। এইটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, এই মানুষটি তাদের সমগোত্রীয় নয়।

"আপনি কী ভাবছেন জানি না। হয়তো আমাকে খুনি ভাবছেন..."

হেসে ইঠল রুক্মিণী, "আপনি কি খুনি হতে পারেন? আপনি তো সান্তাক্লজ!"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে রাকেশ। কী বলবে ভেবে পায়নি। পাঁচু এই ভোররাতে কোথা থেকে একটা খবরের কাগজ জোগাড় করে এনেছিল কে জানে। ওটা এখানেই ফেলে গিয়েছে। রুক্মিণী খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখায়। সেখানে আলোকচিত্রীরা অদ্ভুত একটা মুহূর্ত

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ধরেছেন। সিসিও এবং পুলিশের তৎপরতায় অবশেষে শিশুশ্রমিকেরা ফিরে পেল তাদের হারিয়ে যাওয়া মা-বাবাকে। বাবা-মায়ের কণ্ঠলগ্ন হয়ে পরম সুখে কাঁদছে শিশুটি। কাঁদছেন মা-বাবারা। খবরটা রুক্মিণী পড়তে পারেনি। সে পড়াশোনা জানে না। তবে ছবি দেখে বুঝতে পেরেছে।

"আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি এই বাচ্চাগুলোর ভাগ্য কে পালটেছে। অন্য কেউ নয়, সে আপনি।" আন্তরিক স্বরে বলল রুক্মিণী, "বিল্টুর সান্তাক্লজ! বিল্টু বিশ্বাস করে যে আপনি সান্তাক্লজ। এখন আমিও করি। নয়তো ওই বাচ্চাটার এত দিন বেঁচে থাকার কথা নয়।"

রাকা বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকায় খবরের কাগজের ছবিটার দিকে। তার আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই হতাশা কাঁকড়াবিছের মতো কামড় বসায়। তার কপালে কি এমন দিন আদৌ লেখা আছে? কখনও কি তারও আত্মজা এমনই সুখে বাবার কণ্ঠলগ্না হয়ে কাঁদবে?

"আমি সান্তাক্লজ নই।"

দৃঢ় অথচ হতাশ কণ্ঠে কথাগুলো বলে চলে যায় সে। নাহ, রাকা সান্তাক্লজ নয়। সে সর্বহারা। কাউকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার। এ অদ্ভুত এক বিড়ম্বনা। সে যেন একটা অন্ধ প্রদীপ নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। যে পথ দিয়ে চলেছে তার দু'পাশের মশালগুলো দপদপ করে পবিত্র আগুনের স্পর্শে একে-একে জ্বলে উঠছে। অথচ কলঙ্কিত নায়কের নিজের হাতের প্রদীপেই আলো নেই।

পেঁয়াজকলি কাটা শেষ করে চুপড়িটা সরিয়ে রাখে রুক্মিণী। ঘরে একটা বাল্‌ব মিটমিট করে জ্বলছে। আলো খুব বেশি নয়। তবে তাতেও স্পষ্ট দেখা যায় বিল্টুর শিল্পকীর্তি। সে দেওয়াল জুড়ে এঁকে রেখেছে তার কাল্পনিক বাবা-মায়ের ছবি। এ অভ্যেস তার চিরকালীন। আগে বাবু মণ্ডলের আস্তানায় থাকাকালীনও সে ছবি আঁকত। সেসব ছবি প্রায় আদিমানবের গুহাচিত্রের মতোই দুর্বোধ্য! মানুষের ছবি আঁকছে না ব্যাঙের ছবি, বোঝাই দায়। আস্তে আস্তে তার ছবিগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করল। কাল্পনিক ছবি আর তেমন কাল্পনিক নেই। বরং ক্রমাগত বাস্তবের রূপ ধরছে।

রুক্মিণী মন দিয়ে ছবি দেখছিল। এখন বিল্টুর মা অনেকটা রুক্মিণীর মতোই দেখতে। বিল্টুর কাল্পনিক মা দুইদিকে দুই বিনুনি বাঁধে, অবিকল রুক্মিণীর মতো। বিল্টুর মা রুক্মিণীর মতোই সালোয়ার কামিজ পরে এবং

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওড়নাটা কোমরে বাঁধে। এই অবধি সব ঠিক ছিল। কিন্তু ইদানীং বিল্টুর বাবার ছবিটা দৈর্ঘ্যে বেশ লম্বা হয়েছে। চেহারাটাও সুগঠিত। এমনকী, বিল্টুর বাবার একটি পুরুষ্টু গোঁফও গজিয়েছে! রাকা প্রথমে লক্ষ করেনি। যখন ব্যাপারটা চোখে পড়ল তখন অবাক হয়ে বলল, "তোর বাবার গোঁফ আছে?"

বিল্টু মিটমিট করে হেসে বলে, "হ্যাঁ।"

সে বিস্মিত, "তুই তো কখনও বাবাকে দেখিসনি! তবে জানলি কী করে যে ওঁর গোফ আছে?"

বিল্টু মুচকি হাসে, "আমি জানি।"

অজান্তেই রাকার আঙুল ছুঁয়ে যায় তার গোঁফ। মুখে আর কোনও কথা বলেনি সে। কিন্তু তার মুখের ভাবান্তরটা লক্ষ করেছে রুক্মিণী। সেদিন মধ্যরাত্রে আরও একটা জিনিস দেখেছিল সে। বিল্টু এখন ঘুমোতে যাওয়ার আগে পাশে আর মায়ের ছবি আঁকে না। সে জায়গাটা এখন দখল করেছে রুক্মিণীদিদি। তবে উলটোদিকে দ্বিমাত্রিক বাবার ছবিটা থাকে। সেদিন মধ্যরাত্রে একটা অস্ফুট শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রুক্মিণীর। ঘুম চোখেই প্রবল বিস্ময়ে দেখল, কখন যেন বিল্টুর দ্বিমাত্রিক ছবিটা ত্রিমাত্রিক হয়ে গিয়েছে। রাকা চুপিচুপি এসে শুয়েছে বিল্টুর অন্য পাশে। ঠিক যেখানে আঁকা ছিল বাবার ছবিটা, সেখানেই চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। বিল্টু মহা-আরামে তার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। রাকার হাত আলগোছে জড়িয়ে ধরেছে তার মাথা।

রুক্মিণী দু'জনের কাউকেই জানতে দেয়নি সে রাতের কথা। বিল্টু জানে না, তারপর থেকে রোজই তার বাবার ছবির উপরে কেউ এসে চুপিচুপি শুয়ে পড়ে। আর রাকেশ জানে না যে রুক্মিণী তার এই অবদমিত ইচ্ছের কথা জানে।

রুক্মিণী জানে, লোকটা 'বাবা' হওয়ার স্বপ্ন দেখে। 'বাবা' হওয়ার বড় সাধ ওর!

রাত আর-একটু বাড়তেই বিল্টুর কপালে ভাঁজ পড়ল। সান্তাক্লজ আজ এত দেরি করছে কেন? রোজই বিকেলবেলা বেরিয়ে যায়। কোথায় যায় কে জানে! কিন্তু আটটা বাজার আগেই ফিরে আসে। কোনওদিন একচুলও এদিক-ওদিক হয় না। আজ যে সাড়ে আটটা বেজে বড় কাঁটাটা প্রায় ন'টার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ঘর ছুঁয়ে ফেলেছে। এখনও ফিরছে না কেন? সে বেশ খানিকক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করল। ব্যাজারমুখে চটাস চটাস করে গুচ্ছের মশা মেরে টাইমপাস করল। শেষে বিরক্ত হয়ে রুক্মিণীকে প্রশ্ন করল, "রুক্মিণীদিদি, ক'টা বাজে গো? আটটা কি বেজেছে?"

রুক্মিণী ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে হাসল। এই প্রশ্নটা গত আধঘণ্টা ধরে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর করে চলেছে বিল্টু। মানুষটার পাঁচ মিনিট দেরি হলেও বিল্টু বাড়ি মাথায় করবে। এদিক-ওদিক দ্রুত পায়ে পায়চারি করবে। বিল্টুর ভয়, এই বুঝি সান্তাক্লজ তাকে ফেলে পালিয়ে গেল। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই ভয়টা রুক্মিণীরও প্রথমদিকে ছিল। রাকার একটু দেরি হলেই ভাবত, লোকটা আর ফিরবে না। কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত। যতই দেরি হোক, রাকা ঘরে ফিরবেই। হ্যাঁ, এখন এই ঝুপড়িটাই ঘর হয়ে গিয়েছে তাদের।

"এখন পৌনে ন'টা বাজে।" সে নিশ্চিন্ত মনেই বলে, "চুপচাপ বস। তোর সান্তাক্লজ কোথাও পালিয়ে যাবে না। খিদে পেয়েছে? ভাত খাবি?"

"না।" মাটিতে পাতা তোষকের উপরে শুয়ে পড়েছে বিল্টু। ছেঁড়া কম্বলটায় মাথা পর্যন্ত ঢেকে বলল, "আমি সান্তাক্লজের সঙ্গে খাব।"

রুক্মিণী মুচকি হাসে। গোঁসা হয়েছে বাবুর। সান্তাক্লজের কপালে আজ দুঃখ আছে। সে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আপনমনে ফ্যান গালছে। লোকটা ফিরে এলে চা করে দিতে হবে। অন্যদিন সঙ্গে সরষের তেল, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা সহযোগে মুড়িমাখা থাকে। কখনও কখনও রাকা বিল্টুর জন্য তেলেভাজাও নিয়ে আসে। তবে আজ আর টিফিন হবে না। বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। একেবারে ভাতের থালা ধরিয়ে দিলেই চলবে।

বিল্টু দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। রুক্মিণী আড়চোখে সেটা লক্ষ করে মনে মনে হাসছে। অদ্ভুত সম্পর্ক এই দু'জনের। তার চেয়েও অদ্ভুত এই পথ চেয়ে থাকা। এই উদ্বেগ! এই অপেক্ষা! ওরা দু'জনে কখনও কি ভেবেছিল যে ভবিষ্যতে কারও জন্য এমন অস্থির প্রহর গুনতে হবে?

এসব ভাবতে ভাবতেই ভাতের ফ্যান গালছিল সে। অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ার দরুন গরম ফ্যান একটু চলকেও পড়ল। ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে দরজায় জোরালো করাঘাত।

"সান্তাক্লজ এসেছে!"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে বিল্টু। কোথায় গেল তার অভিমান! কম্বল

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

টম্বল ছুড়ে ফেলে নাচতে নাচতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। রুক্মিণী ভাতের হাঁড়িটা সরিয়ে রেখে দরজার দিকে তাকায়। বিল্টু দরজা খোলার আগেই আবার অস্থির করাঘাত। রুক্মিণীর ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকল। এ করাঘাত রাকার নয়। এমন জোরে সে দরজায় ধাক্কা মারে না।

সে বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ায়। বিল্টু দরজার শিকলি খুলতেই যাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল রুক্মিণী। সাবধানের মার নেই।

"কে?" তার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়, "কে বাইরে?"

উলটোদিক থেকে চাপা গলায় প্রত্যুত্তর এল, "গিন্নি মা, আমি পাঁচু। দরজা খোলো।"

রুক্মিণী এবার আশঙ্কিত হয়। সচরাচর পাঁচু এই সময়ে আসে না। আজ হঠাৎ এই ব্যতিক্রম? তার আচমকা মনে হয়, লোকটার কোনও দুরভিসন্ধি নেই তো? রাকা ঘরে নেই। এক শিশু ও এক সোমত্ত যুবতী একা! তারই সুযোগ নিতে চায় নাকি?

সে দরজা খুলল না। উলটে বলল, "উনি এখন বাড়ি নেই।"

"জানি মা!" পাঁচু উত্তেজিত, "দরজা খোলো। ভীষণ বিপদ!"

রুক্মিণী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়। পাঁচু প্রায় ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়েছে। কোলে তুলে নিয়েছে বিল্টুকে। রুক্মিণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। পাঁচু তার দিকে তাকায়, "বেশি কথা বলার সময় নেই মা। তোমার আর বিল্টুর যা-যা সঙ্গে নেওয়ার দরকার, নিয়ে নাও। সময় বেশি নেই। এখনই পালাতে হবে।"

"পালাতে হবে!" হতভম্বের মতো শব্দদুটো উচ্চারণ করল সে।

"হ্যাঁ মা। খুব বিপদ।" পাঁচু গড়গড় করে এক নিশ্বাসে বলে যায়, "রাকা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ম্যাডামের লোকেরা কীভাবে যেন জানতে পেরেছে তোমার আর বিল্টুর কথা। ওরা সারা শহর চষে বেড়াচ্ছিল রাকার খোঁজে। আজ দুপুরেই এই ডেরার খোঁজ পেয়েছে। ওরা সন্দেহ করছে যে রাকা যে গুপ্তকথা জানে, তোমরাও তা জানো। ম্যাডামের আদেশ হয়েছে তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার। চাইল্ড ট্রাফিকিং র‍্যাকেটের কোনওরকম সাক্ষী রাখবে না ওরা।"

রুক্মিণীর মাথায় যেন গোটা আকাশ ভেঙে পড়ে। রাকা ধরা পড়েছে! ওদের খোঁজ করছে গুন্ডারা! এই 'ম্যাডাম' নামক মানুষটি যে কীরকম

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বিপজ্জনক তা রাকার মুখেই শুনেছে। রাকা এও বলেছিল, ধরা পড়লে ওকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। ম্যাডামের হাত অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পুলিশ ধরলে নির্ঘাত এনকাউন্টার!

"আর দেরি কোরো না।" পাঁচু বিল্টুকে কোলে নিয়ে তড়িঘড়ি দরজার দিকে পা বাড়ায়, "ওরা আমার আগেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে এসে পড়ার কথা। নেহাত কপালগুণে এক বন্ধুর ট্যাক্সি ম্যানেজ করতে পেরেছি, আর শর্টকাটটা জানা ছিল বলে ওদের আগে পৌঁছোতে পারলাম। এখন চলো মা। আর দাঁড়িয়ো না।"

বিল্টু কত দূর কী বুঝেছে কে জানে। কিন্তু সেও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রুক্মিণীর দিকে। রুক্মিণী একবার ভাতের হাঁড়িটার দিকে তাকাল। হাঁড়ি থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। কম্বল, তোষকে এখনও মানুষগুলোর দেহের উষ্ণতা লেগে আছে। সব ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে।

সে আর ভাবনাচিন্তা না করে দ্রুতগতিতে একটা পোঁটলাতে কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আর টাকাপয়সা নিয়ে নিল। বাইরে পাঁচু ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছিল। তার পাশে বিল্টু। রুক্মিণী একরকম দৌড়েই পিছনের সিটে বসে পড়ল।

ট্যাক্সিটা গর্জন করে উঠে স্টার্ট নেয়। পরক্ষণেই বিদ্যুৎগতিতে কালীঘাটের সরু গলিঘুঁজি দিয়ে ছুটে চলল গাড়িটা। রুক্মিণী পিছনের সিট থেকে ফিসফিসিয়ে জানতে চায়, "তবে কী হবে পাঁচুদা? ওকে যে পুলিশ ধরেছে।"

পাঁচুর কপালে চিন্তার ছাপ। ম্যাডামের কেবিনের জানালায় আড়ি পেতে সব তথ্যই জানতে পেরেছে সে। ম্যাডামের সাঁট আছে জনৈক অফিসার মান্নার সঙ্গে। ম্যাডাম বানতলার একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে রাকাকে এনকাউন্টার করতে বলেছেন। গোটা প্ল্যানটাই মোটামুটি বুঝেছে সে। এখন প্রাণপণে ওই বিশেষ জায়গার উদ্দেশেই গাড়ি চালাচ্ছে সে। ঘটনাটা ঘটার আগেই যদি পৌঁছোতে পারে তবে একটা ক্ষীণ আশা আছে।

সে একটু হাসার চেষ্টা করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, "চিন্তা কোরো না নারী, যাহা চাহ আনি দিব..." বলতে-বলতেই একটু থেমে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে যোগ করল, "... যদি দিতে পারি।"

তাদের ট্যাক্সিটা হুশ করে যেন হাওয়ার বেগে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অন্যদিকে ঠিক পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে সেই কালান্তক গাড়ি এসে থামল কালীঘাটের ঝুপড়ির সামনে। দুড়দাড় করে গাড়ি থেকে নেমে ঝুপড়ির দিকে দৌড়ে যায় দুর্বৃত্তরা। দলনেতা বিশু একবার চতুর্দিকটা দেখল। গরম ভাতের হাঁড়ি, ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে তার মোটা মাথাতেও একটা সন্দেহ ফণা তোলে। পাখি উড়েছে ঠিকই। তবে বেশিক্ষণ আগে ওড়েনি। সম্ভবত একটু আগেই ওরা বিশুদের আগমনবার্তা পেয়ে পালিয়েছে।

কিন্তু ওরা জানল কী করে যে বিশুরা আসছে! বিশুর চোখ কুঁচকে যায়। রাজবাড়িতে নির্ঘাত ছুঁচো আছে। বেশ বড়সড় ছুঁচো। কিন্তু এই ছুঁচো তথা ঘরভেদী বিভীষণটা কে?

॥ ১৮ ॥

বিশুর ফোনটা পেয়ে ভুরু কুঁচকে গেল সুস্মিতার। রাকার পর আবার একটা বিশ্বাসঘাতক? তার মুখের প্রত্যেকটা রেখা শক্ত হয়ে ওঠে। তার সাম্রাজ্যে বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে কেন? নাকি বিশ্বাসঘাতকেরা আগেই ছিল, তিনিই জানতে পারেননি?

ভাবতেই সুস্মিতা মাথা নাড়েন। নাহ, সুস্মিতা অধিকারীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। এরা আগে ছিল না। সম্প্রতিই এদের মধ্যে জেহাদ করার প্রবণতা বাড়ছে। কী ভেবেছে এরা? এমন করে সম্রাজ্ঞীকে হারাবে? সুস্মিতা হেরে যাওয়া বরদাস্ত করেন না, তা কি ওদের জানা নেই? নাকি ওঁকে আর আগের মতো ভয় পাচ্ছে না ওরা? রাকা একরকম ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। একের পর এক তার সর্বনাশ করেছে সে। প্রথমে বাবু মণ্ডল গেল। তারপর আন্নাকালী। দুটো বড় ব্যাবসার চাঁইকে ধরাশায়ী করে ছাড়ল। শুধু তাই নয়, মিডিয়াকে তার পিছনে লেলিয়েও দিয়েছে। এই রাকাই তাঁকে যমের মতো ভয় পেত। অথচ এখন আর ভয় পাচ্ছে না। একা রাকা নয়, আরও কেউ-কেউ যে তাকে আদৌ ভয় পাচ্ছে না তার প্রমাণও পেয়ে গিয়েছেন।

সুস্মিতার কপালে চিন্তার ভাঁজ। কেন ভয় পাচ্ছে না ওরা? তবে কি ভয়ের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জোর আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে! রাকা তাকে ভয় পায় না। হয়তো ঘৃণা করে। কিন্তু অর্কপ্রভ আজকাল ভয় পাচ্ছেন না কেন? উলটে তাঁর চোখে অন্যরকম একটা রং দেখা যাচ্ছে। সে রং কি কৃপার? অবজ্ঞার? সহানুভূতির? টিটোর শারীরিক অবস্থার রাশ ডাক্তারদের হাত থেকে যত ছেড়ে যাচ্ছে, ততই অর্কপ্রভ সুস্মিতার প্রতি দয়ালু হয়ে উঠছেন। দয়া না ভালবাসা? মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয় তার। অর্কপ্রভ কি বুড়ো বয়সে পত্নীব্রতা হয়ে উঠছেন? অর্কপ্রভর অবজ্ঞা সহ্য হয়, কিন্তু ভালবাসা!

"আমায় ডেকেছ?"

অর্কপ্রভর কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি এসে ঢুকলেন ঘরে। এখন তাঁর পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। কাঁধে পাট করে ভাঁজ করা কাশ্মীরি শাল। চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। তিনি ঘরে পা রাখতেই আফটারশেভের সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গেল।

"হ্যাঁ।" সুস্মিতা অর্কপ্রভর দিকে না তাকিয়ে বললেন, "ওদিককার খবর কিছু পেলে? অফিসার মান্না কি ফোন করেছেন?"

অর্কপ্রভ একদৃষ্টে সুস্মিতাকে দেখছেন, "কেন? তোমায় ফোন করেননি?"

"না।" আপনমনেই নিজের আঁচল নিয়ে জট পাকাতে পাকাতে বললেন তিনি, "রাকাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এইটুকুই জানিয়েছেন। তার পরের কাজটা হল কিনা এখনও জানি না। তুমি একবার খোঁজ নিতে পারো?"

অর্কপ্রভ থমকে গেলেন। সুস্মিতা কোন কাজের কথা বলছেন তা না বোঝার মতো মূর্খ তিনি নন। অনেকবার এ নিয়ে কথা হয়েছে। বলা ভাল, একতরফা কথা। সুস্মিতা বলেছেন, অর্কপ্রভ শুনেছেন। হুকুম তামিলও করেছেন। আজও তার অন্যথা হওয়ার কথা ছিল না। ইচ্ছে করলেই একটা ফোন করে জেনে নেওয়া যায়, রাকা এখনও জীবিত কি না! তবু থমকালেন অর্কপ্রভ।

"কী হল?"

অবশেষে প্রচণ্ড দ্বিধাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "টিটোর এমন অবস্থা। টিটোর কথা একবার ভাবো মিতা। সবসময়ই কি শাস্তি দিতে হবে? একবার কি ক্ষমা করে দেওয়া যায় না?"

অব্যক্ত একটা আর্তি ছুঁয়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর। কাকে ক্ষমা করতে বললেন বোঝা গেল না। রাকাকে? না বকলমে নিজেকে?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

টানটান উজ্জ্বল চোখদুটো বিদ্ধ করল অর্কপ্রভকে। সুস্মিতা শাণিত দৃষ্টিতে তাঁকে বিঁধতে বিঁধতে বললেন, "আমায় কেউ ক্ষমা করেছিল?"

অর্কপ্রভর মাথা নিচু হয়ে যায়। সুস্মিতা তখনও দেখছেন তাঁকে। জরিপ করছেন লোকটার মুখের প্রতিটা বর্গইঞ্চি। বোধহয় প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু প্রত্যুত্তর এল না।

সুস্মিতা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। আলতোস্বরে বললেন, "কোনও খবর থাকলে জানিয়ো। আমি জেগেই আছি।"

"আচ্ছা।" বলতে বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অর্কপ্রভ। বলা ভাল, পালিয়ে বাঁচলেন। সুস্মিতা শান্তদৃষ্টিতে তাঁর পলায়ন দেখলেন। মনে মনে উচ্চারণ করলেন একটাই শব্দ, কাপুরুষ!

বহু দিন আগে পড়েছিলেন সুস্মিতা। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন পড়ে বেশ হাসি পেয়েছিল। সত্যি-সত্যিই কি আলেকজান্ডার দি গ্রেট এত কিছু বলে গিয়েছিলেন? না কিছু লোক তাদের স্বকপোলকল্পিত উক্তিগুলো সম্রাটের মুখে বসিয়ে তৈরি করতে চেয়েছিল আর-একটা 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ঈশপের গল্প'?

অথচ আজ একটুও হাসি পাচ্ছে না। বরং বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে, 'I wish people to know that I came empty handed into this world and empty handed I go out of this world.'

বহুদিন এমন রাত্রি আসেনি। বহুদিন এমন ক্লান্তিও আসেনি। কখনও কখনও এমন মুহূর্ত আসে যখন মানুষ বুঝতে পারে যে আসলে সে ক্রীড়নক মাত্র। অনেক কিছুই আছে তার হাতে। অথচ সেসব সত্যিই কোনও কাজের নয়। সে যখন নিজের শক্তিটুকু জড়ো করে পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়ে যায়, তখন কোনও এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে এক অদৃশ্য শক্তি নিষ্ঠুর হাসি হাসতে থাকে। যেমন এখনও হাসছে।

টিটো গতকাল অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই ঝিমিয়ে ছিল। তার কিডনি ইনফেকশন ক্রমাগতই ছড়িয়ে পড়ছে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। গলব্লাডারে স্টোন আছে। ফুসফুসে সংক্রমণের আশঙ্কাও করছেন ডাক্তাররা। রক্তে বিলিরুবিন এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। আস্তে আস্তে হলুদ হয়ে যাচ্ছে টিটো। শুকিয়ে যাওয়া পাতার মতো কুঁকড়ে যাচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মাঝখানের কয়েকদিন নতুন বন্ধুকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। অভিমান ভুলে এই অভাবনীয় গিফ্‌ট পেয়ে মহানন্দে জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। খুশির সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। খুশি গোলগোল চোখ করে নতুন বন্ধুকে গল্প শোনায়। টিটো কত দুর কী বোঝে কে জানে! কিন্তু খিলখিল করে হেসে ওঠে। দু'জনেই সমস্বরে কলকল শব্দ করে হাসতে থাকে। খুশি টিটোকে তার ছবিওয়ালা বইটা উপহার দিয়ে দিয়েছে। টিটো বইটা নেড়ে চেড়ে দেখে। লাজুক হেসে খুশির গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

অথচ আজ সকাল থেকেই তার অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তারদের ব্যস্ততা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সুস্মিতা। দুপুর থেকে নাকি প্রচণ্ড ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে টিটোর। নিশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁকপাক করছে। ডাক্তাররা তাকে দেরি না করে ভেন্টিলেটরে দিয়ে দিয়েছেন। খুশি সুস্মিতার হাত জড়িয়ে ধরে, "মামণি! বন্ধু অমন বড় মুখোশ পরেছে কেন? ওর কষ্ট হবে! তুমি বলো না ওটা খুলে দিতে!"

সেই মুহূর্তে ভীষণ অসহায়তা টের পেয়েছিলেন তিনি। টিটোর মুখের চেয়েও বড় অক্সিজেন মাস্কটা। মুখের অর্ধেকটাই ঢেকে গিয়েছে মাস্কটায়। স্বচ্ছ মাস্কটায় ছেলের নিশ্বাসের ধোঁয়াটে ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। ওর কি খুব কষ্ট হচ্ছে? মুখ থেকে মাস্ক সরিয়ে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করছিল বলে তার হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হাড়-পাঁজরগুলো কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে না?

আলতো করে খুশির হাত চেপে ধরেন সুস্মিতা, "বন্ধুর শরীরটা আজ আরও খারাপ হয়েছে সোনা। ডাক্তারবাবুরা ওকে দেখছেন। এখন আমরা যাই। বিকেলে আবার আসব। কেমন?"

বিকেলে অবশ্য তিনি একাই গিয়েছিলেন। বন্ধ কাচের দেওয়ালের ওপ্রান্তে পা রাখতে ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, হিমশীতল মৃত্যুপুরীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ওখান থেকে আদৌ কি কেউ ফিরেছে? ফিরবে কখনও? অর্কপ্রভ গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, "টিটোর সেন্স নেই। টেম্পারেচার বারবার ফ্লাকচুয়েট করছে। ডাক্তাররা অবশ্য চেষ্টা করছেন। তেমন হলে টিটোকে বাইরে নিয়ে যাব। তুমি চিন্তা কোরো না।"

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। অর্কপ্রভ কি সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন? কষ্টের পাশাপাশি এবার হাসিও পেল। এ কী জাতীয়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সিম্পটম! বুড়ো বয়সে প্রেম রোগ ধরল নাকি! কখনও তো এমনভাবে এগিয়ে আসেননি। এমনকী যখন প্রয়োজন ছিল, তখনও...

বিছানায় শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। অর্কপ্রভ হঠাৎ ক্ষমার কথা বললেন কেন? তিনি কি টিটোর অবস্থার জন্য পরোক্ষভাবে সুস্মিতাকেই দায়ী করলেন? অমোঘ লাইনগুলো আচমকা মনে পড়ে গেল তার। বহু দিন আগে পড়া কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা। বাবরের প্রার্থনা। তবু প্রতিটা লাইন আজও মনে আছে।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

... নাকি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনওই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

অর্কপ্রভও কি তাই ভাবছেন? ভাবতেই ফের একটা অদ্ভুত রাগ তাঁর মাথায় চেপে বসল। যে লোকটা নিজে একটু আগেই 'ক্ষমা' নিয়ে জ্ঞান দিয়ে গেল, এবারও সে আঙুল তুলছে সুস্মিতার দিকে। কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড! আগেও তাই ছিল... এখনও!

তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। এখনও ভোলেননি তিনি, কিচ্ছু ভোলেননি। অর্কপ্রভ ভুলতে পারেন। কিন্তু সুস্মিতা আজও ভুলতে পারেননি। এই বাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মা। আমৃত্যু মুখ দেখেননি মেয়ের। বলা ভাল, দেখতে দেওয়া হয়নি। তাঁকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আর সুস্মিতাকে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেননি তাঁর শাশুড়ি।

অপরাধ? অপরাধ কি একটা! এত দেখেশুনে গরিব ঘরের সুন্দরী, কচি মেয়ে আনা হল ছেলের জন্য। অথচ তারপরও সেই ছেলে বাড়ির বাইরে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাত কাটায়। কলগার্লের পিছনে টাকা ওড়ায়। সুন্দর শরীর, কাম-কলা, রূপ-যৌবন দিয়েও বাড়িতে আটকে রাখা গেল না ছেলেকে। কে দায়ী? সেই চির অপরাধী পুত্রবধূ! বিয়ের পর তিন বছর কেটে গেল, তবু সুস্মিতার কোল আলো করে এল না কোনও সন্তান। শাশুড়ি কপাল ঠুকতে বসলেন, "এত ঘটা করে বাঁজা মেয়েমানুষ আনলাম! অরুর কপালটাই খারাপ!"

দোষ সুস্মিতার ছিল না। অর্কপ্রভর বিবিধ বিচিত্র নেশা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের দরুন তার বীর্যের জননশক্তি কমে এসেছিল। অর্কপ্রভ নিজেও সে কথা জানতেন। কিন্তু একবারও সেকথা কাউকে জানালেন না। জানানোর প্রয়োজনই বোধ করলেন না। বন্ধ্যাত্বের কলঙ্ক নিয়ে মাথা হেঁট করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন সুস্মিতা। অর্ক ক্রমশই বেহিসেবি জীবনযাত্রা শুরু করলেন। তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা তখন চরম মাত্রায়। এমনও দিন গিয়েছে যখন তিনি নেশায় বেহুঁশ অবস্থায় একটি প্রফেশনাল কলগার্লকে বাড়িতে এনে তুলেছিলেন। সুস্মিতার শ্বশুরমশাই ছেলেকে বাপবাপান্ত করে কলগার্লটিকে তাড়াতে সক্ষম হলেও শাশুড়ির বাক্যবাণ থেকে বাঁচলেন না। শাশুড়ি বলেছিলেন, "নিজের ছেলেকে গালাগালি দিয়ে লাভ কী? কত দিন বাঁজা মেয়েছেলের সঙ্গে দিন কাটাবে? একটা সন্তান না হলে কি মানুষের ঘরে মন বসে?"

শ্বশুর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শাশুড়ির দিকে তাকালেন, "তিন বছরে সন্তান না হওয়ার মানে এই নয় যে বউমা বাঁজা! সন্তান জন্ম দিতে গেলে একটা নয়, দুটো লোকের প্রয়োজন। তোমার গুণধর ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছ সমস্যাটা তার নিজের কিনা?"

সেদিনকার মতো চুপ করে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু সুযোগ পেলেই গনগনে ধারালো কথায় বিদ্ধ করেছেন তাঁকে। অর্কপ্রভ নিজের অক্ষমতা ধরা পড়ার ভয়ে সুস্মিতার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তখন কেউ ক্ষমা করেনি তাঁকে। কেউ ক্ষমা করেনি!

শেষপর্যন্ত সুস্মিতার কোলে টিটো এল। টিটোই সুস্মিতার জীবনে প্রথম ও শেষ আনন্দ। তাঁর জীবনের একমাত্র অর্থ। একমাত্র এই মানুষটিই কখনও তার দিকে আঙুল তোলেনি, অভিযোগ করেনি। সুস্মিতাকে ভালবাসার ক্ষমতা খুব কমই দিয়েছিলেন ঈশ্বর। সেই ভালবাসা আর কেউ নিতে চায়নি। তাই সর্বস্ব দিয়েই ভালবেসেছেন টিটোকে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কিন্তু টিটোকেও কি ক্ষমা করেছিল কেউ? যে শাশুড়ি বউকে 'বাঁজা' বলে কলঙ্কিত করেছিলেন, টিটোর জন্মের পর তিনিই উৎসব পালন করেছিলেন। আবার সেই তিনিই টিটোর অসুস্থতার কথা জানার পর দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন নাতিকে। পঙ্গু কুলপ্রদীপের দিকে তাকালেই তাঁর চোখে বিরক্তি ও ঘৃণার নির্লজ্জতম প্রকাশ ঘটত। একবারও কোলে তুলে নেননি অসুস্থ, রুগ্ণ শিশুটিকে। একবারও বুকে জড়িয়ে ধরেননি। উলটে সুস্মিতাকে উঠতে-বসতে অপমান করতেন। যেন তিনিই চক্রান্ত করে পঙ্গু শিশুটিকে জন্ম দিয়েছেন। কথায় কথায় মুখ বেঁকিয়ে বলতেন, "রক্তের দোষ! সব রক্তের দোষ! রাজরক্তের সঙ্গে নিচু জাতের রক্ত মিশলে আবর্জনাই জন্ম নেয়।"

টিটো তাঁর কাছে 'আবর্জনা' ছিল। সুস্মিতা 'নিচু জাতের মেয়েছেলে'। ক্ষমা করেননি তিনি। ক্ষমা করেননি অর্কপ্রভ। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের গোটা দায় সুস্মিতার ঘাড়ে চাপিয়ে তিনি আরও দূরে সরে গিয়েছেন। কখনও সেক্রেটারির সঙ্গে দার্জিলিং যাচ্ছেন, আবার কখনও বা বন্ধুর সুন্দরী বউয়ের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন।

আপনমনেই শব্দটা তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করেন তিনি, ক্ষমা! হুঃ! কে ক্ষমা করেছে তাকে? কে ক্ষমা করেছে টিটোকে? প্রথম-প্রথম টিটোকে নিয়ে বেরোলে লোকে 'আহা, উহু' করত। ওসব আসলে ভণিতা। বড়লোকের বউ হয়ে আসার সুবাদে যাদের ঈর্ষার কারণ হয়েছিলেন সুস্মিতা, তাদের সঙ্গে দুঃখবিলাস করতে যাননি কখনও। উলটে তারা কেউ কেউ চোখ কপালে তুলে বলেছে, "সেরিব্রাল পলসি! হোয়াট আ মেস!" কথাগুলো শুনে সুস্মিতা একটুও দমে যাননি। বরং উলটে বলেছেন, "মেস! নো! আই থিঙ্ক হি ইজ স্পেশ্যাল!"

সমাজ তাঁর এই অহংকারকে ক্ষমা করেনি। বিকলাঙ্গ শিশু, 'আবর্জনা' কিংবা 'হোয়াট আ মেস'কে জন্ম দিয়ে কী করে এত নির্লিপ্ত থাকতে পারেন সুস্মিতা! ছেলের এত বড় অসুখের কথা জেনেও একফোঁটা চোখের জল ফেলেননি তিনি। কত বড় দুঃসাহস! তার তো তখন লোকলজ্জায় মুখ লুকিয়ে নীরবে অশ্রুপাত করার কথা। অথচ সেই নারী দিব্যি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ অপরাধকে কেউ ক্ষমা করবে? কেউ ক্ষমা করবে টিটোর অসুস্থতাকে? সুস্থ মানুষেরা তার দিকে তাকিয়ে নির্লজ্জের মতো হেসেছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ব্যঙ্গ করেছে। তার সমবয়সি শিশুরা তার অক্ষমতায় ভেংচি কেটেছে। তাকে কষ্ট দিয়ে, খেপিয়ে দিয়ে মজা লুটেছে।

দাঁতে দাঁত পিষলেন সুস্মিতা। কেউ ক্ষমা করেনি তাঁকে। টিটো পায়নি সমাজের ক্ষমাসুন্দর আশীর্বাদ। আজও টিটোর পরিণতির জন্য তাঁর দিকেই আঙুল তুললেন অর্কপ্রভ। তবে কেন ক্ষমা করবেন? কেন ক্ষমা করবেন তিনি?

॥ ১৯ ॥

সব কিছুই পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছিল। অফিসার পিনাকী দত্তকে একটু আগেই ডেকে নেওয়া হয়েছে হেড অফিসে। তিনি মান্নার হাতে রাকাকে ফেলে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু উপরওলার কড়া হুকুম, "যে বাচ্চা মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছে তাকে নিয়ে ইমিডিয়েটলি চলে এসো। রাকেশ নিয়োগীকে মান্না দেখবে।"

পিনাকী দত্ত ফোনটা পেয়ে অদ্ভুত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়েছিলেন অফিসার মান্নাকে। এই লোকটিকে তিনি একটুও বিশ্বাস করেন না। অথচ উপরমহল এই লোকটাকেই বারবার এগিয়ে দিচ্ছে। গোটা ব্যাপারটাই আঁচ করতে পারছিলেন। কিন্তু উপায় নেই। উপরওলার সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ইয়েস স্যার।"

অফিসার দত্ত মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই অফিসার মান্নার ধমক-চমক আরও বেড়েছে। আপাতত আসামিকে একটা বন্ধ গোডাউনে রেখে দিয়েছেন। আরও একটু অন্ধকার হওয়ার প্রতীক্ষা করছেন। মাঝেমধ্যে দু'হাতে স্টেনলেস স্টিলের হ্যান্ডকাফ পরা রাকার দিকে তাকাচ্ছেন এবং বিড়বিড় করে কাঁচা খিস্তি দিচ্ছেন। এটা ক্রিকেট খেলা হলে 'স্লেজিং' বলা যেত। বিপক্ষকে উত্তেজিত করে তোলার কৌশল।

কিন্তু রাকা সে ফাঁদে আদৌ পা দিচ্ছে না। সে বুঝতে পেরেছে তার কী পরিণতি হবে। মৃত্যুর কথা ভেবে তার ভয়ও নেই। বরং এখন মৃত্যুটাই সহজ সমাধান বলে মনে হচ্ছে। জীবনে এখন আর হারানোর কী আছে শুধু প্রাণটা ছাড়া! শুধু বিল্টুর কথা ভেবে চিন্তা হয়। ছেলেটা আবার অনাথ হয়ে যাবে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

'অনাথ' শব্দটা আচমকাই রাকার মাথায় একটা হাতুড়ির বাড়ি মারল। বিল্টু নতুন করে 'অনাথ' হয়ে যাবে কেন? সে তো চিরকালই অনাথ ছিল। যখন সে রাকার পিছু নিয়েছিল, তখনও অনাথ ছিল। এখন তবু রুক্মিণী আছে। তখন তো কেউ ছিল না তার। রাকা তার কেউ ছিল না, এখনও কেউ নয়। তবে?

"কী ভাবছিস রে শুয়োরের বাচ্চা?"

রাকা শান্ত দৃষ্টিতে অফিসার মান্নার দিকে তাকায়। আশ্চর্য! একবিন্দু স্ফুলিঙ্গও নেই সে দৃষ্টিতে। হিমবাহের মতো নিথর শীতলতা। অথচ কিছুদিন আগেও এই কথাটা কেউ তার উদ্দেশে বললে মেরে চামড়া গুটিয়ে দিত। কিন্তু এখন ওসব ইচ্ছে করে না। তবে কি ঝিম মেরে গেল রাকা? কোথায় গেল তার অসীম জ্বালা? কথায়-কথায় হাত গুটিয়ে ফেলা? বাবু মণ্ডলের আস্তানায় যখন গিয়েছিল, তখন পুরো গুন্ডাগিরি করেছে সে। আন্নাকালীকে বারুদের স্তূপে বসিয়ে শুধু ওড়াতে বাকি রেখেছে। কিন্তু এখন এসব করতে তার আর ভাল লাগে না। ইচ্ছে করলে কি পুলিশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারত না? দেশি কাট্টার মুখে ওই মহিলা বা তাঁর ছেলেকে দাঁড় করিয়ে হুমকি দিলে পুলিশের বাবারও সাধ্য ছিল না তাকে অত সহজে ধরার। দিব্যি ওদের কাউকে হোস্টেজ বানিয়ে কেটে পড়তে পারত সে। অন্তত চেষ্টা করতে পারত।

অথচ সে চেষ্টাই করল না রাকা। বরং নিজেকে যেন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। যে হাতে এখনও কন্যাসম নিষ্পাপ মুখের ঘ্রাণ, সেই হাতে কি বারুদের গন্ধ আসতে পারে? যে শিশুর নিষ্পাপ হৃদয় স্পর্শ করেছে, সে বুক বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে বুকে অন্যের রক্তের দাগ লাগতে পারে না।

"কার কথা চিন্তা করছিস? মেয়েছেলে আছে নাকি তোর?" অফিসার বিশ্রীভাবে হেসে ওঠেন, "থাকলে ঠিকানাটা দিয়ে যা। মা কসম, তোকে ঠুকে দেওয়ার পর তোর অভাব টের পেতে দেব না।"

অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলটা এই জঘন্য রসিকতায় খ্যাঁক খ্যাঁক করে শেয়ালের মতো হেসে ওঠে। রাকা ভ্রূক্ষেপও করে না। হাসুক গে! ওদের মুরোদ জানা আছে তার। সে বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"এই রে! মাইন্ড খেলি নাকি?" লোকটা তার পাশ ঘেঁষে বসল। অশ্লীল

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হাসি হেসে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে থেকে অন্য একজন পুলিশকর্মী ভিতরে ঢুকল। অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, টাইম হয়ে গিয়েছে।"

"ধুস বাঞ্চোত!" তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "রসালাপটাও ঠিক করে করতে দিস না তোরা। সময় হয়ে গিয়েছে তা আমি কী করব? অপারেশনের আগে কি ডাক্তার নিজে সব বন্দোবস্ত করে? বন্দুক কই? টাওয়েল? তাড়াতাড়ি কর! এই কেস সালটাতে বেশি দেরি হলে উপরওলা পিছন মেরে দেবে।"

রাকা আড়চোখে দেখল একটা অন্য রিভলভার নিয়ে এল পুলিশকর্মীটি। এটা সার্ভিস রিভলভার নয়। অফিসার কালো মিশমিশে বন্দুকটা দেখিয়ে তির্যক হাসলেন, "জিনিসটা কেমন? সেক্সি না? তোর মালটা কেমন বললি না তো? গরম?"

এতক্ষণে রাকা বিরক্ত হয়, "ফালতু কপচাচ্ছেন কেন? যা করতে হবে করুন না।"

"সত্যি বল।" অফিসার ফের তার গা ঘেঁষে বসেছেন। যেন খুব প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে বার্তালাপ করছেন এমনভাবে বললেন, "ওই অধিকারী মাগিটার সঙ্গে শুয়েছিস না তুই? মাইরি, তোর কপাল বটে! এক হাতে এক্সপিরিয়েন্সড বউদি, অন্য হাতে কচি ছুঁড়ি! সুইট সিক্সটিন। 'চালিস' কা 'চিজ্ঞ', আর 'সোলা'র 'শোলা'! আন্নার ডেরা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলি না? শুয়েছিস নাকি ওটার সঙ্গে? কোনটা বেশি গরম?"

রাকা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। লোকটার চোখদুটো শকুনের মতো। সবসময়ই ভাগাড়ের দিকে নজর। ওকে খুব ঘেন্না করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ঘেন্নাটাও ঠিকমতো টের পাচ্ছে না রাকা। সে উত্তরে মৃদু হেসে লোকটার হাতের রিভলভারটার দিকে ইশারা করে, "ওটা সবচেয়ে গরম।"

"ধুস... মা...!" পাঁচ অক্ষরের অশালীন শব্দটা বলে থুতু ফেললেন অফিসার। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "খানকির ছেলে পুরো মুডটাই ঘেঁটে দিল। চল বে, গাড়ি বের কর। কাজটা সালটাই।"

বাইরে তখন ব্ল্যাকবোর্ডের মতো অন্ধকার। কিছুক্ষণ আগেও অন্ধকারটা স্লেটের মতো ছিল। এখন আরও খানিকটা কালো যোগ হয়েছে তার সঙ্গে। ঘন কালোর বুক চিরে পুলিশের জিপ সরীসৃপের মতো মসৃণ গতিতে ছুটে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চলল গন্তব্যের দিকে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে অফিসার মাল্লা মদ্যপান করে চলেছেন। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের মুখ দানবের চোখের মতো দপদপ করে জ্বলছিল। রাকার কোনওদিকে খেয়াল নেই। হিমশীতল হাওয়া তাকে ছুঁয়ে স্যাঁৎস্যাঁৎ করে সরে যাচ্ছে। সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যাকসিটে বসে সে তখনও ভাবছিল, এখনও তার ভয় করছে না কেন? এখনও ঘেন্না করছে না কেন? কেন?

বধ্যভূমিতে পৌঁছোতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। রাকা লক্ষ করলে বুঝতে পারত গাড়িটা সায়েন্স সিটিকে ডানদিকে ফেলে এখন বাঁদিকের রাস্তাটা ধরেছে। এটা সোজা বাসন্তীর দিকে যায়। কাছেই ধাপার মাঠ। চামড়ার দুর্গন্ধ নাকে লাগলেও পাত্তা দেয়নি সে। এখন তো তার কোনওদিকেই নজর দেওয়ার কথা নয়। শুধু মিষ্টি খাওয়ার পর শিশুরা যেমন বারবার ঠোঁট চেটে মিষ্টত্বের শেষটুকু গ্রহণ করার চেষ্টা করে, তেমনই শেষবারের জন্য কিছু সুখের মুহূর্তের আস্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করল রাকা। সারাজীবন কত কিছু করে এসেছে। মেয়ে পাচার, শিশু পাচার, খুন করেছে, কত নারীকে রমণ করেছে, এখন সেসব কিছুই মনে পড়ল না! মনে পড়ল না সুস্মিতা অধিকারীকে। এই মুহূর্তগুলোর কোথাও সুখ নেই। শুধু যখনই মনে পড়ে এই হিংসুটে দৈত্যের বুকে মাথা রেখে ঘুমোত এক শিশু, তখনই চোখদুটো করকর করে ওঠে। যেদিন বুকে আগলে শুয়েছিল শিশুটিকে, সেদিনই মৃত্যু হয়েছে দৈত্যটার। ধারালো তরবারির মতো শৈশবের সারল্য কখন যেন কেটে দু'টুকরো করে দিয়েছিল রাক্ষসটাকে। এত সূক্ষ্ম তার মার যে যন্ত্রণাটুকুও টের পায়নি। অথচ আজ সে বিস্মিত হয়ে দেখল, রাক্ষসটা মরে গিয়েছে।

নাহ, এখন কিছু দিন আগেকার কথাও মনে পড়ে না তার, যেন সেটা বিগত জন্ম ছিল। বরং মনে পড়ে যায় একজোড়া কাজল কালো চোখের প্রতীক্ষা। সারাদিনের ক্লান্তি মেখে বাড়িতে ফিরলেই সলজ্জ ভঙ্গিতে এক গেলাস জল দেওয়া, মুড়ির বাটি, চায়ের গেলাস, একটা পুঁচকে মানুষের দৌড়ে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া। একটা চুড়ি পরা হাতের সযত্নে থালায় গরম ভাত বেড়ে দেওয়া। দুষ্টু ছেলেটা ঝোলের আলু খেতে ভালবাসে না। রাকা খেতে খেতেই মাঝেমধ্যে আবিষ্কার করত তার পাতে কয়েকটা এক্সট্রা আলু

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চলে এসেছে। সে গোলগোল চোখ করলে বিল্টু হাসতে হাসতে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করত, 'রুক্মিণীদিদিকে বোলো না।' আবার বিল্টু প্রায়ই খেতে খেতে আবিষ্কার করত, পাশের থালা থেকে ফেভারিট বেগুনভাজা তার থালায় পাচার করা হয়েছে। মনে পড়ে যায় বাচ্চা ছেলেটার আবদার, 'সান্তাক্লজ, ইলিশ মাছ ভাজা খাব...'

এবার রাকার চোখে জল চলে এসেছে। আর কার কাছে বায়না করবে ও? কাকে সান্তাক্লজ বলে ডাকবে?

"খুব কষ্ট হচ্ছে রাকা?"

সে চমকে ওঠে! কার কণ্ঠস্বর? বাইরে থেকে এল? না তো! বরং রাকার মস্তিষ্কের মধ্যেই কে যেন ফিসফিস করে বলছে, "খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না? এমনই হয়। আমারও হয়েছিল!"

এই কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। রাকা তার পাশে একটা অন্ধকারের অস্তিত্ব টের পায়। কনকনে বরফের মতো ঠান্ডা অন্ধকার। তাকেও ঠিক দেখা যায় না। তবু অনুভূতিতে ধরা পড়ে। বোঝা যায়, কেউ জমাট অন্ধকারে এসে বসেছে তার পাশে।

মনের অন্দরে জবাব দেয় রাকা, "তখন বুঝিনি দুলাল। এখন বুঝতে পারছি।"

শীতের হাওয়ায় হাসির আওয়াজ ভেসে এল, "যাক, মনে রেখেছিস। এখন এরা তোকে কী করবে বল তো?"

"মেরে ফেলবে।"

"যেমন তুই মেরেছিলি আমায়।" দুলালের কণ্ঠস্বর তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, "আমি তো তোর চেয়ে কিছু কম শক্তিশালী ছিলাম না। বন্দুকও ধরতে পারতাম। যত সহজে তুই আমায় মেরেছিলি, আমি পালটা মার মারলে কি পারতি রাকা? তোর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিতে আমার কয়েক সেকেন্ড লাগত! সব ক'টা গুন্ডার লাশ ফেলে দিতে পারতাম আমি। রক্তগঙ্গা বয়ে যেতে পারত সেদিন। কিন্তু একটা কথাও না বলে, পালটা অ্যাটাক না করে চুপচাপ তোদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলাম। কেন?"

"জানি না।"

"এখনও কি জানার চেষ্টা করছিস না?"

"চেষ্টা করছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না।"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"বুঝতে পারছিস। কিন্তু ধরতে পারছিস না।"

এই হেঁয়ালির কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না সে। দুলাল সত্যিই কোনও প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি। চুপচাপ চারটে রিভলভারের সব গুলি হজম করেছিল। অথচ পড়ে পড়ে মার খাওয়ার মতো লোক সে ছিল না। ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে ব্যাপারটা সত্যিই এত সহজ হত না।

রাকাও ঘুরে দাঁড়াতে পারত। তুলে নিতে পারত দেশি বন্দুক। বুলেটের জবাবে বুলেট ছুড়ে দেওয়া তার বাঁ হাতের খেল! কিন্তু...

গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল। বধ্যভূমি এসে গিয়েছে। রাকা চতুর্দিকটা একবার দেখে নিল। জায়গাটা ঠিক কোথায়? চারপাশটা শুনশান। রাস্তার পাশ দিয়ে একটা পচা খাল চলে গিয়েছে। পচা চামড়ার প্রবল গন্ধটা আবার নাকে ঝাপটা মারল। সামনে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। অন্ধকারে তার শেষ দেখা যায় না। বানতলা নাকি?

"নেমে আয়।"

পেটে কিঞ্চিৎ সুরা পড়ায় অফিসারের গলায় এবার কড়া সুর। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে চতুর্দিকটা দেখছেন। নাহ, আশেপাশে কিছু নেই। নির্বাক কতগুলো গুল্ম আর গাছ ছাড়া কোনও দর্শক নেই। সামনে ধু-ধু মাঠের শূন্যতা।

রাকা নেমে এল। তার পিছন পিছন দুটো কনস্টেবল। একজন তার হাতের কড়া খুলে দিল। অফিসার মান্না তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। লোকটার চোখ নেশায় রক্তাভ। এখন তাকে অবিকল যমদূতের মতো দেখাচ্ছে।

"দেখি, তোর পায়ের জোর কত!"

লোকটা হাতের বন্দুকটা নেড়েচেড়ে দেখছে। পুলিশ জিপের হেডলাইটের আলো মসৃণ রিভলভারের শরীরে পিছলে পড়েছে। এখন ভীষণ প্রাণঘাতী লাগছে জিনিসটাকে, মোহনীয়ও বটে।

"যা পালা!" তিনি তির্যক হাসি হাসছেন, "ছেড়ে দিলাম তোকে। মুক্তি দিলাম। দশ গুনব। এর মধ্যে যত দূর পালাতে পারিস পালা!"

রাকা এক পা-ও নড়ল না। সে জানে দৌড়োলে যা হবে, না দৌড়োলেও কোনও আলাদা পরিণতি তার ভাগ্যলিখনে নেই। কিন্তু পালানোর চেষ্টা কি করা যায় না? রাকা ছোটবেলা থেকেই রীতিমতো দৌড়বীর। এই লোকটা জানে না, একসময় স্রেফ দৌড়ে দৌড়ে ফুলস্পিড নেওয়া বাস বা ট্রেনে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চড়ার নেশা ছিল তার। বুলেট সরলরেখায় চলে। এঁকেবেঁকে দৌড়োলে বুলেটকেও ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খুব ক্ষীণ হলেও ফাঁকি দেওয়ার আশা আছে। এক শতাংশের কম হলেও চান্স আছে।

তবু রাকা নড়ে না। বরং গম্ভীর গলায় বলল, "গুলি মারবেন তো? এখানেই মারুন। কিন্তু পালাব না।"

"পালাবে না!" অফিসার কনস্টেবলদের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে ওঠেন, "বলে কী রে শালা! পালাবে না!"

বলতে বলতেই প্রথম ফায়ারিংটা করলেন। কানফাটানো শব্দে কেঁপে উঠল রাকা। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল, হয়তো সে শেষ হয়ে গিয়েছে! আর বেঁচে নেই!

নাহ, ওটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার ছিল। অফিসার তার পায়ের আশেপাশে আরও দুটো ফায়ার করলেন। গায়ে লাগল না। শুধু একরাশ ধুলো উড়ল। এবারও নড়ল না রাকা। সে জানে এটাও একরকমের কৌশল। লোকটা তাকে ভয় দেখিয়ে পালাতে বাধ্য করবে। তারপর ফায়ার করবে অন্তিম বুলেটটা।

মাথার মধ্যে দুলাল ফের ফিসফিস করে, "ভয় করছে না রাকা?"

"এখন করছে। ভীষণ ভয় করছে। কিন্তু আমি ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে শিখে গিয়েছি।"

"পালাচ্ছিস না কেন?"

মনের মধ্যে থেকে উঠে এল অবচেতনের উত্তর, "সান্তাক্লজেরা পালায় না।"

"না পালালেও লোকটা তোকে গুলি করতে ছাড়বে না।"

"করুক। কিন্তু বুকে গুলি মারুক। বিল্টু অন্তত এইটুকু জানবে, তার সান্তাক্লজ ভিতু ছিল না। সে কুকুরের মতো পালাতে গিয়ে পিঠে গুলি খায়নি। বাঘের মতো বুক চিতিয়ে গুলি খেয়ে মরেছে।"

"এই তো এতক্ষণে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলি।" দুলাল যেন হাসছে, "বদমাশ-খুনি হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে একদিনের জন্যও ভালমানুষ হয়ে মরার ব্যাপারই আলাদা। তাতে অন্তত দুটো লোক কাঁদবে।"

রাকা স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকায়। অফিসার এবার রিভলভারটা সাদা তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছলেন। এক কনস্টেবলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই জবর খবরে বাবু মণ্ডলকে ইন্টারভিউ দিতে পাঠিয়েছিলি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

না? কাল সকালে আমি ওখানে ইন্টারভিউ দেব। তুই দেখতে পাবি না, তাই এখনই বলে রাখছি। চাইল্ড ট্রাফিকিং-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে শ্রীযুক্ত রাকেশ নিয়োগীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথেই তিনি অফিসার ও কনস্টেবলদের উপরে হামলা করেন এবং পালানোর চেষ্টা করেন। তার কাছে একটি আনলাইসেন্সড রিভলভারও ছিল। ফলস্বরূপ শুট আউটও হয়। আর তাতেই বাধ্য হয়ে অফিসার মান্নাকেও গুলি চালাতে হয়। কী করা! ডিউটি!" বলতে বলতেই তিনি খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার বের করে এনেছেন সার্ভিস রিভলভার, "কত কিছু যে করতে হয়!"

রাকা স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালাবে না। তা হলে ওর থিয়োরি ধোপে টিকবে না। দূর থেকেই ঝাঁঝরা করে দেবে রাকাকে। তারপর ওই আনলাইসেন্সড বন্দুকে ওর হাতের ছাপ নিয়ে নেবে। পুরো প্ল্যানটাই তার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। গোটা শুট আউটের প্ল্যান আগে থেকেই ছকা ছিল। সেইজন্যই অন্য বন্দুকটা থেকে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করা হল। চমৎকার! এরকম সূক্ষ্ম প্ল্যান এই গোদা মাথার লোকটার মাথায় আসতে পারে বলে মনে হয় না। এ লোকটা শিখণ্ডী। পিছনে কলকাঠি নাড়ার লোক সেই এক ও অদ্বিতীয়া প্রভাবশালী নারীটি।

রাকা চোখ বুজে বড় একটা শ্বাস টানে। শেষ মুহূর্তের জন্য বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে নিল। নাহ, আর ভয় নেই। আর কয়েক মুহূর্তের কষ্টমাত্র। তারপরই...

অফিসার মান্নার আঙুল ট্রিগারে চেপে বসতেই যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আচমকা একটা জোরালো আলো এসে পড়ল তার চোখে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে হতবাক হয়ে চোখ বুজে ফেললেন তিনি। তালেগোলে ফায়ারিংটা ফসকে গেল।

ওরা কেউ বুঝতেই পারেনি, ওদের থেকে একটু দূরেই মাঠ সংলগ্ন ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল একটি ট্যাক্সি। অন্ধকারে মিশেছিল বলে কেউ টেরও পায়নি। এখন দপ করে জ্বলে উঠেছে তার সুদূরবিস্তৃত হেডলাইট। অফিসার মান্না একমুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে গেলেন। এর মধ্যেই ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। দুরন্ত গতিতে ঝড়ের বেগে সাঁৎ করে এসে দাঁড়িয়েছে রাকার একদম পাশে।

রাকার চোখ তীব্র আলোয় ঝলসে গিয়েছিল। সে বোঝার আগেই সংবিৎ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ফিরে পেয়েছেন অফিসার মান্না। ফের বন্দুকের ঘোড়া টিপতেই যাচ্ছিলেন, তার আগেই ট্যাক্সির ড্রাইভার মুখ বের করে তার চোখ লক্ষ করে কী যেন ছুড়ে দিয়েছে। আর্তচিৎকার করে দু'চোখ ঢেকে মাটিতেই বসে পড়েছে লোকটা। সেই ফাঁকেই ট্যাক্সির ড্রাইভার ফিসফিসিয়ে বলল, "উঠে আয় রাকা। জলদি কর।"

রাকা স্তম্ভিত হয়ে কোনওমতে বলল, "পাঁচু!"

"আগে উঠে আয় শালা!"

রাকা আর কিছু করার আগেই পিছনের দরজা খুলে গিয়েছে। ভিতর থেকে একজোড়া নরম হাত বেরিয়ে এসেছে। এক হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল তাকে গাড়িতে।

পাঁচু আর অপেক্ষা না করে ফুলস্পিডে গাড়ি ছোটায়। পিছনে হুটারের শব্দ। অর্থাৎ মান্না এখনও হাল ছাড়েননি। পুরোদমে চেজ করছেন। পুলিশের জিপ ধেয়ে আসছে সমানগতিতে। গোটা ঘটনার আকস্মিকতায় তখনও সংবিৎ ফিরে পায়নি রাকা। বুকের উপর একটা কচিমাথা এসে পড়তেই হুঁশ ফিরল। বিল্টু দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। তার পাশে রুক্মিণী।

"শালা!" পাঁচু মুখ বিকৃত করে, "কী ভেবেছে? এত সহজে আমায় ধরবে? এখনও আমায় চেনেনি। সমস্ত রোডম্যাপ আমি ঘেঁটে খেয়েছি। এমন বাঁশ ঠুসে দেব না গাঁ..."

"আহ, পাঁচু!" রাকা ধমকে ওঠে, "বিল্টুর সামনে খিস্তি দিচ্ছিস কেন?"

পাঁচু দন্তবিকশিত করে জিভ কাটে, "সরি, ভুলেই গিয়েছিলুম যে, তুই এখন বারো আনা বাবা হয়েছিস।"

বিল্টু তখনও ভয়ে কাঁপছিল। বন্দুক-পিস্তল দেখে সে অভ্যস্ত নয়। তার উপর গুলির আওয়াজে আরও ভয় পেয়েছে। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে জড়িয়ে ধরে রাকা বলল, "লোকটার চোখে কী ছিটিয়ে দিলি পাঁচু? চোখ খারাপ হয়ে যাবে না তো?"

"ধুস!" সে হাসল, "ও তো ট্যালকম পাউডার। লোকটা ভয়েই এমন হাঁউমাউ করে চেঁচাচ্ছিল। এই ট্যাক্সিটা যার, তার পাউডার মাখার খুব শখ। লকারে সব সময় পাউডার থাকে। আর কিছু না পেয়ে ওটাই ছিটিয়ে দিয়েছি। কিস্সু হবে না। এখন চুপচাপ বস তো। শালা খুব পাঙ্গা নিচ্ছে! পাঙ্গা নেওয়াচ্ছি। ঘুঘু দেখেছ, পাঁচু দ্যাখোনি!"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সত্যিই পাঁচুর সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। সে পুলিশের জিপকে পিছনে ফেলে বাঁই বাঁই করে কলকাতা-বাসন্তী রোড ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল সায়েন্স সিটির সামনে। এর পর যা ঘটল তা বিস্ময়কর। পাঁচু পুলিশের গাড়িকে নাকানিচোবানি খাওয়ানোর জন্য যা খুশি তাই করল। মেন রোড ছেড়ে এবার গলিঘুঁজি দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সে। প্রায় কাঁচকলা দেখিয়েই রীতিমতো চুক্কি দিচ্ছে। এই গলি দিয়ে ঢুকছে তো অন্য গলি দিয়ে বেরোচ্ছে। শহরের ভিতরে এমন গোলকধাঁধা যে আছে, তা জিপের ড্রাইভারের বোধহয় জানা ছিল না। ফলস্বরূপ পাঁচুর সঙ্গে পেরে উঠছে না।

"কোথায় যাচ্ছিস?"

রাকার প্রশ্নের উত্তরে হাসল পাঁচু, "কোথাও না। আপাতত কানামাছি খেলছি। দশ মিনিট অপেক্ষা কর। তারপর পালাব।"

"গলিঘুঁজিতে ঘুরছিস কেন?" সে ধমকে ওঠে, "পালাবি তো মেন রোডে চল।"

"গণ্ডমূর্খ কাকে বলে জানিস? গন্ডারের মতো মূর্খ। ওই হারামি বান... সরি সরি! ওই বদমাশ অফিসারটা কি হাতে হাত রেখে বসে আছে ভাবছিস? এতক্ষণে মেন রোডের ট্র্যাফিকে পুলিশ আমাদের জন্য ব্যাকআপ নিয়ে অপেক্ষা করছে। বুঝতে পারছিস না কেন রাকা? তুই এখন ফেরার আসামি।"

"তবে?" স্তম্ভিত হয়ে রাকা বলে, "কী করব? আমার জন্য চিন্তা করি না, কিন্তু বিল্টু... রুক্মিণী!"

পাঁচু আড়চোখে রেডিয়াম অঙ্কিত ঘড়ির দিকে দেখে নেয়, "আর ঠিক ন'মিনিট! বেশি সময় নেই। এখন আমি যা বলছি খুব মন দিয়ে শোন..."

পাঁচু ঠিকই বলেছিল। ন'মিনিট ধরে চোর, পুলিশ খেলতে খেলতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন অফিসার মান্না। আরও যেসব পুলিশ জিপ পেট্রোলিং-এ তাদেরও ডেকে এনেছেন। কিন্তু গলিঘুঁজি দিয়ে চেজ় করা খুব মুশকিল। আর ট্যাক্সি ড্রাইভারটা রীতিমতো খেলিয়ে খেলিয়ে কনফিউজ় করছে। দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি। কতক্ষণ এই ভুলভুলাইয়ায় ঘুরবে? একসময় তো মেন রোডে উঠতেই হবে। তখন দেখে নেবেন শুয়োরের বাচ্চাকে।

ঘুরতে ঘুরতেই আচমকা সাঁৎ করে মেন রোডে উঠে গেল ট্যাক্সিটা। কী

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আশ্চর্য টাইমিং! ঠিক তখনই একটা মোমবাতি মিছিল ফুটপাথ ধরে হেঁটে আসছিল সেদিকেই। পাঁচু জানত মিছিলটা এদিকেই আসবে। একটু আগেই এফএম রেডিয়োতে শুনেছে। সেজন্যই এতক্ষণ ধরে খেলাচ্ছিল সে। বেবি নক্ষত্রের জন্য বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের একটা মিছিল এ রাস্তা দিয়েই যাবে জানত সে। গাড়ির গতি সামান্য মন্থর হল। পাঁচু রাকার দিকে তাকিয়ে হাসছে, "বললাম না ন'মিনিট। যা, এবার উলটো দিকের দরজা দিয়ে নেমে যা। মিছিলে ঢুকে পড়।"

পাঁচুর কথামতো তিনজনেই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। চলন্ত গাড়ি থেকে নামা সহজ নয়। কিন্তু রাকার অভ্যেস আছে। সে নিজে নেমে বিল্টুকে নামাল। রুক্মিণীর জন্য গাড়ির গতিবেগ আরও কমিয়ে দিয়েছে পাঁচু। রুক্মিণী নেমে যাওয়ার পর মুচকি হেসে 'বাই' করল সে। রাকা স্তম্ভিত, "তুই নামবি না?"

"আমি নামলে সুম্বুন্দির পো-দের ঘুরিয়ে মারবে কে? ওরা গাড়িটাকেই চেজ করছে। ওদের ধারণা তুই গাড়িতেই আছিস। তুই যে সপরিবার কেটে পড়েছিস সেটা ওদের এত সহজে বুঝতে দেব?"

"যদি ধরা পড়িস?"

পাঁচু হাসল, "তবে ডাইরেক্ট নরকে দেখা হবে। এখন নয়, আরও বছর তিরিশ-চল্লিশ পরে তো আসবি। অপেক্ষা করব, টাটা।"

রাকা স্তম্ভিত। পাঁচু গাড়ির গতিবেগ মুহূর্তের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছে। হুশ করে চলে গেল ট্যাক্সিটা।

'বেবি নক্ষত্র'র জন্য আজ গোটা শহর পথে নেমে এসেছে। অগুনতি উদ্বিগ্ন মুখ হাতে মোমবাতি জ্বেলে নীরবে হেঁটে চলেছে। কারও হাতে ফেস্টুন। কারও হাতে প্ল্যাকার্ড। সেই অগুনতি মানুষের মধ্যে পা মিলিয়ে হেঁটে চলল ওরা তিনজন। একদিকে রাকা, একদিকে রুক্মিণী, মাঝখানে বিল্টু। দুজনেই শিশুটির দুই হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে।

ওরা দু'জনে জানত না কয়েক ঘণ্টা আগে ঘরের দেওয়ালে ঠিক অবিকল এমনই একটা ছবি এঁকেছিল বিল্টু। এক পাশে তার বাবা, এক পাশে মা। দু'জনের হাত ধরে বিল্টু হেঁটে চলেছে। হেঁটেই চলেছে...

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

॥ ২০ ॥

ব্রেকিং নিউজ!

অবশেষে খোঁজ মিলল বেবি নক্ষত্রের বাবা-মায়ের। এত দিন ধরে পুলিশ অক্লান্তভাবে টিভিতে, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, বিভিন্ন ভাষার খবরের কাগজে শিশুটির ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের সব থানায় বেবি নক্ষত্রের ফোটো পৌঁছে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত পুলিশি তৎপরতার সুফল মিলল। খবরের কাগজে নিজেদের সন্তানের মুখ চিনতে পেরে এসেছেন তার মা-বাবা। শিশুটির বাবা দিনমজুর। গতবছর দুর্গাপুজোর সময়ে ছেলের বায়নায় কলকাতার ঠাকুর দেখতে এসেছিল তারা। কিন্তু মণ্ডপের ভিতরের ভিড়ে আর ধাক্কাধাক্কিতে বাচ্চা ছেলেটি হারিয়ে যায়। বাবা-মা ওকে বিস্তর খুঁজেও পায়নি। পুলিশের দ্বারস্থও হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তখন ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেয়নি। রিপোর্ট লেখা তো দূর, উলটে দুর দুর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওদের। শিশুটির আসল নাম...

নাহ, থাক। নামে কী আসে যায়! সকলের কাছে ও এখন বেবি নক্ষত্রই। ওর মা-বাবার বাইট নিয়ে চলেছে সমস্ত টিভি চ্যানেল। বারবার টেলিকাস্টও করছে। মিডিয়া ও মানুষ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পুলিশকে ফের তুলোধোনা করতে উঠে পড়ে লাগল। যে পুলিশস্টেশন বেবি নক্ষত্রের মিসিং রিপোর্ট ফাইল করতে চায়নি, সেটিও ঘেরাও হয়েছে। থানার ওসির উর্দি নিয়ে টানাটানি। এবার বোধহয় প্রশাসনের তৃতীয় চক্ষুও উন্মীলিত হয়। বেবি নক্ষত্রকে দেখার জন্য রাজনীতিবিদদের ভিড় লেগে গিয়েছে। সকলেই সোচ্চারে শিশু শ্রম ও শিশু শ্রমিক ব্যবস্থার নিন্দা করে চলেছেন। কিন্তু সমাধান যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই ।

আজ সকালের মেডিক্যাল বুলেটিনে ডাক্তাররা জানালেন যে, বেবি নক্ষত্রের অবস্থা স্থিতিশীল। কাল রাতেও তার অবস্থা সংকটজনক ছিল। কিন্তু এখন সে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে।

সুস্মিতা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এদিকে বেবি নক্ষত্র চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে, অন্যদিকে টিটো আস্তে আস্তে চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছে। আজ সকালেও তাকে বাইরে থেকে দেখে এসেছেন। টিটো এখনও বেহুঁশ। পুরোদমে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে তাকে। মানুষটাকে আর দেখাই যায় না। চারিদিকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

শুধু নল। ক্রমশই মৃত্যুর দিকে পাল্লা ভারী হচ্ছে। বন্ধ চোখের পাতায় নীলাভ মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। অ্যান্টিবায়োটিকেও কমছে না সংক্রমণ। ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। অর্কপ্রভ টাকা ঢালতে গাফিলতি করেননি। চেন্নাই থেকে বিশেষজ্ঞও এসে গিয়েছেন, ডাক্তার রঙ্গনাথন। ভারী পবিত্র চেহারা মানুষটির। সর্বক্ষণই মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে। কিন্তু টিটোর অবস্থা দেখে তাঁর মুখের হাসিটাও মিলিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, অর্কপ্রভ ও সুস্মিতার ক'টি সন্তান। টিটোই তাঁদের একমাত্র সন্তান জেনে আরও বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, "আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।"

অনাথ আশ্রমের চত্বরে ঢুকতে ঢুকতে ফের বিরক্ত হলেন সুস্মিতা। মুকুন্দ কি ঠিকমতো গাছগুলোর যত্ন করছে না? সেদিনই দেখলেন একটা গোলাপের কুঁড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে। মুকুন্দকে সেকথা বলেও দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুঁড়িটা এই অসময়েই ঝিমিয়ে পড়েছে। মুকুন্দও কি তবে কাজে ঢিলে দিয়েছে? সেও আর ভয় পাচ্ছে না?

"মুকুন্দ! মুকুন্দ!"

মুকুন্দ ভাতের থালা ফেলে ছুটে আসে, "মা?"

"আগের দিন বললাম না এই কুঁড়িটার দিকে নজর দিতে?" তিনি ধমকে উঠলেন, "এখনও এরকম ঝিমিয়ে আছে কেন?"

"অনেক চেষ্টা করেছি মা।" এঁটো দু'হাত জড়ো করে বলল মুকুন্দ, "কিন্তু এ কুঁড়িটায় ফুল ধরবে না আজ্ঞে। ও ফোটার আগে এমনিই ঝরে যাবে।"

"কেন ঝরে যাবে?" উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সুস্মিতা। রাগে তাঁর ফরসা মুখ লাল, "এত সহজে ঝরে গেলেই হল? ঠিকমতো যত্ন করছ না বলেই এই অবস্থা। সবসময় গাঁজায় দম দিলে কাজ করবে কখন? যত সব অপদার্থ!"

বলতে-বলতেই হিলের আওয়াজ তুলে চলে গেলেন তিনি। তাঁর আচমকা এই রাগের কারণ বুঝল না বুড়ো মুকুন্দ। দু'-একটা ক্ষেত্রে তো এমন হতেই পারে। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার আগেই ঝরে যায়। এতে তার কোনও দোষ নেই। কিন্তু সেকথা এই মহিলাকে কে বোঝাবে?

করিডর দিয়ে নিজের কেবিনের দিকে যেতে যেতেই আজকের কর্মসূচি ঠিক করে নেন তিনি। আজ বিকেলে ম্যাক আসবে। আজ রাতেই ডেলিভারি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সে মুম্বই থেকে আসছে। 'নটরঙ্গ নৃত্যশালা'র জন্য বাছা বাছা কয়েকজন কিশোরী কুমারী নিয়ে যাবে। সুস্মিতা আপনমনেই হাসেন। কী নামের বাহার! 'নটরঙ্গ নৃত্যশালা'! আসলে নৃত্যশালা নয়, মধুশালা তথা মধুচক্র। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় রেসিডেন্সিয়াল ডান্স স্কুল। আসলে সেসব কিছুই নয়। মেয়েগুলোকে নাচ শেখানো হয় ঠিকই। কিন্তু সেটা কলাপ্রদর্শনের জন্য নয়, খদ্দেরকে কামাতুর করে তোলার জন্য। বাদকের বাজনার তালে তালে মেয়েগুলো নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকে। একদল কামাতুর চোখ তাদের সকলকে একে-একে দেখতে থাকে। যে নর্তকীকে চোখে ধরে যায়, নাচ শেষ হলে তাকে নিয়ে দোতলার নিভৃত ঘরে চলে যায় তারা। এর পরের কথা বলাই বাহুল্য।

ইদানীং বাজারে নাবালিকা মেয়ের চাহিদা খুব বেড়েছে। এইচআইভি'র ভয় নেই, কিংবা গর্ভবতী হওয়ার ঝামেলা নেই বলেই বোধহয় নাবালিকার রেট এখন আকাশছোঁয়া। অনেকের আবার অন্ধ-বিশ্বাস থাকে, নাবালিকার সঙ্গে সঙ্গম করলে অনেক ছোঁয়াচে যৌনরোগ কমে যায়। সেজন্যই এক লট নাবালিকাকে ব্যাবসায় বসানোর জন্য নিয়ে যাবে ম্যাক। দিয়ে যাবে লোভনীয় অঙ্কের টাকা।

এখন যেরকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তাতে প্রথমে ঝুঁকি নিতে রাজি হচ্ছিলেন না তিনি। কিন্তু ম্যাক এমন লোভনীয় অঙ্ক বলে বসে আছে যে শেষপর্যন্ত অস্বীকার করতে পারলেন না। নিজের কেবিনে ঢুকতে ঢুকতেই লক্ষ করলেন রুনা কয়েকটি নাবালিকাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। এই মেয়েগুলোর গড়ন বেশ বাড়ন্ত। আট বছরের মেয়েটিকে দিব্যি দশ বছরের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সদ্যোত্থিত স্তনের আভাস স্পষ্ট। নিতম্বও বেশ গোলাকৃতি নিয়েছে। সব মিলিয়ে সব মেয়েই চলনসই। রুনার চোখ আছে বলতে হবে।

তাকে দেখেই মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এল রুনা। নিচুস্বরে জানাল, "অফিসার মান্না অনেকক্ষণ ধরেই আপনার কেবিনে ওয়েট করছেন। পাঁচুকেও সঙ্গে এনেছেন।"

কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করেছেন সুস্মিতা, "অফিসার মান্না কী বললেন? পাঁচু মুখ খুলেছে?"

রুনা নেতিবাচক ভঙ্গিতে ইশারা করে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

"ঠিক আছে। বিশুকে পাঠিয়ে দে। বল আমি ডাকছি। আর্জেন্ট।" বলতে বলতেই চেনা ভঙ্গিতে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেলেন তিনি।

অফিসার মান্না অলসভঙ্গিতে চেয়ারে বসেছিলেন। দু'দিন ধরে ম্যাডামের নির্দেশে পাঁচুকে বেদম পিটিয়েছেন। আশ্চর্য লোক! মার খেতে ওর বোধহয় ক্লান্তি নেই। একটা কথাও মুখ থেকে বের করা যায়নি। কথা তো দূর, যন্ত্রণায় 'উঃ, আঃ,' পর্যন্ত করেনি। মারতে মারতে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু অপরাধীর ক্লান্তি নেই। যন্ত্রণাবোধও বোধহয় নেই।

তার পায়ের কাছে বসেছিল পাঁচু। গত দু'দিনের অত্যাচারের ছাপ তার চোখে-মুখে। শরীরে বোধহয় এমন এক ইঞ্চি জায়গাও বাকি নেই, যেখানে কালসিটে নেই। তবু তার মুখে কষ্ট-যন্ত্রণা কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি। বরং মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলা করছে। অফিসার মান্নার রংবাজি তো দেখা হল, এবার ম্যাডাম ও বিশুদের পালা।

সে আপনমনেই বলল, "একটা নদী পার হয়েছি, সামনে আরও একটা নদী..."

"কী?"

ঠোঁট টিপে হাসল পাঁচু, "শাহজাহান, ডিএল রায়। পড়েননি?"

অফিসার মান্না বোধহয় চটে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সুস্মিতা ঢুকে পড়েছেন। তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন অফিসার। পাঁচুর মুখে একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি ঝিলিক মেরে যায়। অফিসার মান্না ত্রস্তব্যস্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হাত তুলে তাঁকে থামতে বললেন সুস্মিতা। দরজার কাছে এবার হুড়ুম-দুড়ুম জুতোর শব্দ। মুহূর্তের ভগ্নাংশে বিশু দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়।

সুস্মিতা পাঁচুকে দেখছেন। এই ক্ষীণদেহী লোকটার মধ্যেও এত শক্তি ছিল! এত সাহস ছিল যে, ভয়কেও জয় করে নেমে পড়েছে বিশ্বাসঘাতকতায়।! প্রথমে রাকা। রাকার তবু গায়ে জোর আছে, মারপিট করতে জানে, পেটে বিদ্যে আছে। কিন্তু এই আধশুকনো লোকটার মধ্যে এমন কী আছে যার সাহায্যে সে ভয়কেও অতিক্রম করতে পেরেছে! রাকাকে ও ভালবাসে, সুস্মিতাকে ভয় পায়। ভালবাসার মধ্যে কী এমন শক্তি আছে যা ভয়কেও ভুলিয়ে দেয়?

সুস্মিতা বিশুদের দিকে ইশারা করলেন। বিশু পাঁচুর পিছনে এসে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দাঁড়িয়েছে। তার পিছন পিছন ভীম ভবানীর দল। হাতে চেন থেকে শুরু করে সবরকম মারণাস্ত্রই আছে।

"পাঁচু।" সুস্মিতা পাঁচুর চোখে চোখ রেখেছেন, "রাকা কোথায়?"

পাঁচু নির্বিকার মুখে চোখ তুলে তাকাল। জীবনে বোধহয় এই প্রথম জোরদার ধাক্কা খেলেন সুস্মিতা। এ কী! এ তো সরাসরি ওঁর চোখে চোখ রাখছে। এই পাঁচু দু'দিন আগেও চোখ তুলে কথা বলত না। অথচ আজ! আশ্চর্য! কী পরিবর্তন! এত শক্তি ও পেল কোথায়? সুস্মিতা তার চোখদুটো তন্নতন্ন করে খুঁজছেন। কোথাও একবিন্দুও ভয় নেই।

"বল শালা!" পিছনদিক দিয়ে একজন চেন দিয়ে চেপে ধরেছে পাঁচুর কণ্ঠনালি। আরও একটু জোর দিলেই মরে যাবে ও। দুর্বল টুঁটি ভেঙে যেতে বেশি সময় লাগবে না। অন্যদিকে বিশু গান পয়েন্টে রেখেছে তাকে। আবার হাত তুলে বিশুকে থামালেন তিনি। এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছেন পাঁচুর দিকে। নরম সুরে বললেন, "দ্যাখ পাঁচু, তুই অনেকদিন ধরেই এখানে আছিস। আমাকে ভালভাবেই চিনিস। এই অনাথ আশ্রমকে একটু-একটু করে আমিই বড় করে তুলেছি। তোদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করিনি। কখনও তোদের কোনও অভাবে রেখেছি?"

পাঁচুর হঠাৎ করে ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। তার ফেভারিট নাটক 'শাহজাহান'-এ এমন একটা দৃশ্য আছে। দিল্লির সিংহাসন দখল করার পরে ঔরঙ্গজেব জাহানারাকে প্রচুর কনভিন্স করার চেষ্টা করছেন। বলছেন, "আমি কে?" শাহজাহানকেই বারবার 'সম্রাট' বলে অভিহিত করছেন। বোনের সামনে পুরো বিনয়ের নলকূপ। জাহানারা সেসব প্রহসন দেখছেন আর প্রচণ্ড ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলছেন, "চমৎকার ঔরঙ্গজেব!"

"দ্যাখ, আমিও এক সন্তানের মা। আমার ছেলে টিটো মৃত্যুশয্যায়। রাকার দুঃখটা আমি বুঝি।" সুস্মিতা গভীর ও আন্তরিক সুরে বললেন, "আমি বুঝি ওর কষ্টটা কোথায়। কথা দিচ্ছি, ওর কোনও ক্ষতি হবে না। তুই শুধু বল ও কোথায় আছে। দরকার পড়লে আমি নিজে খুঁজে বের করব ওর মেয়েকে। রাকা যেটুকু ক্ষতি করেছে, তা ক্ষমা করে দেব। কথা দিচ্ছি..."

... ঔরঙ্গজেব জাহানারাকে বোঝাচ্ছেন যে এসব কখনওই তাঁর কাম্য ছিল না। কার জন্য এই সিংহাসন! কার জন্য এত বৈভব! তিনি নিজে তো তাকিয়ে আছেন মক্কার দিকে! এই রাজ্যপাটে তাঁর মতি নেই। সব ছেড়েছুড়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মক্কার দিকে রওনা হলেন বলে। জাহানারা শুনছেন আর মনে মনে বিদ্রূপ করছেন। তিন-তিনটে ভাইকে কচুকাটা করে, বুড়ো বাবাকে গৃহবন্দি করে মক্কা দেখানো হচ্ছে! রাকার পিছনে বিশুর দলকে লেলিয়ে দিয়ে, অফিসার মান্নার হাতে এনকাউন্টার করার চেষ্টা করে এখন ক্ষমার পরমধর্ম দেখাতে এসেছে! পাঁচু এত মূর্খ নয়।

সুস্মিতা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই হো-হো করে হেসে উঠেছে পাঁচু। বক্তৃতার মাঝখানে বাধা পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি। কী বলবেন বুঝে ওঠার আগেই হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল সে। সজোরে বলে উঠল সেই ডায়লগটা, যেটা জাহানারাও বলেছিলেন ঔরঙ্গজেবকে। খিক খিক করে হেসে উঠে পাঁচু বলল, "আমি আবারও বলছি ঔরঙ্গজেব! চমৎকার!"

"শালা!" বিশুর মুখ থেকে খিস্তি ও বন্দুকের মুখ থেকে গুলি একসঙ্গেই বেরোল। সুস্মিতা হাঁ-হাঁ করে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সদ্যনিক্ষিপ্ত বুলেট মানা শোনে না।

জীবনের শেষ বাক্যটা বলে সুস্মিতার কেবিনের লাল কার্পেটের উপরে টানটান হয়ে শুয়ে রইল পাঁচু! সব স্বপ্ন, সব আশা, বিশ্বাসঘাতকতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা তার রক্তের সঙ্গেই কার্পেটে মিশে গেল নিশ্চুপে।

সুস্মিতা দৃশ্যটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। এই প্রথমবার হেরে গেলেন তিনি। একটা সাধারণ দু'-পয়সার ড্রাইভারকে জীবনের শেষ মুহূর্তেও ভয় দেখাতে পারলেন না! পাঁচুর হাসি হাসি মুখটা তখনও তাঁকে ভর্ৎসনা করছিল। খণ্ড মুহূর্তের জন্য ফের মনে ভেসে উঠল অর্কপ্রভর কথা। আবার মনে পড়ে গেল কবিতার খণ্ডাংশ। কেঁপে উঠলেন সুস্মিতা।

...নাকি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনওই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

তিনি কোনও কথা না বলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পাঁচু ভয় পায়নি। কিন্তু এই প্রথম একটা অদ্ভুত ভয় তীক্ষ্ণ নখরে তাঁর বুকের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ভিতরটা আঁচড়ে দিল। এখন তাঁকে নার্সিংহোমে পৌঁছোতেই হবে। জানতেই হবে টিটো কেমন আছে। টিটো...

প্রচণ্ড ভয়ে অনাথ আশ্রমের করিডর বেয়ে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিলেন সুস্মিতা। মায়ের মনের কু-ডাক তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল নার্সিংহোমের দিকে। তিনি অবশ্য তখনও জানতেন না, কাকতালীয়ভাবে তাঁর প্রাণপুত্তলি কয়েক সেকেন্ড আগেই নার্সিংহোমের বিছানায় নিথর হয়ে গিয়েছে।

॥ ২১ ॥

"সান্তাক্লজ, তুমি আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না তো!"

বিল্টু রাকাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, "আমি কোথাও যাব না। মেলায় যাব না। খেলনা চাই না। আমি শুধু তোমার সঙ্গে থাকব। আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে আর রুক্মিণীদিদিকে। আর কিছু চাই না।"

রাকা তার মাথার চুলে মুখ ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিল। বড় মায়াময় এই গন্ধ। এই সৌরভের জন্য আজ সে কাঙাল হতে পারে। নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে ফাঁসিকাঠে। এই আলিঙ্গন ছাড়ায় কার সাধ্য! হাতদুটো বড় নরম। কিন্তু বড় মায়ায় জড়িয়ে ধরেছে। এই মায়া ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার শক্তি রাকার নেই।

"কোথাও যাব না বাবা।" তাকে আদর করে বলল রাকা, "তুমি মেলায় যাবে বলেছিলে না? মেলায় খেলনাগাড়ি আছে, নাগরদোলা আছে, ফুচকা আছে..."

"থাকুক।" সে সজোরে কেঁদে ওঠে, "আমার কিচ্ছু চাই না। আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি আবার আমাদের ফেলে পালিয়ে যাবে।"

শিশুর কাছে ফাঁকি চলে না। অব্যক্ত যন্ত্রণায় রাকা রুক্মিণীর দিকে তাকায়। আজ তার অন্তিম লড়াই। পাঁচু সেদিন গলিঘুঁজির মধ্যে গাড়ি চালাতে চালাতেই এই তথ্যটা দিয়েছিল তাকে। আজ রাত দশটার বম্বে মেলে একটা মেয়ের লট যাবে মুম্বইয়ের পথে। আট থেকে চোদ্দো বছরের দশটা মেয়ে পাঠাচ্ছেন ম্যাডাম। ম্যাক সঙ্গে যাবে। রাকার নিজের যতদুর অভিজ্ঞতা,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তাতে বরাকর পেরোলেই ম্যাডামের লোকজনের দায়িত্ব শেষ। ধানবাদ জংশনে ম্যাকের দেওয়া টাকার ব্যাগ নিয়ে নেমে যাবে ওরা। ধানবাদ থেকে ম্যাকের লোকজন উঠবে। মোটামুটি রাত দুটো বেজে পাঁচে বম্বে মেল ধানবাদে পৌঁছোয়। এই সুযোগ। বিশুরা জানে সে বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু ম্যাক জানে না। ম্যাডাম তার কাস্টমারদের কখনও গোপন বিশ্বাসঘাতকতার খবর জানতে দেন না। তাতে কাস্টমার ঘাবড়ে যেতে পারে।

রাকা মনে মনে ভেবে রেখেছে ট্রেনটা ধানবাদ ছাড়ার পরেই ওই নির্দিষ্ট কামরায় ঢুকবে। ম্যাক তাকে ম্যাডামের লোক ভেবে বিশেষ আপত্তি করবে না। আর সেই সুযোগটাই নিতে হবে।

সে অসহায়ের মতো তাকায় রুক্মিণীর দিকে। রুক্মিণী আলতো করে হাত রেখেছে বিল্টুর মাথায়, "সান্তাক্লজ তোকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু তুই মেলা দেখবি বলেছিলি না? সান্তাক্লজ তোকে মেলা দেখাতেও নিয়ে যাবে না? মেলা কিন্তু কালই শেষ হয়ে যাবে।"

বিল্টু সজল চোখে রুক্মিণীর দিকে তাকায়। তার মন বলছে, সান্তাক্লজ তাকে এবারও ফাঁকি দেবে। অথচ মেলা দেখার লোভ সামলানোও মুশকিল। জীবনে কখনও মেলা দেখেনি সে। শুনেছে মেলায় নাকি অনেক ভাল ভাল খাবার থাকে। অনেকবার দূর থেকে দেখেছে আলো ঝলমলে নাগরদোলা। একটা নাগরদোলা তো আবার হুশ করে আকাশের দিকে উঠে যায়। কত উঁচু! অত উঁচুতে গিয়ে নীচের দিকে তাকাতে কেমন লাগে? জানে না বিল্টু।

সে আবার রাকার জামা খামচে ধরেছে, "তুমি পালিয়ে যাবে না তো?"

রাকেশ মৃদু হাসল, "না রে বাবা।"

"সবসময় কাছে কাছে থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

বিল্টু যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়। প্রশান্ত মুখে বলে, "তবে মেলা দেখতে যাব।"

এখন ওরা যেখানে রয়েছে, সেটাকে ঠিক বাড়ি বলা চলে না। একটা গোয়ালঘরের একদিকে খড় বিছিয়ে কোনওমতে ঘরকন্না করছে তিনটি প্রাণী। তা নিয়ে অবশ্য কোনও অভিযোগ নেই। মাথার উপরে ছাত তো আছে। গোয়ালঘরের মালিক রাকা ও পাঁচুর বহুদিনের পরিচিত। দু' জনেই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একসময় ওর অনেক উপকার করেছে। সে ওদের নিজের বাড়িতেই তুলতে চেয়েছিল। রাকা ওকে বিপদে ফেলতে চায়নি। ও গৃহস্থ মানুষ। আর পরিবারের মূল্য এ ক'দিনেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে সে। তাই নিজের বিপদে ওকে জড়াতে চায়নি। তবে খাওয়ার জন্য স্টোভ, চাল-ডাল, আনাজ, হাঁড়িকুড়ি আর গোটা দুই ক্যাম্প খাট দিয়ে গিয়েছে মানুষটা। বলেছে, "যত দিন ইচ্ছে থাক রাকা। আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোর কিছু করতে পারবে না।"

তার কথা শুনে আচমকা পাঁচুর কথা মনে পড়েছিল রাকার। সেদিনের পর থেকে আর তার কোনও সাড়াশব্দ নেই। আশঙ্কা হয়, পাঁচুকে ওরা ধরে ফেলেছে। হতভাগার কী পরিণতি হল কে জানে! তার মোবাইলে ফোন করলে শোনা যায় একটাই বাক্য, "দিস নাম্বার ডাজ্ নট এগজিস্ট!"

ভাবতেই রক্ত জল হয়ে যায় তার। পাঁচু যাওয়ার আগে বলেছিল, নরকে দেখা হবে। সত্যিই কি তাই?

"একটু শুনবেন?"

নারীকণ্ঠের ডাকে সংবিৎ ফিরে পায় রাকা। রুক্মিণী তাকে ডাকছে। সে এগিয়ে যায়, "হ্যাঁ।"

রুক্মিণী একটু ইতস্তত করছে, "আপনাকে বোধহয় দশটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোতে হবে। তাই না?"

"হ্যাঁ।" রাকা বলল, "বম্বে মেল ওরকম সময়েই ছাড়ে।"

"তবে তো আর দেরি করা ঠিক নয়।" সে বলে, "এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। বিল্টুকে মেলা দেখাতেও অনেকটা সময় নষ্ট হবে। তারপর..."

"হুঁ।" রাকা একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, "হ্যাঁ। বেরিয়ে পড়া যাক।"

রুক্মিণী একটু থেমে আবার বলে, "এত বড় একটা কাজে যাচ্ছেন। আপনার 'ওটা' আছে তো?"

রাকা বুঝল 'ওটা' বলতে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলছে রুক্মিণী। দেশি কাট্টা।

"নাহ!" সে হাসল, "ওটা আর নেই। ওটার আর দরকার নেই। ঠিক করেছি আর কোনওদিন ওটাকে ছোঁব না।"

রুক্মিণী বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। রাকা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তখনও বিল্টুর দিকে দেখছে। যদি আজ সে ফিরে না আসে, তবে কি কাঁদবে বিল্টু? কী হবে ওর? ওর একটা বন্দোবস্ত করে যেতে হবে তাকে... এভাবে কি ওকে অনাথ করে যেতে পারে রাকা।

অন্তর্যামী হয়তো অলক্ষ্যেই হাসলেন। ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস। বেথেলহেমের এক নিঃসঙ্গ আস্তাবলে জন্ম নিয়েছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। আর পশ্চিমবঙ্গের এক নির্জন গোয়ালঘরে জন্ম নিল একটি মানবশিশুর পিতা। বিধাতার আশ্চর্য রসিকতা ছাড়া আর কী বলা যায় একে।

এখান থেকে অনতিদূরেই দিব্যি পরিপাটি একটা মেলা বসেছে। খোলা ময়দানে সার সার দোকান। ফুলুরি, বেগুনি, ফুচকা থেকে শুরু করে এগরোল, ফিশফ্রাই, চাউমিন-কী নেই! নানারকম ছবি, পুতুল তো আছেই। এমনকী মেয়েদের চুড়ি, থরে থরে সাজিয়ে নানাবিধ দোকান সার দিয়ে মাঠ আলো করে বসে আছে। সবকিছুর কেন্দ্রে ঘুরছে নাগরদোলা। আলো ঝলমলে আরও কত রাইড।

মেলায় পৌঁছেই বিল্টু লাফালাফি শুরু করে দিল। প্রথমে প্রাণভরে ফুচকা খেল। রুক্মিণীও সলজ্জ মুখে ফুচকা খেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাকা তৃপ্ত দৃষ্টিতে দেখছিল ওদের। কী অল্পেই খুশি ওরা! আজকাল রাকার ইচ্ছে করে ওদের প্রাণভরে সব সুখটুকু উজাড় করে দিতে। এত দিন পরিস্থিতি সে সুযোগ দেয়নি। আজ রাকার সত্যিই ইচ্ছে হল সান্তাক্লজ হওয়ার!

ফুচকাপর্ব শেষ করে এখন বিল্টু দৌড়োচ্ছে এগরোলের দোকানে। আজ এগরোল আর চাউমিন দুটোই খাবে। রুক্মিণী বাধা দেয়, "অত বেশি খায় না বিল্টু। এই তো ফুচকা খেলি। আরও খাই খাই করলে কিন্তু পেট কামড়াবে। যে-কোনও একটা খা।"

রাকার মুখে স্মিত হাসি, "থাক। প্রাণভরে আনন্দ করুক। শীতের সময়। তার উপর ওরা ছেলেমানুষ। কিছু হবে না।"

রুক্মিণী আর বাধা দিল না। বিল্টু মহানন্দে এগরোল আর চিকেন চাউমিন সাঁটিয়ে দিল। রাকা আর রুক্মিণী চিকেন রোল খেল। তারপর সকলে মিলে কোল্ড ড্রিঙ্কও খাওয়া হল।

"আমি ওই ভল্লুকটা নেব।"

খাওয়াদাওয়ার পর বিল্টু এবার টেডি বিয়ারের বায়না ধরেছে। একটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বাদামি রঙের টেডি বিয়ার কিনে দিল রাকা। বিল্টুর চোখে বিশ্বজয়ের আনন্দ। রুক্মিণীকে একরকম জোর করেই কিনে দিল নীল রঙের কাচের চুড়ি। ঝুটো মুক্তোর মালা-দুল! রুক্মিণীর মুখে লজ্জামিশ্রিত খুশি উপচে পড়ছে। রাকা মুগ্ধ হয়ে ওদের দেখছে। এই অপার্থিব আনন্দ বর্ণনা করার ক্ষমতা কোনও সাহিত্যিকের নেই। কবে কে কোন মানুষকে অল্পেই এত আনন্দ দিতে পেরেছে? কবে এত রকম আনন্দের রং তার চারদিকে খ্যাপার মতো নেচে বেড়িয়েছে! এসব ছেড়ে চলে যেতে হবে?

"শুনুন।" রুক্মিণীকে ডেকে ফিসফিস করে বলল রাকা, "যদি আজ ফিরে না আসি, তবে আমার বন্ধুকে সব কথা খুলে বলবেন। হাতিবাগানে পাঁচুর একটা গোপন ডেরা আছে। গোয়ালঘরের মালিকটি সব জানে। আপনি বিল্টুকে নিয়ে ওখানে চলে যাবেন।" তার গলাটা একটু কেঁপে যায়, "ওকে একটু দেখবেন। যা টাকাপয়সা ছিল, সব রেখে যাচ্ছি। টেনেটুনে ক'টা দিন চলে যাবে। তেমন হলে আমাদের বন্ধুই কিছু একটা ভদ্রস্থ কাজ জোগাড় করে দেবে আপনাকে। বিল্টুকে পড়াশোনা করাবেন।"

বলতে বলতেই তার চোখ বিল্টুর দিকে চলে যায়। সে এখন নাগরদোলায় চড়ে মহানন্দে ঘুরে চলেছে। তার মনোযোগ এখন এদিকে নেই। এমনটাই হওয়ার কথা। এমনটাই তো হওয়ার ছিল। বিল্টুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাবে রাকা। বিল্টু ফিরে এসে দেখবে তার সান্তাক্লজ নেই! সান্তাক্লজ চলে গিয়েছে!

ভাবতেই চোখ করকরিয়ে উঠল রাকার। ধরা গলায় রুক্মিণীকে বলল, "ওর একটা ভদ্রস্থ নাম রেখে দেবেন। বিল্টু নামটা ইস্কুলে চলবে না। আর কেউ ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে বলে দেবেন, ওর বাবার নাম রাকেশ নিয়োগী ছিল, ওর পদবিও তাই..."

তার গলা বুজে এল। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে স্তম্ভিত রুক্মিণীকে পিছনে ফেলে শশব্যস্ত চলে গেল রাকা। আর এক মুহূর্তও দেরি হলে তার কান্না দেখে ফেলত রুক্মিণী।

সুস্মিতার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। আজও তাঁর চোখে জল নেই! আজও কাঁদতে পারেননি তিনি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একটু আগে অর্কপ্রভ টিটোর মুখাগ্নি করেছেন। সুস্মিতা ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মাঝেমধ্যে শ্মশানবন্ধুদের সঙ্গে লৌকিকতাও করছেন। কিন্তু অদ্ভুত রকমের নিস্পৃহ! শুধু শূন্যতা আপনমনেই কেঁদে বেড়াচ্ছে, টিটো চলে গেল... টিটো তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

ভাবতে ভাবতেই কপালে ভাঁজ পড়ল তাঁর। টিটো কী করে একা-একা চলে যেতে পারে? সুস্মিতাকে ছেড়ে সে কখনও কোথাও যায়নি। যখন এসেছিল, তখন মাকে আশ্রয় করেই এসেছিল। তারপর থেকে নার্সিংহোমে যাওয়া পর্যন্ত টিটো কখনও মায়ের কাছছাড়া হয়নি। তবে একা-একা সে যাবে কোথায়? মাকে ছাড়া যে এক পাও এগোতে পারত না, সে কীভাবে অন্তহীন যাত্রার পথে চলে যায়! সুস্মিতার মনে হল, জীবনের ওপ্রান্তে তার টিটো একা দাঁড়িয়ে আছে! ভয় পাচ্ছে! সহায়-সম্বলহীন হয়ে কাঁদছে! জড়িয়ে ধরার জন্য মাকেও কাছে পাচ্ছে না।

তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। টিটো একলা আছে। টিটো একলা...!

"ম্যাম।" রুনা এগিয়ে এসেছে। নিচু স্বরে জানতে চাইল, "সরি ম্যাম, এই পরিস্থিতিতে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে।"

সুস্মিতা জোরে শ্বাস টানলেন, "বলো।"

রুনা ইতস্তত করে বলে, "বলছিলাম, এত বড় একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেল। ডেলিভারি আজ থাক।"

সুস্মিতার চোখে যেন টিটোর চিতার আগুন গনগন করে ওঠে! কেন থাকবে? যে মানুষটাকে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভালবাসলেন, সেই যখন চলে গেল, তখন আর কীসের লজ্জা, কীসের ভয়, কীসের দ্বিধা! তাঁর সন্তান এখন ইলেকট্রিক চুল্লিতে আগুনে পুড়ছে! আর ওই বাপে খেদানো-মায়ে তাড়ানো শিশুগুলো নির্লজ্জ আগাছা হয়ে বেঁচে থাকবে! তাদের শিকড়ে সারাজীবন অকারণে জল ঢেলে যাবেন সুস্মিতা! টিটো যখন নেই, তখন দয়া, ক্ষমা, এসবের প্রশ্নই ওঠে না! অর্কপ্রভ তো দূর, স্বয়ং ঈশ্বরও আজ তাকে মুহূর্তের জন্যও দুর্বল করে দিতে পারবেন না।

তিনি জোর গলায় বললেন, "না, ডেলিভারি আজ রাতেই হবে। আমি কখনও মাল ডেলিভারি করতে দেরি করিনি। আজও করব না। প্রোগ্রাম যেমন আছে, তেমনই থাকবে।"

রুনা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুস্মিতার দিকে। এই মহিলার কি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

শোক নেই? অশ্রু নেই? ইস্পাতকঠিন মনের কোথাও কি একটু কোমলতা নেই। আজ যেন আরও বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন তিনি।

সে মাথা হেঁট করেছে, "ঠিক আছে। বিশুদের রেডি হতে বলে দিচ্ছি।"

সুস্মিতা কিছুক্ষণ ভাবলেন। তাঁর সন্দেহ যদি সত্যি হয় তবে এই ডিলের কথা নির্ঘাত পাঁচু রাকাকে বলেছিল। পাঁচু ম্যাকের সঙ্গে ডিলের কথা জানত। পাঁচু বিশ্বস্ত ড্রাইভার। ওর গাড়িতেই মাল ডেলিভারি হয়, তাই সুস্মিতা নিজেই ওকে সব জানিয়েছিলেন।

ডেলিভারির সময়, তারিখ সব জানিয়ে বলেছিলেন, "দেখিস পাঁচু, সেদিন যেন ডোবাস না। গাড়িটাকে দরকার পড়লে একটু সার্ভিসিং-এর জন্য নিয়ে যা।"

তাঁর বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বহুদিনের বিশ্বাসী লোক যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে কে জানত! রাকার জন্য ও নিজের প্রাণটাও দিয়ে দিল, তবু মুখ খুলল না। আর এই ডিলের কথা বলতে কি বাকি রেখেছে? যে এজগ্রুপের মেয়েদের পাচার করা হচ্ছে, সেই এজগ্রুপে রাকার মেয়েও পড়ে। পাঁচুর মতো উপকারী বন্ধু এই তথ্যটা নির্ঘাত সরবরাহ করেছে ওকে। যদি তাই হয়...

"রুনা।"

রুনা পিছন ফিরে হাঁটা লাগিয়েছিল। থমকে দাঁড়াল, "ম্যাম?"

"বিশুদের বলো, এবার আমিও ওদের সঙ্গে যাব।"

"আ...আপনি!" রুনা বিস্ময়ে তোতলাতে থাকে, "আপনি যাবেন? মানে আপনি!"

বুকের ভিতরে একটা চাপা ব্যথা। তবু সুস্মিতা শীতল নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন,"হ্যাঁ। এবার ডেলিভারি দিতে আমিও যাব।"

"আ-আচ্ছা!" সে বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করতে চলে গেল। সুস্মিতা তার গমনপথের দিকে তাকিয়েছিলেন। রাকা আসবে, নির্ঘাত আসবে। আসতেই হবে ওকে। আর আজ এ পর্বের শেষ করবেন তিনি। শত্রুর শেষ রাখতে নেই! আর কোনও দুর্বলতা নেই, কোনও ক্ষমা নেই!

সুস্মিতার দু'চোখে নিষ্ঠুর আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল! জীবন ক্ষমা করেছে তাকে? কেউ ক্ষমা করেনি। তাই কোনও ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তিনি লক্ষ করেননি, অর্কপ্রভ চিন্তিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন। মনে মনে ভাবছেন, সুস্মিতা এখনও কাঁদছেন না কেন? "শি মাস্ট উইপ, অর শি উইল ডাই!"

॥ ২২ ॥

বম্বে মেল আজ একদম সঠিক সময়ে ছাড়ল। কখনও কখনও দু-পাঁচ মিনিট দেরি করে বটে। কিন্তু আজ একদম পাংচুয়াল। এক মিনিটও লেট করেনি।

রাকা অনেক কষ্টে তৎকালে একটা টিকিট পেয়েছে। কিন্তু সে তখনই ট্রেনে ওঠেনি। বরং একখানা খবরের কাগজে মুখ দিয়ে বড় ঘড়িটার নীচে বসেছিল। খবরের কাগজের চেয়ে স্টেশনের মানুষজনের দিকেই নজর ছিল বেশি। ফলস্বরূপ বিশুদের গ্যাংকে চিনতে অসুবিধে হয়নি। সামনে চুলে মেহেন্দি করা ম্যাক অবিকল বামুনবাড়ির বিধবাদের মতো গুটিগুটি সন্তর্পণে হেঁটে চলেছে। রাকার কৌতূহলী চোখ প্রত্যেকটি মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ বুঝি বা ওদের মুখের রক্ত টেনে নিয়েছে। অথবা আসন্ন ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই রক্তহীন হয়ে গিয়েছে মুখগুলো!

কিন্তু যে জন্য ওদের মুখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল রাকা, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। নেই, এখানেও নেই! মেয়েগুলো তার একদম পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল। এর মধ্যে একজনের মুখও যদি মিলে যেত, তবে হয়তো নিজেকে সামলাতে পারত না রাকা।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এ কী অদ্ভুত খোঁজে নেমেছে। যত দূরই এগোয়, রাস্তার শেষে ডেড-এন্ড ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। ব্যর্থতা! শুধু ব্যর্থতা ছাড়া তার কপালে কি আর কিছুই নেই?

মেয়েগুলো চলে যাওয়ার ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরেই বিশুদের দেখতে পেল রাকা। বিশুর গতি মন্থর। ট্রেন এখনই ছাড়বে। কিন্তু তার কোনও তাড়া নেই। একটা কিং সাইজ সিগারেটে মৌজ করে টান দিতে দিতে চলেছে। পিছন পিছন গুন্ডার দল। রাকা ফের নিউজপেপার দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। সে কী করবে বুঝতে পারছিল না। তার মেয়ে এখানে নেই। হিসেবমতো তার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এখান থেকেই ফিরে যাওয়ার কথা। তবু নড়তে পারছে না রাকা। অসহায় মেয়েগুলোর মুখ বারবার মনে পড়ে যায়। যেন একদল মূক প্রাণী জবাই হতে চলেছে। কৈশোরের পুতুলখেলা ছেড়ে ওরা নিজেরাই কতগুলো জন্তুর হাতের পুতুল হতে চলল। রাকার মাথায় একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন নোঙরের মতো আটকে আছে। তার মেয়েটাও কি তবে...

যাত্রীরা সকলে উঠে পড়েছে। ট্রেন তীক্ষ্ণ শব্দে হুইস্‌ল দিল। প্রথমে একটু গড়িমসি করে চলতে শুরু করল। যেন এগোনোর ইচ্ছে নেই মোটেও। তারপরই গোটা কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে ধরতাইয়ে এল। মসৃণ সাপের মতো ইস্পাত যান হিসহিস করে এগিয়ে চলেছে। তার পেটে দশটা নিষ্পাপ কিশোরী চলেছে অন্ধকারের পথে।

আর পারল না রাকা। হাতের কাগজটা ফেলে দিয়ে ট্রেনটাকে ধাওয়া করল। কেন করল জানে না। ট্রেনের পিছনে দৌড়োনোর কোনও কারণ ছিল না। তার নিজস্ব কোনও স্বার্থ ছিল না। ওই মেয়েদের দঙ্গলে তার আত্মজা নেই। তবু অজানা এক তাগিদে দৌড়োচ্ছে সে। ট্রেন যত এগোচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে একটা অদ্ভুত বন্ধন কোথাও ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোথায় বাঁধন, কীসের বাঁধন জানে না। শুধু এইটুকু জানে, এই ট্রেনটা তাকে ধরতেই হবে। ওই দশ বন্দি পরিকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া তার এ জীবনে অন্য কোনও কর্তব্য নেই। থাকতেই পারে না।

ট্রেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তীব্রবেগে দৌড়চ্ছে রাকা। এই ট্রেনটা সে কিছুতেই মিস করবে না।

ট্রেনের ভিতরে বসেই সুস্মিতা অধিকারী জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন সেই বিরল দৃশ্য। রাকা চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণপণে ছুটছে। তাঁর মুখে একটা ক্রুর হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। সন্দেহটা তবে ঠিকই ছিল! রাকা এসেছে।

রাত ক্রমাগতই বাড়ছে। সহযাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘর ছেড়ে আরও পাঁচ মিনিট এগিয়েছে। ট্রেন বরাকর পেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ হল। সামনে ধানবাদ।

রাকা সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ট্রেন ফের ঢিমেতাল ধরেছে। অর্থাৎ জংশনে ঢুকছে। সে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। একাধিক রেলের ট্র্যাক চলতে চলতে গিয়ে মিশেছে ধানবাদ জংশনে। ধানবাদে গাড়ি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পাঁচ মিনিট দাঁড়াবে। সেই ফাঁকেই ওই কামরায় উঠতে হবে। দরজা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে তার চুল। সে উঁকি মারতেই দেখতে পেল ধানবাদ জংশনের আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম। তার স্নায়ুতন্ত্রী টানটান হয়ে ওঠে। গন্তব্য এসে গিয়েছে।

ধানবাদ স্টেশনে ট্রেন থামতেই রাকা লাফ মেরে নেমে পড়ল। ম্যাকদের কামরা বেশি দূর নয়। ট্রেনের মাঝবরাবর একটা কামরায় রয়েছে ওরা। খুব বেশি হলে এক মিনিট লাগার কথা। কিন্তু সেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতেও যেন সারাজীবন লেগে গেল রাকার। একটা-একটা করে জানালা ছুঁয়ে যাচ্ছে তার উৎসুক চোখ। বাইরে কত আলো। স্টেশন আলোয় ঝলমল করছে। অথচ ট্রেনের ভিতর অন্ধকার হাঁ করে রয়েছে। বাইরে থেকে ভিতরে কিছু দেখতে পাওয়া মুশকিল।

পাঁচু তাকে কুপ নম্বর, সিট নম্বর সবই বলেছিল। নম্বর মিলিয়ে লাফ মেরে ট্রেনের ভিতরে উঠে পড়ল রাকা। এই পুরো কামরাটাই বুক করেছে ওরা। সে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য! যেদিকেই তাকায় সেদিকেই শুধু সার-সার খালি বার্থ। এত খালি থাকার তো কথা নয়। কারণ পাহারদারদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সে জানে মেয়েগুলো অনেকসময় পালিয়ে যেতে চায়। অন্য কামরায় চলে গিয়ে শেষবারের মতো আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। কিংবা সকলের চোখ এড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে। তাদের ফের জোর জবরদস্তি করে ধরেও আনতে হয়। সে জন্য আলাদা লোক লশকর পেয়াদা থাকার কথা। রাকার মনে একটা আশঙ্কা কাজ করতে থাকে। বিশুরা না থাকুক, ম্যাকের দলবল তো থাকবে। মেয়েগুলোই বা গেল কোথায়?

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে একটা ধাতব শীতল স্পর্শ! রিভলভারের নল! তার সঙ্গে পরিচিত একটা শাণিত নারীকণ্ঠ, "কাকে খুঁজছিস রাকা?"

রাকা আক্ষেপে চোখ বুজল। ভুল, চরম ভুল! বিশুরা ধানবাদে নেমে যায়নি। শুধু বিশু নয়, সুস্মিতাও আছেন। কোনওভাবে টের পেয়ে গিয়েছেন। আজ আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। তার শমন পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

"এদিকে ফের শালা!" বিশু ধমকে ওঠে।

সে পিছন ফিরল। বিশু সঙ্গে সঙ্গে তার কপালে বন্দুকের নল চেপে ধরেছে। ট্রেনের ভিতরের আলোগুলো এতক্ষণ নেভানো ছিল। এবার মাথার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

উপরের আলোটা জ্বলে উঠল। ম্যাক জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিশুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঠিক তার পিছনেই সুস্মিতা অধিকারী। আর তিনজনের পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে হতভাগ্য মেয়েদের দল।

সুস্মিতা ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বাবু মণ্ডলকে পুলিশে ধরিয়েছিস। আমার ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দিয়েছিস। এখন কী করবি রাকা? আমায় খুন করবি? সঙ্গে কী এনেছিস? রিভলভার না রাইফেল?"

বিশু রাকার পিঠে এক রদ্দা মেরে বসিয়ে দিয়েছে তাকে। মেঝের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে রাকা। তার শরীর তল্লাশি করছে বিশুর লোকজন। তাকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল তারা। অবাক হয়ে জানাল, "ওর কাছে কিছু নেই ম্যাডাম। একটা পিনও না।"

এবার সুস্মিতার পাথরকঠিন মুখেও বিস্ময়ের ছাপ পড়ে, "কিছু নেই! কোনও অস্ত্র নেই? ঠিক দেখেছিস?"

একজন জবাব দিল, "কিচ্ছু না ম্যাডাম।"

সুস্মিতা বুকের ভিতরের কষ্টটা ফের টের পেলেন। কিন্তু অসুস্থতাকে তিনি ঘৃণা করেন। তাই প্রকাশ করলেন না। বরং জানালার ধারের সিটটায় বসে পড়ে বললেন, "খালি হাতে বাঘিনি মারতে এলি রাকা? মারতে এলি না মরতে এলি?"

বিশু সজোরে হেসে উঠল, "মরতেই এসেছে ম্যাডাম। মরার যখন এতই শখ, তখন এখনই উড়িয়ে দিই?"

রাকার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে, "উড়িয়ে দে বিশু। আমি সেজন্যই এসেছি।"

"দাঁড়া বিশু," সুস্মিতা কৌতূহলী, "সেজন্যই এসেছিস মানে? কী জন্য এসেছিস? মরতে এসেছিস?"

রাকার দুর্বোধ্য হাসিটা আরও চওড়া হল, "যেভাবেই হোক, এই মেয়েগুলোকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।"

"তাই? মরে গেলে ছাড়াবি কী করে?"

সে ফিকফিক করে হাসল, "বিশুর জন্যই সম্ভব হবে। ওকে আমি চিনি। গাধাটা শুধু বন্দুকই চিনেছে। সাইলেন্সর বলেও যে কিছু একটা আছে সেটা ও জানে না। ও আমাকে গুলি মারলেই ফায়ারিং-এর শব্দ গোটা ট্রেন শুনতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পাবে। আর পরের কামরায় বেশ কয়েকজন জওয়ানকে দেখে এসেছি। তারা এখনও ঘুমোয়নি।"

সুস্মিতার ঘাড় ঘুরে গেল বিশুর দিকে। বিশু তড়বড় করে বলে ওঠে, "বন্দুক ছাড়াও মারার উপায় আছে ম্যাডাম!"

রাকা জোরে হেসে উঠেছে। যথারীতি বিশুর কাছে সাইলেন্সর নেই। সুস্মিতা বিরক্ত হলেন। বিশু এবার ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য বন্দুকটা সরিয়ে চপার বের করে এনেছে।

"দাঁড়া..." সুস্মিতা তাকে ফের থামালেন। তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে। তিনি রাকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। রাকা তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু। রাকা তাঁর অনেক সর্বনাশ করেছে। রাকা বিশ্বাসঘাতক, ক্ষমার যোগ্য নয়! কিন্তু এই রাকা কি সেই রাকা? যে রাকা গুন্ডাগিরি করে বেড়াতে ভালবাসত, বন্দুক, পিস্তল ছাড়া কথা বলত না, সেই মানুষটাই কি এই রাকা? সুস্মিতা বিভ্রান্ত হলেন। কী বলছে ও? দশটা মেয়ের জন্য নিজের প্রাণটা ও দিয়ে দেবে! তার পরিচিত রাকা প্রাণ নিতে পারত, প্রাণ দিতে পারত না। সে নিরস্ত্র হতে জানত না।

"তোর মেয়ে এখানে নেই রাকা। অন্যের মেয়ের জন্য প্রাণটাও দিয়ে দিবি? এত উদার কবে হলি?"

রাকা চোখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে। চমকে উঠলেন সুস্মিতা। আবার একটা জোরালো ধাক্কা। এ কে? চেহারাটা অতি পরিচিত। কিন্তু চোখ? ও চোখ কোনও সাধারণ মানুষের নয়। ও চোখ কোনও খুনির নয়! রাকার তো নয়ই। এ দৃষ্টিতে যদি অর্কপ্রভ তাকাতেন তবে সুস্মিতা তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারতেন। ও চোখে হয়তো কোনওদিন সম্রাট বাবর তাকিয়েছিলেন! না, সম্রাট বাবর নয়, পিতা বাবর। চিরন্তন পিতৃসত্তা। যে পিতৃস্বত্তা কাবুলিওয়ালা রহমতের মতো বুকে মেয়ের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে বেড়ায়! যে পিতৃসত্তা দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের তোয়াক্কা না করেই বলে ওঠে-

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত-
ধ্বংস করে দাও, আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কবিতাটাকে বারবার ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন সুস্মিতা। তবু বারবার ওই দুটো লাইনই ফিরে ফিরে মনে আসছে। রাকার দৃষ্টিতে আকুল প্রার্থনা নিয়ে লাইনদুটো ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, "ধ্বংস করে দাও, আমাকে যদি চাও/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

"আমাকে মেরে ফেলুন!" অবিকল সেই আর্তিই ছুঁয়ে গেল রাকার কণ্ঠ, "আমি বেইমান। কিন্তু ওরা আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। ওদের ছেড়ে দিন।"

সুস্মিতা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল! তাঁর বুকের ভিতর তখন প্রবল আলোড়ন। কত কিছু ভেবে রেখেছিলেন। ঠিক করেছিলেন, রাকাকে কুকুরের মতো বেওয়ারিশ মৃত্যু দেবেন। ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারবেন। অথবা টুকরো টুকরো করে ডিউকের নৈশাহার বানাবেন। কিন্তু কাকে মারবেন? রাকা তো আগেই মরে গিয়েছে। এখন তাঁর সামনে যে বসে আছে, সে কে? তাকে চেনেন না তিনি। মনে মনে বুঝলেন, দ্বিতীয়বার তাঁর পরাজয় হল। মনের অন্দরে কে যেন প্রশ্ন করে উঠল, কী করে পারলি রাকা? আমি তো পারলাম না... পারলাম না! কেন পারলাম না? কেন বলতে পারলাম না? কেন বলতে পারলাম না, ধ্বংস করে দাও, আমাকে ঈশ্বর/আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক!

তাঁর গলা ধরে এসেছিল। তবু কোনওমতে বললেন, "বিশু, ম্যাকের টাকার ব্যাগটা ফেরত দিয়ে দে।"

এই প্রার্থনায় নিষ্করুণ ঈশ্বরের বুকও ফেটে গিয়েছিল! সুস্মিতা তো মানুষ মাত্র!

ট্রেন ছেড়ে গেল ধানবাদ জংশন। তৃষ্ণার্তের মতো জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন সুস্মিতা। একটু আগেই রাকার সঙ্গে নেমে গিয়েছে মেয়েগুলো। রাকা আগে আগে চলেছে, পিছন পিছন আনন্দের বন্যার মতো নাচতে নাচতে চলেছে মেয়েগুলো! যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার সুরে মন্ত্রমুগ্ধ শিশুর দল কলকল করে ছুটে চলেছে! এত আনন্দও ছিল পৃথিবীতে! তিনি কেন দেখতে পাননি? কেন এই আনন্দের এক বিন্দুও বর্ষিত হয়নি তাঁর উপর!

বিশুরাও নেমে গিয়েছে। একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি নামবেন না ম্যাডাম?"

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তিনি হাসার চেষ্টা করেন, "না, আমি আরও একটু দূরে যাব।"

ওরা আর বাক্যব্যয় না করে নেমে গেল। সুস্মিতা জানালার পাশে এসে বসেছেন। এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে। অনেক রাত, ঘুমোননি। আজ তাঁর ঘুমানোরই দিন। নিশ্চল, সাপের মতো ঠান্ডা ঘুম দখল করে নিচ্ছিল তাঁকে। বুকের কষ্টটা আরও বেড়েছে। তা বাড়ুক গে। তবু...

হঠাৎ মনে হল টিটো কাঁদছে! কোথায় কাঁদছে? মনে পড়ে গেল, টিটো একা আছে! টিটো অসহায়! মাকে ছেড়ে এত বড় রাস্তা পেরোবে কী করে? ওদিকে ওই গোলাপের কুঁড়িটা...আঃ! কুঁড়িটা যে শুকিয়ে যাবে! ফোটার আগেই ঝরে যাবে! ওর যত্ন দরকার।

চিরনিদ্রার অতলে তলিয়ে যাওয়ার আগে জড়ানো গলায় কোনওমতে শেষ কথাটা বলে গেলেন তিনি, "মুকুন্দ! ওই কুঁড়িটা..."

দু'বছর পরের কথা

জিঙ্গল বেল্‌স, জিঙ্গল বেল্‌স, জিঙ্গল অল দ্য ওয়ে...

আরও একটা পঁচিশে ডিসেম্বর। যিশুর জন্মদিন আবার ফিরে এসেছে। আনন্দের দিনে মানুষ প্রমোদে মত্ত। আজ বাঁধন ছিঁড়তে মানা নেই। পেগের হিসেবে মানা নেই। কেকের দোকানে লম্বা ভিড়। ভিড় কাবাব ও পানীয়ের দোকানেও। অন্যান্য বছরের পরিচিত দৃশ্যটাই ফিরে এসেছে। বিশেষ পার্থক্য নেই।

শুধু গত দু'বছর ধরে একটাই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। পথশিশুরাও এখন রাত জাগছে। গত দু'বছর ধরেই সান্তাক্লজ তাদের কাছে নিয়মিত আসে। সোয়েটার, চাদর, জামা, খেলনাগাড়ি উপহার দেয়। তাদের কোলে তুলে আদর করে। কেক খাওয়ায়। তাই এত রাতেও সজাগ হয়ে আছে। ওরা জানে, সান্তাক্লজ ঠিক আসবে।

একটু দূরেই একটা ঢাউস ব্যাগ ঘাড়ে করে দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছিল একটা মানুষ। লাল জামা, লাল টুপি পরা দীর্ঘ চেহারা। গালে নকল সাদা গোঁফ দাড়ি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ইনিই পথশিশুদের ঈপ্সিত সান্তাক্লজ। ঢাউস ব্যাগের ভিতরে আছে রুক্মিণীর বোনা সোয়েটার, মাফলার। এখন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রুক্মিণী বোনার কাজ করে। দু'পয়সা কামিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। তার সদ্য বিয়ে করা বর রাকেশ নিয়োগী তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। সে প্রথমে ভাড়ার ট্যাক্সি চালাত। ট্যাক্সি চালানোর টাকা জমিয়ে নিজের দুটো ট্যাক্সি কিনেছে সে। এখন একটা ট্যাক্সি নিজে চালায়, অন্যটা তার অধীন ড্রাইভারের। সব মিলিয়ে যা রোজগার হয়, তা তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। হ্যাঁ, তিনজনই তো। আরও একজন ছোট সদস্য আছে যে। তার নাম শুভঙ্কর নিয়োগী। ডাক নাম বিল্টু। তিনি ইস্কুলে পড়েন। প্রতি বছর তিনিই সানন্দে সান্তাক্লজের ব্যাগ গুছিয়ে দেন। কিছু বাকি পড়ল কিনা তা নিয়ে সরেজমিনে তদন্তও করেন। সান্তাক্লজকে দেখতে পেয়েই হইহই করে উঠল শিশুর দল। দৌড়ে এসে তাকে ঘিরে নাচানাচি শুরু করল। আদরে, আবদারে অতিষ্ঠ করে তুলছে তাকে। সান্তাক্লজের বুকে, ঘাড়ে নাচছে ছোট ছোট শিশুরা। সান্তাক্লজের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি তাদের মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রত্যেকবারের মতো এবারও কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে! সে জানে আর তাকে পাওয়া যাবে না। তবু চোখদুটো আজও প্রত্যেকটা শিশুর মুখ খুঁজে দেখে। যদি পাওয়া যায়! যদি পাওয়া যায় সেই পরিচিত মুখের আদল... যদি কখনও দেখা যায় সেই মুখ... যদি দেখা যায়..

ঠিক তখনই নীল আকাশে একটা নক্ষত্র অগোচরে চোখ টিপে হেসে ওঠে। ফিসফিস করে পরিচিত নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, "যাঃ শালা! তুই তো ষোলোআনা বাবা হয়ে গেলি রে!"

THE DHAKURIA PUBLIC LIBRARY
Acc No.
Date
1, Sarat Ghosh Garden Road, Kol-31

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

সায়ন্তনী পূততুন্ডর জন্ম ১৯৮৫, কলকাতায়। শিক্ষা যাদবপুর বিদ্যাপীঠ স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। কিছুদিন সাংবাদিকতা করার পর বর্তমান জীবিকা লেখালেখি ও ফ্রি-লান্সিং। স্কুলে পড়ার সময়েই সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি, ১৯৯৭ সালে একটি দৈনিকে ছোটগল্পের মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ। শিশু সাহিত্য পত্রিকা 'সাহানা'য় গোয়েন্দা গল্প ও থ্রিলার ছোটদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। বাংলাদেশের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয় প্রথম গ্রন্থ—ত্রিমূর্তি যখন ভয়ঙ্কর (২০১১)। বইটি পাঠকের অভিনন্দন-ধন্য।
শারদীয়া আনন্দলোক পত্রিকায় (২০১১) প্রকাশিত 'আনন্দধারা' উপন্যাসটিই পাঠকের দরবারে প্রথম বৃহত্তর আত্মপ্রকাশ।

.....

প্রচ্ছদ পিয়ালি বালা

Scanned by CamScanner

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner